দারসে কুরআন

৬

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে
কুরআন

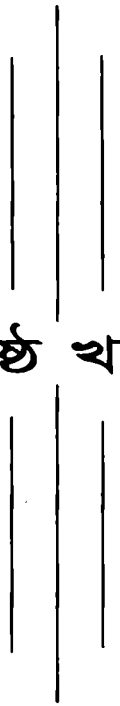

৬ষ্ঠ খন্ড

অধ্যাপক আবদুল মতিন

www.pathagar.com

দারসে কুরআন- ৬ষ্ঠ খন্ড

প্রকাশনায় ঃ সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর) খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
নভেম্বর - ২০১৩ সাল
আশ্বিন - ১৪২০ সন
মহররম - ১৪৩৫ হিজরী

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ তামান্না
৩২১, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর) খুলনা।

মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	প্রফেসরস পাবলিকেশন, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১. কদর রাতের মর্যাদা- (সূরা কদর)	০৫
২. নারী-পুরুষের পর্দার বিধিবিধান-(সূরা আন-নূর-৩০-৩১)	২৩
৩. সন্তানের প্রতি আদর্শ পিতার উপদেশ-(সূরা লুকমান-১৩-১৯)	৫৪
৪. সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপন করা। প্রাপকের হক বুঝিয়ে দেয়া। সূদ নয় বরং যাকাতই সম্পদ বৃদ্ধি করে। স্থল ও জ্বলের বিপর্যয় মানুষেরই অর্জিত ফল- (সূরা রূম-৩৩-৪২)	৭৬
৫ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা- (সূরা বানী ইসরাঈল -২৩-৩৮)	৯৩
৬. যুদ্ধ-জিহাদে বৈষয়িক কোন কিছু লাভের উদ্দেশ্যই আসল না হয়ে বরং আলাহর সন্তুষ্টি লাভই আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য দুর্বলের মুকাবিলা না করে সবল শক্তির মুকাবিলা করা- (সূরা আনফাল -১-৮)	১২৪
৭. নারী-পুরুষ সকলেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য হিজরত করা, বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়া এবং নিহত হবার প্রতিদান- (সূরা আলে ঈমরান -১৯৪-২০০)	১৪৩

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহমাদুহু অনুসল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে, পারিবারীক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যাবতীয় সমাধান আল-কুরআনে রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর করণীয় হলো আল-কুরআনকে নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে আ'মল করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আল-কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোনো বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ভিন্নভাবে কুরআনকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে কুরআনের প্রকৃত বুঝ থাকা প্রয়োজন। আল-কুরআনের প্রকৃত বুঝ দেবার জন্যেই আমি আল কুরআনের বাছাই করা কতকগুলো অংশ থেকে 'দারসে কুরআন' খন্ড আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে **ষষ্ঠ খন্ড** প্রকাশ করা হলো এবং আগামীতে আরও খন্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে-যদি আল্লাহ্ আমাকে লেখার তাওফীক দান করেন।

আমি 'দারসে কুরআন' এর খন্ডগুলো ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক ও সাধারণ শিক্ষিত কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগি করে লেখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া দারসে কুরআন প্রথম খন্ডের প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারণ মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয় উল্লেখ করেছি। বইটি লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

দারসে কুরআন পঞ্চম খন্ড লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি ও পাঠক-পাঠীকা পরামর্শ, সময় ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

লেখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অতএব কোনো সুহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে যদি ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে কিংবা কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাকে সরাসরি জানালে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভবিষ্যতে সংশোধন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'লার কাছে আমার আরজ, হে আল্লাহ! তোমার এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করতে যেয়ে যদি আমার অজান্তে কোনো ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য তুমি আমাকে মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দিও। আর সীমিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতে আদালতে নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীক ষ্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ (দিবা-নৈশ)
দৌলতপুর, খুলনা।

তারিখ- ০১. ১১. ২০১৩

www.pathagar.com

এক

কদর রাতের মর্যাদা

সূরা-কদর-৯৭

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ
فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ○ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে -(১) নিশ্চয়ই আমি উহা (কুরআনকে) কদরের রাতে নাযিল করেছি। (২) হে নবী, আপনি কি জানেন কদরের রাত কি? (৩) কদরের রাত হলো হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম-কল্যাণময়। (৪) এই (রাতে) ফিরিশতাগণ ও রূহ (জীবরীল আমীন) তাদের রব এর অনুমতিক্রমে সকল হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। (৫) এতে শান্তি তথা নিরাপত্তা বর্ষিত হতে থাকে ফজরের উদয় পর্যন্ত।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِنَّا -নিশ্চয়ই আমি। اَنْزَلْنٰهُ -আমি তা/ উহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। فِيْ -মধ্যে/তে। لَيْلَةِ -রাত। الْقَدْرِ - সম্মান্বিত/মহিমান্নিত। وَ -আর। مَا -কি? اَدْرٰىكَ -আপনি জানেন। مَا - সম্পর্কে/সম্বন্ধে। خَيْرٌ -উত্তম/শ্রেষ্ঠ। مِنْ -হতে/থেকে। اَلْفِ -হাজার। شَهْرٍ -মাস। تَنَزَّلُ -অবতীর্ণ হয়। الْمَلٰٓئِكَةُ -ফিরিশতাগণ। وَ -এবং। الرُّوْحُ -রূহ (জীবরীল আমীন)। فِيْهَا -তাতে। بِاِذْنِ - অনুমতিক্রমে।

www.pathagar.com

رَبِّهِمْ -তাদের রবের/প্রতিপালকের। مِنْ كُلِّ -প্রত্যেকটি। أَمْرٍ -বিষয়ে/কর্মে। سَلَٰمٌ -শান্তি/নিরাপত্তা। هِيَ -সেই রাতে। حَتَّىٰ -পর্যন্ত। مَطْلَعِ -উদয়/উত্তোলন। الْفَجْرِ -ফজরের।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয়/সম্মানিত ভাইয়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে/খিদমতে পবিত্র আল কুরআনের সূরা সমূহের মধ্য থেকে ছোট্ট অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সূরা তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের খিদমতে এই তাৎপর্যপূর্ণ সূরার ব্যাখ্যা ও শিক্ষা সঠিকভাবে তুলে ধরার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরাটির নামকরণ ঃ এই সূরাটির নাম 'সূরা কদর'। এই সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْقَدْرِ শব্দটিকে কেন্দ্র করেই সূরার নাম 'কদর' নামকরণ করা হয়েছে। 'কদর' শব্দের অর্থ সম্মান্বিত বা মহিমান্বিত। সাধারণতঃ পবিত্র আল কুরআনের অধিকাংশ নামকরণ প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে। তবে এই সূরাটির বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয়, এই সূরাটির নামকরণ শিরোনাম হিসেবেই করা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরাটি মাক্কী না মাদানী, এই বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন আবু হাইয়্যান তাঁর 'বাহরে মুহীত' নামক গ্রন্থে দাবী করে বলেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে এই সূরাটি মাদানী। আলী ইবনে আহমদ আল-ওয়াহেদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মদীনায় সর্বপ্রথম এই সূরাটিই অবতীর্ণ হয়।

অপর পক্ষে আল্লামা আল-মাওয়ার্দী বলেন, অধিক সংখ্যক কুরআন বিশারদদের মতে এই সূরা মাক্কী। যেমন, ইমাম সুয়ূতী 'আল-ইতকান' গ্রন্থে এ কথাই লিখেছেন। ইবনে মারদুইয়া, ইবনে আব্বাস, ইবনু যুবাইর ও হযরত আয়িশা (রাঃ) একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন, তাতে রয়েছে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে

www.pathagar.com

চিন্তা-গবেষণা করলে মনে হয়, এই সূরাটি মক্কার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব ধরে নেয়া হয়, এই সূরাটি অবশ্যই মক্কায় অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। এর পরেও আল্লাহই ভাল জানেন।

শানে নুযূল বা নাযিলের কারণ ঃ এই সূরার শানে নুযূল বা অবতরণের কারণ সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত আলী ইবনে উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানী ইসরাঈলের চারজন আবেদের কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা আশি বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার ইবাদত করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা ক্ষণিকের জন্যেও আল্লাহর নাফরমানী করেননি। তাঁরা হলেন, হযরত আইউব (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত হাযকীল ইবনে আ'জুয (আঃ) এবং হযরত ইউশা ইবনু নুন (আঃ)। সাহাবাগণ (রাঃ) এ ঘটনা শুনে খুবই অবাক হলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বললেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার উম্মত এই ঘটনায় বিস্ময়বোধ করছেন, জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা'লা আপনার উপর এর চেয়েও উত্তম জিনিস দান করেছেন। আপনার উম্মত যে ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছে এটা তার চেয়েও উত্তম।" তারপর তিনি তাঁর কাছে এই সুরাটি পাঠ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত খুশী হলেন।

(ইবনে কাসীর)

তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে ইবনে আবী হাতেম (রাঃ) এর বর্ণনার উদ্বৃত দিয়ে উল্লেখ রয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন যে, সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও সে অস্ত্র সংবরণ করেনি। সাহাবাগণ একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক রাতের ইবাদতই সেই মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

ইবনে জরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বানী ইসরাঈলের জনৈক এক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতো ও সকাল হলেই জিহাদের জন্যে বের হয়ে পড়তো এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকতো। সে এক হাজার মাস

www.pathagar.com

এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'লা সূরা কদর নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, 'লাইলাতুল কদর' উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য। (মাযহারী)

সূরাটির মূল বক্তব্য বা আলোচ্য বিষয় ঃ পবিত্র আল কুরআনের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই এই সূরার মূল বক্তব্য। আল কুরআনে সূরাগুলোকে পরস্পর সাজানোর ক্ষেত্রে এই সূরাটিকে 'সূরা আ'লাকের' পর রাখা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে মনে হয়, সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে যে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অবতরণ শুরু হয়েছিলো সেই কুরআন সম্পর্কেই এই সূরায় বলা হয়েছে যে, এই কুরআন যে রাতে অবতরণ হতে শুরু করেছিলো তা এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ও মানুষের ভাগ্য নির্ধারণকারী রাত ছিলো। এই কিতাব অতি মর্যাদাপূর্ণ ও মহাগ্রন্থ এবং নাযিল হওয়াও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/মাহফিলে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারস বুঝানোর জন্য সূরাটি সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সূরাটির ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরাটির প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন- اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

নিশ্চয় আমি উহাকে (কুরআনকে) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি।

এখানে আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ "নিশ্চয় আমি উহাকে নাযিল করেছি।" কিন্তু এর পূর্বে কুরআনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদিও এতে কুরআনের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। কেননা,'নাযিল করা' কথাটা দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে বুঝা যায় যে, এটা কুরআন সম্পর্কেই বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনেই এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানে 'কুরআন' শব্দটি উল্লেখ না করে জমির বা সর্বনাম 'ه' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এর আগে-পরে কোথাও 'কুরআন' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কথার ধরণ এবং সূরার আলোচনা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যায় যে 'ه' বা 'উহাকে' সর্বনামটি আল কুরআনকেই বুঝিয়েছে।

www.pathagar.com

فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - "কদরের রাতে।" অর্থাৎ আমি কুরআন কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে মাসের নাম নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ "রমযান মাস, যেই মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।" এ থেকে এও জানা গেল যে, যে রাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম নবী করীম (সঃ) এর নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন, তা রমযান মাসের-ই একটি রাত ছিলো। এই রাতের পরিচয় এই সূরাতেই দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'কদরের রাতে' অর্থাৎ উহা কদরের রাত ছিলো। আর সূরা দোখান এর ০৩ নম্বর আয়াতে একে মুবারক বা বরকতপূর্ণ রাত উল্লেখ করে বলা হয়েছে- اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ "নিশ্চয় আমি উহাকে (কুরআনকে) বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি"।

একটি প্রশ্নঃ আমরা সবাই জানি যে, পবিত্র আল কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে। অথচ আমরা এখানে দেখছি পবিত্র কুরআন রমযান মাসে কদরের রাতে অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তরঃ উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এভাবে সহজে দেয়া যায় যে, পবিত্র কুরআন নাযিল দু'টি পর্বে বিভক্ত।

যেমন- (১) اِنْزَالْ (ইনযাল) (২) تَنْزِيْل (তানযীল)

প্রথম পর্ব ঃ اِنْزَالْ (ইনযাল) এর অর্থ হলো -"একত্রে অবতরণ করা"। পবিত্র আল কুরআন মহান আল্লাহর আরশে আযীমে অবস্থিত 'লওহে মাহফুজ' বা সংরক্ষিত ফলকে সংরক্ষিত ছিলো। সেখান হতে রমযান মাসের কদরের রাতে পৃথিবী সংলগ্ন আসমানে অর্থাৎ প্রথম আসমানে অবস্থিত 'বায়তুল ইয্যাতে' সমূর্ণ কুরআন একই সাথে অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কুরআন অবতরণের এই পর্বকে اِنْزَالْ বলা হয়। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ যেমন, সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ "রমযান মাস, যে মাসে কুরআন (একসঙ্গে) অবতীর্ণ করা হয়েছে"।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ সূরা কদরের ০১ নম্বর আয়াতে আরও বলেছেন-

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"নিশ্চয়ই আমি উহা (কুরআন)-কে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি"।

অর্থাৎ, একই সাথে পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ করেছি। সূরা দোখান এর ০৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ- "নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি"।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই اِنْزَالْ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে একত্রে পূর্ণ কুরআন নাযিলেরই প্রমাণ বহন করে।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ تَنْزِيْل (তানযীল) তানযীল শব্দের অর্থ হলো– "পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করা"। পবিত্র আল কুরআন কদরের রাতে একই সাথে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হবার পর বায়তুল ইয্যাত হতে প্রধান ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে ২৩ বছর ব্যাপী প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হওয়াকে تَنْزِيْل বা 'পর্যায়ক্রমে অবতরণ' বলা হয়।

এর উদাহরণ হিসেবে সূরা বানী ইসরাঈল এর ১০৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ড ভাবে, সময়ে সময়ে, যাতে আপনি মানুষের নিকট ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি তা অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে"।

এখানে تَنْزِيْل শব্দটি দ্বারা পবিত্র কুরআন ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন মাফিক দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নাযিলের কথায় বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ আমরা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর সহজেই এইভাবে সমাধান করতে পারি যে, পবিত্র আল কুরআন সপ্ত আসমানে লাওহে মাহফুজ থেকে রমযান মাসে কদরের রাতে প্রথম আসমানে একত্রে অবতীর্ণ হয় এবং

www.pathagar.com

সেখান থেকে নবী করীম (সঃ) এর দীর্ঘ ২৩ বছর নবুয়তের জিন্দেগীতে প্রয়োজনমত দুনিয়ার এই যমীনে অবতীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, কদরের রাতে সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফুজ হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর ঘটনা অনুযায়ী দীর্ঘ তেইশ বছরে ধীরে ধীরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

দ্বিতীয় এও হতে পারে যে, কদরের রাতে সূরা আ'লাকের ১ম পাঁচটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। অতঃপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ২৩ বছরে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত আসমানি কিতাব রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর সহীফাসমূহ ৩রা রমযান, তাওরাত ৬ই রমযান, ইনজীল ১৩ই রমযান এবং যাবুর ১৭ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল কুরআন ২০শে রমযানে নাযিল হয়েছে। (মাযহারী-মা'রিফুল কুরআন)

قَدْرٌ (কদর) অর্থ ঃ কদরের এক অর্থ মাহাত্ম ও সম্মান। কেউ কেউ এখানে এই অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম ও সম্মানের কারণে একে لَيْلَةُ الْقَدْرِ তথা 'মহিমান্বিত রাত' বলা হয়।

কদরের আর এক অর্থ তাকদীর ও আদেশও হয়ে থাকে। এ রাতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফিরিশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমান নির্দিষ্ট ফিরিশতাগণকে লিখে দেয়া হয়। এমনকি এ বছর কে হজ্জ করবে তাও লিখে দেয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি অনুযায়ী চার জন ফিরিশতাকে এসব কাজ অর্পণ করা হয়। তারা হলেন, ইসরাফীল, মীকাঈল, আযরাঈল ও জিবরাঈল (আঃ)-(কুরতুবী)

তাছাড়া নিম্নের আয়াত দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। যেমন-

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ○ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ط اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ○

www.pathagar.com

"নিশ্চয় আমি উহাকে (কুরআনকে) এক বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সাবধানকারী। এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় আমার আদেশক্রমে। আর আমিই প্রেরণকারী।" (সূরা দুখান ৩-৬)

অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ এর অর্থ কদরের রাত।

কদর এর রাত কোনটি ঃ আল কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, কদরের রাত রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে ওলামাদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে যা সংখ্যায় প্রায় ৪০ পর্যন্ত পৌঁছেছে। নিম্নে তাঁদের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হলো ঃ

১. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) কদরের রাত সম্পর্কে বলেছেন, উহা ২৭ কিংবা ২৯ রাত। (আবু দাউদ) একই রাবীর দ্বিতীয় আরো একটি বর্ণনায় রয়েছে, উহা রমযানের শেষ রাত। (আহমাদ)

২. যির ইবনে হুবাইশ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) কে কদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি শপথ করে বললেন; উহা ২৭ তম রাত, তিনি এর ব্যতিক্রম দেখেননি।

(আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান)

৩. হযরত উবাই ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কদরের রাত রমযান মাসের শেষ দশ রাতের মধ্যে একটি বে-জোড় রাত। আর তা হলো ২১, ২৩, ২৫, ২৭ কিংবা ২৯ তম অথবা সর্বশেষ রাত। (আহমাদ)

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, উহাকে রমযান মাসের শেষ দশ রাতের মধ্যে সন্ধান করো- যখন মাস শেষ হতে ০৯ দিন বাকী থাকবে, কি ০৭ দিন থাকবে, কি ০৫ দিন বাকী থাকবে। (সহীহ বুখারী)

বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের এ ব্যাপারে মত হলো, নবী করীম (সঃ) এ কথা দ্বারা বে-জোড় রাত বুঝাতে চেয়েছেন।

৫. হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ০৯ দিন বাকী থাকলে কিংবা ০৭ দিন অথবা ০৫ দিন কিংবা ০৩ দিন অথবা শেষ রাত। অর্থাৎ এসব রাতে কদরের রাত খোঁজ করে দেখ। (তিরমিযী, নাসাঈ)

www.pathagar.com

৬. হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা কদরের রাত রমযান মাসের শেষ দশ রাতের কোন বেজোড় রাতে খোঁজ করো। (সহীহ বুখারী-মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)।

৭. হযরত আয়িশা (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) তার জীবদ্দশায় রমযান মাসের শেষ দশ রাতে ই'তিকাফ করেছেন।

৮. হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে কদরের রাত সম্পর্কে খবর দেয়ার জন্য বের হলেন। কিন্তু পথে দেখলেন যে, দু'জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেন, আমি তোমাদেরকে কদরের রাতের খবর দিতে এসেছিলাম। কিন্তু উমুক উমুকের ঝগড়ার কারণে ঐ রাতের বিষয়টি আমার স্মৃতি থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ এর মধ্যে তোমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এখন ওটাকে রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ করো।

(ইবনে কাসীর)

এ রাত নির্ধারিত না হলে প্রতি বছরের কদরের রাত কবে তা জানা যেত না, এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে। কদরের রাতের মধ্যে যদি রদবদল হতো, তাহলে সেই বছরের কবে কদরের রাত তা জানা যেত না, এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য বছরের জন্যে এ নির্ধারণ কাজে আসতো না। তবে হ্যাঁ, একটা জবাব এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ বছরের কদরের রাতের সংবাদ দেয়ার জন্যেই এসেছিলেন। এ হাদীস থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, ঝগড়া-বিবাদ কল্যাণ, বরকত এবং ফলপ্রসূ জ্ঞানকে নষ্ট করে দেয়। অন্য একটি সহীহ হাদীসে বর্ণনা রয়েছে যে, বান্দাই নিজের পাপের কারণে আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

(ইবনে কাসীর)

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, কদরের রাত তুলে নেয়া হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হলো কদরের রাত নির্দিষ্ট করণের জ্ঞান তুলে নেয়া হয়েছে। কদরের রাতই যে তুলে নেয়া হয়েছে এমন নয়, কিন্তু অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় বলে যে, কদরের রাতই তুলে নেয়া হয়েছে। কদরের রাত যে তুলে নেয়া হয়নি তার বড় প্রমাণ এই যে, উপরোক্ত

www.pathagar.com

কথার পরই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,"কদরের রাত রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ করো।" (ইবনে কাসীর)

"নবী করীম (সঃ) যে বলেছেন, কদরের রাত নির্দিষ্ট করণ সম্পর্কিত জ্ঞান তুলে নেয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ তোমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর ভাবার্থ হলো এই যে, এই রাত তালাশকারীরা সম্ভাব্য সমস্ত রাতে ভক্তি ও বিনয়ের সাথে ইবাদত বন্দেগী করবে। আর যদি এই রাত নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাহলে শুধু ঐ রাতেই ইবাদত করবে। আর এই রাত নির্দিষ্ট করে না দেয়ার মধ্যে আল্লাহর হিকমত এই যে, এই মর্যাদাপূর্ণ রাত পাবার আশায় বান্দাই-বান্দীরা পবিত্র রমযান মাসে মন দিয়ে ইবাদত করবে এবং রমযানের শেষ দশকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইবাদত বন্দেগীর কাজে নিয়োজিত থাকবে। (ইবনে কাসীর)

নবী করীম (সঃ) তাঁর জীবদ্দসায় রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণও উক্ত সময়ে ই'তিকাফ করতেন। (সহীহ বুখারী-মুসলিম)

কদরের রাত পাবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ দশককে এমন গুরুত্ব দিতেন যে, হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রমযানের দশদিন বাকী থাকতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা রাত জেগে কাটাতেন এবং বাড়ীর সকলকেই জাগাতেন ও কোমর কষে বেঁধে নিতেন। অর্থাৎ ইবাদতের জন্যে উঠে পড়ে লেগে যেতেন। (সহীহ বুখারী-মুসলিম)

উপরোক্ত বিশদ আলোচনা থেকে আমরা পরিস্কারভাবে জানতে পারলাম যে, কদরের রাত হিসেবে কোন এক রাতকে নির্দিষ্ট করে নেয়া সঠিক নয়। যেমন ভাবে আমাদের সমাজের বেশীর ভাগ আলেমরা ২৭ তারিখকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। অথচ নবী করীম (সঃ) নিজে, তাঁর সাহাবাগণ এবং পরবর্তীকালের ঈমাম এবং বিশেষজ্ঞ আলেমরা নির্দিষ্ট করে নেননি। ঈমাম মালেক (রহঃ) বলেন যে, রমযানের শেষ দশ রাতে কদরের রাতকে সমান গুরুত্বের সাথে তালাশ করতে হবে। কোন রাতকে কোন রাতের উপর প্রাধাণ্য বা গুরুত্ব দেয়া যাবে না। (ইবনে কাসীর)

অথচ আমাদের সমাজের অধিকাংশ আলেম এবং মসজিদের ইমাম সাহেবগণ ২৭ তারিখ নিয়ে একটু বেশী বাড়াবাড়িই করে থাকেন,

www.pathagar.com

যা বিদ'আতের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে বিদ'আত থেকে হিফাজত করুন এবং প্রকৃত সুন্নত আ'মল করার তাওফীক দান করুন।

পরবর্তী আয়াতে কদরের রাতের মর্যাদা বা মাহাত্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ পাক বলেন-

وَمَا اَدْرٰئكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ ○ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

হে নবী, আপনি কি জানেন, কদরের রাত কি? কদরের রাত হলো হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

আয়াত দু'টির প্রথম আয়াতে কদরের বিস্ময়কর মর্যাদার কথা জানানোর জন্য নবী করীম (সঃ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ প্রশ্নাকারে বলছেন যে, হে নবী, আপনি কি জানেন কদর রাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম কতো? আপনার সঙ্গী-সাথী সাহাবাগণ দীর্ঘ আয়ুপ্রাপ্ত বানী ইসরাঈলের লোকদের দীর্ঘজীবন ইবাদত-বন্দেগী করার সুযোগ পাবার কারণে তাদের যে আফসোস-আক্ষেপ,তারা তা এক রাতের ইবাদত-বন্দেগী করেই তার চেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাবে। যা আপনার উম্মত ছাড়া অন্য কোন উম্মতের ভাগ্যে জোটেনি। আর জেনে নিন যে, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ "কদরের রাতের মর্যাদা হলো হাজার মাসের চেয়েও উত্তম"।

এখানে হাজার মাস বলতে গুনে গুনে ৮৩ বছর ৪ মাস বুঝায় না, বরং অনেক অনেক বুঝায়। কেননা, বহু-বিপুল সংখ্যা বুঝাবার জন্য 'হাজার' সংখ্যা ব্যবহার করা আরববাসীদের সাধারণ অভ্যাস- তাদের সাধারণ প্রচলন। কাজেই আয়াতটির প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, এই একটি মাত্র রাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল- এত বড় একটা কাজ হলো, যা মানব ইতিহাসের দীর্ঘ সময়েও এরূপ বিরাট ঘটনা বা কাজ সম্পন্ন হয়নি।

কদর রাতের মর্যাদা ঃ আল কুরআন নাযিলের এই রাতের মর্যাদা সম্পর্কে এই সূরাতেই বলা হয়েছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এখানে বুঝা যায় যে, বান্দাহ এ রাতে ইবাদতের মাধ্যমে কমপক্ষে হাজার মাসের ইবাদত-বন্দেগীর মর্যাদা পেয়ে যাবেন। আর বেশীর কোন সীমা নেই। আল্লাহকে

www.pathagar.com

বান্দাহ যতো বেশী রাজী-খুশী করতে পারবে, সে ততো বেশী মর্যাদা লাভ করবে। এটা নির্ভর করবে বান্দার নেক আ'মল ও নিষ্ঠার উপর।

কদর রাতের ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে বান্দাহ যে কেবল মাত্র হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে বেশী নেকী অর্জন করবে শুধু তাই নয়। বরং তার অতীতের গুনাহও মাফ হয়ে যাবে। যেমন, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান ও (আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে) নেকীর আশায় দাঁড়িয়ে (নামাযে) কাটাবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (সহীহ বুখারী-মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কদরের রাত রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রিতে রয়েছে। যে ব্যক্তি আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে সোয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের মাধ্যমে দাঁড়িয়ে কাটাবে, আল্লাহ তার আগের ও পরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। (আহমাদ)

মুসনাদে ইবনে আবী হাতিমে হযরত মুজাহীদ (রহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানী ইসরাঈলের জনৈক এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন যে,ঐ লোকটি এক হাজার মাস পর্যন্ত জিহাদে অংশ নিয়েছিলো। মুসলমানরা একথা শুনে অবাক হওয়ায় আল্লাহ তা'লা সূরা কদর নাযিল করে জানিয়ে দেন যে, কদরের রাতের ইবাদত ঐ ব্যক্তির এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। (ইবনে কাসীর)

ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) হযরত মুজাহীদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, বানী ইসরাঈলের জনৈক এক লোক রাতের বেলায় সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতো এবং দিনের বেলায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। সে এভাবে এক হাজার মাস পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়। এতে সাহাবীরা বিস্মিত হলে আল্লাহ তা'লা সূরা কদর নাযিল করে প্রিয় নবীর উম্মতকে সুসংবাদ দেন যে, যদি এই উম্মতের কোন ব্যক্তি কদরের রাতের উবাদত করে তবে সে বানী ইসরাঈলের ঐ ইবাদতকারীর চেয়েও বেশী নেকী লাভ করবে। (ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহ তা'লা এ রাতের অত্যধিক বরকতের কারণে বহুসংখ্যক ফিরিশতা অবতীর্ণ করেন। তিনি বলেন -

تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ○ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ঐ রাতে ফিরিশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল) তাদের রব এর অনুমতিক্রমে সকল হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হন। এতে শান্তি বর্ষিত হতে থাকে ফজরের উদয় পর্যন্ত।

رُوْحُ (রূহ) বলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম সাধারণ ফিরিশতাদের চেয়ে উর্দ্ধে হওয়ায় তাঁর উল্লেখ আলাদাভাবে করা হয়েছে। হাদীসে পাওয়া যায়, কদরের রাতে জিবরাঈল (আঃ) ফিরিশতাদের বিরাট একটি দল নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং যতো নারী-পুরুষ নামায কিংবা যিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্যে রহমত ও কল্যাণের দোয়া করেন। (মাযহারী)

فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِم -"তারা তাদের রব এর অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।" অর্থাৎ তারা নিজস্বভাবে ও নিজেদের ইচ্ছামত আসে না, বরং আসে তাদের রব এর অনুমতিক্রমে নির্দেশক্রমে।

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ -আর সব হুকুম বা প্রত্যেক নির্দেশ বলে বুঝানো হয়েছে 'প্রত্যেক বিজ্ঞানসম্মত-যুক্তিসম্মত কাজ। যেমন সূরা দুখান এর ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে اَمْرٍ حَكِيْمٍ বিজ্ঞানসম্মত কাজ। (তাফহীমুল কুরআন)

سَلٰمٌ অর্থ- 'শান্তি'। অর্থাৎ এ রাত 'শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই। (কুরতুবী) কেউ কেউ একে مِنْ كُلِّ اَمْرٍ এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন- ফিরিশতারা প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে। (মাযহারী)

هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -"ফজরের উদয় পর্যন্ত"। অর্থাৎ, কদরের এই বরকত ও কল্যাণময় রাত কোন এক বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সন্ধ্যা হতে সকাল অর্থাৎ ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত সমস্ত রাত

www.pathagar.com

কেবল বরকত ও কল্যাণে পরিপূর্ণ। এটা সকল প্রকার অকল্যাণ, অন্যায় ও বিপর্যয় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতিম (রহঃ) এই সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর বর্ণনা এনেছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ৭ম আকাশের শেষ সীমায় জান্নাতের সাথে সংযুক্ত রয়েছে 'সিদরাতুল মুনতাহা', যা দুনিয়া ও আখিরাতের দূরত্বের উপর অবস্থিত। এর উচ্চতা জান্নাতে এবং এর শিকড় ও শাখা প্রশাখাগুলো কুরসীর নিচে প্রসারিত। তাতে এতো বেশী ফিরিশতা অবস্থান করে যে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি কোন চুল পরিমাণও জায়গা নেই যেখানে ফিরিশতা নেই। ঐ গাছের মধ্যভাগে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবস্থান করেন।

আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে ডাক দিয়ে বলা হয়, হে জিবরাঈল (আঃ), কদরের রাতে সমস্ত ফিরিশতাকে নিয়ে পৃথিবীতে চলে যাও। এই ফিরিশতাদের সবারই অন্তর স্নেহ ও দয়া দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রত্যেক মুমিনের জন্যে তাঁদের মনে অনুগ্রহের উদ্দিপনা রয়েছে। সূর্য ডোবার সাথে সাথেই এসব ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর সাথে নেমে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সব জায়গায় সাজদায় পড়ে যায়। তারা সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্যে দু'আ করে। কিন্তু তারা গীর্জায়, মদখোরের আড্ডায়, মাদক দ্রব্যের আস্তানায়, মূর্তি রাখার জায়গায়, গান বাজনার সাজসরঞ্জাম রাখার স্থানে এবং পেসাব-পায়খানার জায়গায় গমন করে না। বাকী সব স্থানে ঘুরে ঘুরে তারা মুমিন নারী-পুরুষদের জন্য দু'আ করে থাকে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) সব মুমিনদের সাথে করমর্দন করেন। তার করমর্দনের সময় মুমিন ব্যক্তির শরীরের লোমকুপ খাড়া হয়ে যায়, মন নরম হয় এবং চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে। এসব নিদর্শন দেখা দিলে বুঝতে হবে তার হাত জিবরাঈল (আঃ) এর হাতের মধ্যে রয়েছে। রাবী হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ঐ রাতে যে ব্যক্তি তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে, তার প্রথমবার পাঠের সাথে সাথেই সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার পড়ার সাথে সাথেই আগুন থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তৃতীয়বার পাঠ করার সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ নিশ্চিত হয়ে যায়। রাবী বলেন, হে আবু ইসহাক (রহঃ)! যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসের সাথে এ কালিমা উচ্চারণ করে

www.pathagar.com

তার কি হয়? জবাবে তিনি বলেন, সত্য বিশ্বাসীর মুখ হতেই তো এ কালিমা উচ্চারিত হবে। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! কদরের রাত কাফির ও মুনাফিকদের উপর এতো ভারী মনে হবে যে, যেন তাদের পিঠের উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে। ফজর পর্যন্ত ফিরিশতারা এভাবে রাত কাটিয়ে দেয়। তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে উঠে যায় এবং অনেক উপরে উঠে তার নিজের পালক ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর সে সেই বিশেষ দু'টি সবুজ রঙ্গের পালক ছড়িয়ে দেয় যা অন্য কোন সময় ছড়ায় না। এর ফলে সূর্যের আলো মলিন ও স্তিমিত হয়ে যায়। তারপর সে সমস্ত ফিরিশতাকে ডেকে নিয়ে যায়। সব ফিরিশতা উপরে উঠে গেলে তাদের নূর এবং জিবরাঈল (আঃ) এর পালকের নূর মিলে সূর্যের আলোকে ঢেকে দেয়। ঐ দিন সূর্য অবাক হয়ে যায়। সমস্ত ফিরিশতা সে দিন আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানের ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য রহমত কামনা করে তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে। তারা ঐসব লোকের জন্যেও দু'আ করে যারা সৎ নিয়তে রোযা রাখে এবং সুযোগ পেলে পরবর্তী রমযান মাসেও আল্লাহর ইবাদত করার মনোভাব পোষণ করে।

সন্ধ্যার সময় সবাই প্রথম আসমানে পৌঁছে যায়। সেখানে অবস্থানকারী ফিরিশতারা এসে তখন পৃথিবীতে বসবাসকারী ঈমানদারকে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক বলে বলে খবরাদি জিজ্ঞেস করেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ফিরিশতারা বলেন, তাকে আমরা গত বছর ইবাদত করতে দেখেছিলাম, কিন্তু এবার সে বিদ'আতে জড়িয়ে পড়েছে। আবার অমুককে গত বছর বিদ'আতে জড়িত দেখেছিলাম, কিন্তু এবার তাকে ইবাদত করতে দেখে এসেছি। প্রশ্নকারী ফিরিশতারা তখন শেষের ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করেন। ফিরিশতারা প্রশ্নকারী ফিরিশতাদের আরো জানাই যে, তারা অমুক অমুককে আল্লাহর যিকির করতে দেখেছে, অমুক অমুককে রুকুতে, অমুক অমুককে সাজদায় পেয়েছে এবং অমুক অমুককে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছে। একরাত একদিন প্রথম আসমানে কাটিয়ে তারা দ্বিতীয় আসমানে আরোহন করে। সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমনি করে তারা নিজেদের স্থান 'সিদরাতুল মুনতাহায়' গিয়ে পৌঁছে। সিদরাতুল মুনতাহা তাদের বলে, আমাতে অবস্থানকারী হিসেবে তোমাদের প্রতি আমার দাবী রয়েছে। আল্লাহকে যারা ভালবাসে

www.pathagar.com

আমিও তাদেরকে ভালবাসি। আমাকে তাদের অবস্থার কথা একটু শোনাও, তাদের নাম শোনাও। রাবী হযরত কা'ব বলেন, ফিরিশতারা আল্লাহর নেককার বান্দাদের নাম ও তাদের পিতার নাম শোনাতে শুরু করে। তারপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে সম্বোধন করে বলে, তোমাতে অবস্থানকারীরা তোমাকে যেসব খবর শুনিয়েছে সেসব তোমার খবর আমাকেও একটু শোনাও। তখন সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতকে সব কথা শুনিয়ে দেয়। শোনার পর জান্নাত বলে, অমুক পুরুষ ও নারীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! অতি তাড়াতাড়ি তাদেরকে আমার সাথে মিলিত করো।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম নিজের স্থানে পৌছে যায়। তার উপর তখন ইলহাম হয় এবং সে বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার অমুক অমুক বান্দাকে সাজদারত অবস্থায় দেখেছি, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। মহান আল্লাহ তখন বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন আরশ বহনকারী ফিরিশতাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দেয়। তখন ফিরিশতারা একে অপরে বলাবলি করে যে, অমুক অমুক নারী-পুরুষের উপর আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত হয়েছে তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেন, হে আল্লাহ গত বছর আমি অমুক অমুক লোককে জান্নাতের উপর আ'মলকারী এবং তোমার ইবাদতকারী হিসেবে দেখেছি, কিন্তু এবার সে বিদ'আতে জড়িয়ে পড়েছে এবং বিধিবিধানের অবাধ্যতা করছে। তখন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'লা বলেন, হে জিবরাঈল! সে যদি মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেও তাওবা করে নেয় তাহলে তাকে মাফ করে দিবো। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন হঠাৎ করে বলে উঠেন, হে আল্লাহ তোমার জন্যেই সকল প্রশংসা। তুমিই সব প্রশংসা পাবার যোগ্য। হে আমার প্রতিপালক! তুমি তোমার সৃষ্টজীবের উপর সবচেয়ে বড় মেহেরবান। বান্দাহ তার নিজের উপর যেরূপ মেহেরবানী করে থাকে, তোমার মেহেরবানী তাদের প্রতি তার চেয়েও বেশী। ঐ সময় আরশ এবং ওর চারপাশের পর্দাসমূহ এবং আকাশ ও তার মাঝখানের সবকিছুই কেঁপে উঠে বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحِيْمِ - "করুণাময় আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা"। রাবী হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পূর্ণ করে এবং রমযানের পরে ও পাপমুক্ত

www.pathagar.com

জীবন যাপনের মনোভাব রাখে সে বিনা প্রশ্নে ও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ইবনে কাসীর)

কদর রাতের বিশেষ দু'আ ঃ

হযরত আয়িশা (রাঃ) আল্লাহর নবী (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যদি কদরের রাত পেয়ে যাই তাহলে আমি কি দু'আ পাঠ করবো? উত্তরে তিনি (সঃ) বললেন, তুমি এই দু'আটি পাঠ করতে থাকবে - اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

"হে আল্লাহ নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী। তুমি ক্ষমাকে পছন্দ করো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, মুসতাদরাক)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা কদরের যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, তা থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় রয়েছে তা হলো ঃ

■ এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এরপর আর কোন আসমানী কিতাব নাযিল হবে না এবং নাযিলের প্রয়োজনও নেই। সুতরাং আল কুরআনের বিধিবিধান অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে।

■ রমযান মাসের শেষ দশকের যে কোন একটি রাতে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়েছে। সেই রাতকে 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়। অতএব আমাদেরকে কদর রাতের বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে।

■ 'লাইলাতুল কদর' যাকে আমরা 'শবে কদর' বলে থাকি। যার অর্থ ভাগ্য রজনী বা মহিমান্বিত রাত। এ রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সুতরাং কুরআন নাযিলের রাত হিসেবে আমাদেরকে এ রাত ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হবে।

■ কদরের রাত যেহেতু নির্দিষ্ট নয়, সেহেতু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় অর্থাৎ- ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাতগুলো সমান গুরুত্ব দিয়ে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত নামায, যিকির, তিলাওয়াত ও দু'আর মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হবে।

www.pathagar.com

■ কদর রাতের মর্যাদা পেতে হলে অশ্লীল নাচ-গান, মদপান, হারাম খাদ্য খাবার, সকল প্রকারের পূজা ও শিরক এবং বিদ'আতকে পরিহার করতে হবে।

■ এ রাতে অন্যান্য ফিরিশতাসহ জিবরাঈল (আঃ) প্রতিবছর দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে আগমন করেন এবং ইবাদতকারী বান্দাহ বান্দীদের মঙ্গল এবং কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। সুতরাং তাদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণের দু'আ পাবার আশায় এ রাতের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে এবং ফজর পর্যন্ত কল্যাণ আহরণ করতে হবে।

■ রমযান মাস হলো আল কুরআনসহ সকল আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিলের মাস। সুতরাং অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসের মর্যাদা ৭০ গুণ বেশীর কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অতএব গোটা রমযান মাসকেই ইবাদতের মাস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

■ কদর রাতে আল্লাহ তা'লা কেবলমাত্র মু'মিন বান্দা-বান্দীর জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ দান করেন না। বরং তিনি বান্দাহ-বান্দীহর গুনাও মাফ করে থাকেন এই জন্য নীচের এই দু'আটি বেশী বেশী পাঠ করতে হবে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

■ যেহেতু মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিলের কারণেই কদর রাতের এবং রমযান মাসের এতো মর্যাদা। সুতরাং আমাদেরকে মাস এবং রাতের মর্যাদা দিতে হলে আল কুরআনের মর্যাদা দিতে হবে। কুরআনের মর্যাদা দিতে হলে যা করতে হবে, তা হলো -

(i) বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।
(ii) তার অর্থ নিজের ভাষায় জানতে হবে।
(iii)তার বিধান অনুযায়ী নিজের জীবন ও পরিবার পরিচালন করতে হবে।
(iv) তার বিধি বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা কদর এর যে দারস পেশ করা হলো, এতে যদি আমার অজান্তে ও অজ্ঞাতে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই সূরা থেকে যেসব শিক্ষা আমরা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি দারস শেষ করছি। 'অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন'।

www.pathagar.com

দুই

নারী-পুরুষের পর্দার বিধিবিধান

সূরা আন-নূর-২৪

আয়াত- ৩০-৩১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ
ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ م بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ
لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْ
لَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ
اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى
الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى
عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

www.pathagar.com

مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ
الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৩০) হে নবী! আপনি মু'মিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্যে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (৩১) আর হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদেরকেও বলুন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে নতো রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। আর তারা যা সাধারণতঃ আপনা হতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার উড়নার আঁচল নিজেদের বুকের উপর ফেলে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা (শ্বশুর), নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র (ভাস্তে), বোনদের পুত্র (ভাগ্নে), স্ত্রীলোক, নিজেদের দাস, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক-যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারো সামনে তাদের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তারা যেন নিজেদের পা যমীনের উপর জোরে জোরে মেরে চলাফেরা না করে। কেননা, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে তা লোকেরা জানতে পারে। হে মু'মিন লোকেরা, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ قُلْ -বলো/বলুন। لِّلْمُؤْمِنِيْنَ -মু'মিনদেরকে। يَغُضُّوْا -(তারা যেন) সংযত রাখে। مِنْ -থেকে/কে। اَبْصَارِهِمْ - তাদের দৃষ্টিসমূহ। وَ -এবং। يَحْفَظُوْا -(তারা যেন) সংরক্ষণ করে فُرُوْجَهُم -তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে। ذٰلِكَ -এটা/ওটা। اَزْكٰى - পবিত্রতম। لَهُمْ -তাদের জন্যে। اِنَّ اللّٰهَ -নিশ্চয়ই আল্লাহ। خَبِيْرٌ - খুব অবগত। بِمَا -যা কিছু। يَصْنَعُوْنَ - তারা করে। لِلْمُؤْمِنٰتِ - মু'মিন স্ত্রীলোকদেরকে। يَغْضُضْنَ -তারা সংযত রাখে। اَبْصَارِهِنَّ -

www.pathagar.com

তাদের দৃষ্টিসমূহকে। يَحْفَظْنَ -সংরক্ষণ করে। فُرُوْجَهُنَّ -তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে। لاَ -না। يُبْدِيْنَ -প্রদর্শন করে। زِيْنَتَهُنَّ -তাদের সৌন্দর্য/ সাজসজ্জা। اِلاَّ -ব্যতীত/ছাড়া। مَا -যা। ظَهَرَ -(সাধারণভাবে) প্রকাশ পায়। مِنْهَا -তাতে/ ওতে। وَلْيَضْرِبْنَ -এবং যেন ফেলে রাখে بِخُمُرِهِنَّ -তাদের ওড়না। عَلٰى -উপর। جُيُوْبِهِنَّ -তাদের বক্ষদেশ। لِبُعُوْلَتِهِنَّ -তাদের স্বামীদের নিকট। اَوْ -অথবা। اٰبَاءِهِنَّ -তাদের পিতা। اَبْنَاءِهِنَّ -তাদের পুত্রদের। اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ -তাদের স্বামীদের পুত্রদের। اِخْوَانِهِنَّ -তাদের ভাইদের। بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ -তাদের ভাইয়ের পুত্রদের (ভাস্তে)। بَنِيْ اِخْوَتِهِنَّ -তাদের বোনের পুত্রদের (ভাগ্নে)। نِسَاءِهِنَّ -তাদের স্ত্রীলোকদের। مَا -যা। مَلَكَتْ -মালিক/ অধিকারী হয়েছে। اَيْمَانُهُنَّ -তাদের ডান হাতের (অর্থাৎ দাসী)। اِلتَّبِعِيْنَ অধিনস্ত পুরুষরা। غَيْرِ -যারা নয়। اُولِى -সম্পূর্ণ। اَلْاِرْبَةِ -যৌন কামনা। مِنْ -মধ্য হতে। اَلرِّجَالِ -পুরুষদের। الطِّفْلِ -বালক। اَلَّذِيْنَ -যারা। لَمْ يَظْهَرُوْا -অবহিত হয়নি। يَضْرِبْنَ -সম্পর্কে। عَلٰى -তারা মারবে। عَوْرٰتِ -গোপন অঙ্গ। اَلنِّسَاءِ -স্ত্রী লোকদের। بِاَرْجُلِهِنَّ -তাদের পাগুলোকে। لِيُعْلَمَ -যেন কেউ যানতে পারে। مَايُخْفِيْنَ -তারা যা গোপন রেখেছে। زِيْنَتِهِنَّ -তাদের সৌন্দর্য। وَتُوْبُوْا -আর তোমরা তওবা করো। اِلَى اللهِ -আল্লাহর নিকট। جَمِيْعًا -সকলেই। اَيُّهَ -ওহে। اَلْمُؤْمِنُوْنَ -মু'মিনরা। لَعَلَّكُمْ -আশা করা যায়। تُفْلِحُوْنَ -তোমরা কল্যাণ পাবে।

www.pathagar.com

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাইয়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা নূর এর ৩০ ও ৩১ নম্বর ২ টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন।

সূরাটির নামকরণ ঃ সূরা আন নূরের নামকরণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলেন,এই সূরার৫ম রূকুর ৩৫ নং আয়াতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর নূর) এ উল্লেখিত نور শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। نُوْرٌ মানে জ্যোতি বা আলো। نُوْرٌ এমন জিনিসকে বুঝায় যার সাহয্যে জিনিসগুলো প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ যা নিজেই প্রকাশ হয় এবং অন্যান্য জিনিসকেও আলোকিত করে। অপর দিকে কোন কিছু বুঝতে না পারার অবস্থাকে বলা হয় অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, আলোবিহীন। ইসলাম আগমনের পূর্বে আইয়্যামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগে সমাজে যেসব কাজকর্ম হতো তা সমাজকে অন্ধকার ও কুসংস্কারে ঘিরে রেখেছিলো। সূরা নূর-এ সেসব অসামাজিক কাজকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করেছে। জাহেলী যুগের অন্ধকার সমাজকে সভ্যতা ও আলোর মুখ দেখিয়েছে সূরা নূর এর কঠোর বিধি বিধান ও নিয়ম-কানুন। সুতরাং বলা যায় যে, এই সূরার বিষয়ের সাথে نُوْرٌ নামের বেশ মিল রয়েছে। অতএব এই সূরার নামকরণ শিরোনাম হিসেবেই করা হয়েছে। কেননা, আল কুরআনের অধিকাংশ সূরার নামকরণ প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশনার মাধ্যমেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ সর্বসম্মত মতে সূরাটি মাদানী। এটি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নাযিল হয়েছে এ ব্যাপারে সবাই একমত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে মহানবী (সঃ)

www.pathagar.com

কাফির বনীল মুস্তালিক গোত্রের বিরূদ্ধে এক অভিযান চালিয়েছিলেন। উক্ত অভিযান হতে ফিরে আসার একমাস পরই এ সূরার কিছু অংশ নাযিল হয়। তবে প্রসিদ্ধ তাফসীরকারকদের সকলেই সূরা নূর এর সমস্ত অংশই পঞ্চম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে বলে একমত পোষণ করেন।

(তাফসীরে বাহরুল মুহীত ও তাফহীমূল কুরআন)

তবে পঞ্চম হিজরী হোক কিংবা ষষ্ঠ হিজরীই হোক না কেন রাসূলুল্লাহর (সঃ) মাদানী জীবনের মাঝামাঝি সময় সূরাটি নাযিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ সূরা নূর-এ পর্দার চূড়ান্ত বিধানসহ সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের জন্য অনেকগুলো হিদায়েত এবং সামাজিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন নাযিল করা হয়েছে। কেননা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, ভাই-বোন ও চাকর-চাকরানী ইত্যাদি এক অন্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে পরিবার। আর পরিবার হচ্ছে সমাজেরই ভিত্তি। পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। আর সমাজ জীবনের সুষ্ঠতা ও সুস্থতা নির্ভর করে সুন্দর এবং সুষ্ঠ সামাজিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের উপর। মহান আল্লাহ সূরা নূর এর প্রথম দিকে এমন সব বিধি-বিধান লিখে দিয়েছেন যাতে করে সমাজে কোন প্রকার খারাবি সৃষ্টি হলে এর প্রতিরোধ করা যায় এবং দূর করা যায়। আর সূরার শেষের দিকে এমন সব নিয়ম-কানুন ও উপদেশ দিয়েছেন যার মাধ্যমে সমাজ জীবন থেকে দোষ-ত্রুটি ও পাপের সব পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সূরা নূর এ যেসব সামাজিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তা হলো- (১) যিনার শাস্তির বিধান। (২) যিনার মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান। (৩) ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিবাহ সংক্রান্ত বিধান। (৪) স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যিনার অপবাদ সংক্রান্ত 'লিআনের' বিধান। (৫) ভিত্তিহীন এবং ওড়ো খবর প্রচারকারীর শাস্তির বিধান। (৬) পরের বাড়ীতে প্রবেশের নিয়ম-নীতি। (৭) পুরুষ-নারী উভয়ের দৃষ্টির সংযম এবং লজ্জাস্থান হিফাজতের বিধি-বিধান। (৮) নারীর সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পর্দা সম্পর্কে বিধান। (৯) অবিবাহীত নারী-পুরুষের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিধান। (১০) দাস-দাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান। (১১) বেশ্যাবৃত্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান। (১২) পারিবারিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন। (১৩) বৃদ্ধা নারীদের

www.pathagar.com

পর্দার বিধান। (১৪) মেহমানদারী ও ইসলামের উদারতা সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি। (১৫) সামাজিক কাজে অংশ নেয়া এবং বিনা অনুমতিতে বিরত না থাকার নিয়ম-নীতি এবং (১৬) ভদ্রভাবে একে অপরকে ডাকা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সূরা নূর এ বর্ণিত সামাজিক বিধি-বিধান এবং নিয়ম-নীতিসমূহ নাযিল করার মূল উদ্দেশ্যই হলো, মুসলিম সমাজকে সকল প্রকারের খারাবী সৃষ্টির বিস্তার লাভ হতে রক্ষা করা। আর যদি কোন ঘটনা ঘটেই যায়, তাহলে তা তাড়াতাড়ি রোধ করা।

আলোচ্য আয়াত দু'টির বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির মূল বিষয়বস্তুই হলো পুরুষ-নারীর উভয়ের চোখের দৃষ্টিকে সংযত রাখা এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে যিনা থেকে হিফাজত করা। তাছাড়া মেয়েরা যেন নির্দিষ্ট কতিপয় পুরুষ ছাড়া তাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যকে পরপুরুষ হতে ঢেকে রাখে এবং তারা যেন চলাফেরার সময় পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাদের পা যমীনের উপর জোরে না মারে। এক কথাই বলা যা যে, এ আয়াত দু'টির মূল বিষয়বস্তুই হলো পুরুষ-নারী উভয়েরই পর্দা সংক্রান্ত বিধি-বিধান।

ব্যাখ্যাঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিতি প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা নূর এর প্রাথমিক ধারণা পেশ করা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা পেশ করছি। প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ মু'মিন পুরুষ লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۔ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۔ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

হে নবী! মু'মিন পুরুষ লোকদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্যে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা মু'মিন পুরুষ লোকদের পর্দা সংক্রান্ত দু'টি বিধান উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো বেগানা নারী থেকে নিজের চোখকে সংবরণ করা। আর দ্বিতীয়টি হলো, নিজের লজ্জাস্থান বা

www.pathagar.com

যৌনাঙ্গকে নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে যৌনাচার থেকে হিফাজত বা সংরক্ষণ করা।

মূলে يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ -বলা হয়েছে। غُضُّوْا শব্দটি غُضٌّ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ কম করা, নতো করা। (রাগিব) অর্থাৎ কোন জিনিসকে মাত্রার কম করে দেয়া, হ্রাস করা ও নীচু করা। غُضُّ بَصَرٍ শব্দের অর্থ সাধারণত করা হয়-চোখ নিচু করা বা নিচু করে রাখা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সব সময় নিচের দিকে দেখা; বরং আসল অর্থ হলো পূর্ণ মাত্রায় ও পূর্ণ দৃষ্টিতে বা চোখ ভরে না দেখা এবং দেখার কাজটি সমাধা করার জন্য চোখকে অবাধ ও লাগামহীন করে ছেড়ে না দেয়া। আরো একটু পরিস্কার অর্থ করার জন্য বলা চলে চোখকে বেঁচে চলা। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে জিনিসকে হারাম করেছেন সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি না দেয়া। যদি আকস্মিকভাবে চোখের সামনে পড়েই যায়, তবে দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টিপাত না করা।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(সাঃ) কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাবার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সাথে সাথেই দৃষ্টি সরিয়ে নিবে। (সহীহ মুসলিম)

সূরা নূর এর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যে কয়েকটি বিধান পুরুষদের জন্য পাওয়া যায় তা আল্লাহর নবী (সঃ) এর সুন্নত থেকেই জানা যায়। আর তা হলো ঃ

এক. নিজের স্ত্রী এবং মুহরীম (যাদের সঙ্গে বিবাহ করা হারাম) স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে চোখ ভরে দেখা বৈধ নয়। একবার হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে তা মাফ করা হবে। কিন্তু আকর্ষিত হয়ে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করলে তা মাফ করা হবে না। এরূপ দৃষ্টিপাতকে নবী করীম (সঃ) চোখের যিনা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ নিজের পূর্ণ অনুভুতি শক্তি এবং ইন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা যিনা করে থাকে। যেমন, চোখের যিনা করা হচ্ছে দেখা, রসালো ও মন ভুলানো কথাবার্তা হলো কথার যিনা, কণ্ঠস্বর শুনে মজা লাভ করা হলো শুনার যিনা, স্পর্শ করা হলো হাতের যিনা এবং অবৈধ উদ্দেশ্যে চলা হলো পায়ের যিনা। যিনার এসব প্রাথমিক কাজ যখন সম্পন্ন হয়ে যায়, তখনই

www.pathagar.com

লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গসমূহ হয় তার পূর্ণাঙ্গতা দান করে (অর্থাৎ যিনা করে বসে) নতুবা তা অপূর্ণ থেকে যায়। (সহীহ বুখারী-মুসলিম, আবু দাউদ)

হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন-

ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة

"হে আলী, (বেগানা নারীর) দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টি তোমার জন্যে ক্ষমার যোগ্য নয়।" (আবু দাউদ)

শয়তানি দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার প্রতিদান সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

ان النظرسهم من سهم ابليس مسموم من تركها مخافتى ابد لته ايمانا يجد هلاوته-فى قلبه

"দৃষ্টি তো হলো ইবলীস (শয়তানের) বিষাক্ত তীরগুলির মধ্যে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এই দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দিব,যার মজা সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে।"(তিবরাণী)

কূদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার প্রতিদান সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন -

ما من مسلم ينظرالى محاسن امراة ثم ينض بصره الا اخلف الله له عباد ة يجد حلاوتها

"যে কোন মুসলমানের দৃষ্টি কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের উপর পড়ে, অতঃপর তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'লা এর বিনিময়ে তাকে এমন ইবাদত দান করেন, যার স্বাদ বা মজা সে অন্তরেই উপভোগ করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

নবী করীম (সঃ) অন্যের দৃষ্টিকে বেগানা নারীর দিক হতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য নিজেই হস্তক্ষেপ করেছেন। এ সম্পর্কে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

www.pathagar.com

ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের হতে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (সঃ) এর চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ)-যিনি তখন এক যুবক। মাশয়ারে হারাম হতে ফিরে আসার সময় নবী করীম (সঃ) এর সাথে একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। পথ ধরে যখন স্ত্রীলোকেরা যাচ্ছিলো তখন ফযল (রাঃ) তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। নবী করীম (সঃ) তাঁর মুখের উপর হাত রাখলেন এবং অন্যদিকে তাঁর (মুখকে) ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ)

এই বিদায় হজ্জের সময়ের আরও একটি ঘটনা এই যে, খাসয়াম গোত্রের এক মহিলা পথিমধ্যে নবী করীম (সঃ) কে থামিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আর ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) তার দিকে চোখ জুড়ে দেখতে লাগলো। নবী করীম (সঃ) তাঁর মুখ ধরে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (সহীহ বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

পথেঘাটে বসে থাকতে নবী করীম (সঃ) নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে সহীহ হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ পথের উপর (ধারে) বসা হতে তোমরা বেঁচে থাকো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ), কাজকর্মের জন্য এটা অনেক সময় জরুরী হয়ে পড়ে ? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, আচ্ছা তাহলে পথের হক আদায় করো। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পথের হক কি? তিনি বললেন ঃ চোখের দৃষ্টি নিচু রাখা, কাউকেও কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা। (ইবনে কাসীর)

জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন, হাদীসটি হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ছ'টি জিনিসের দায়িত্ব নিয়ে নাও, তাহলে আমিও তোমাদের জন্যে জান্নাতের দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছি। আর ছ'টি জিনিস হলো, (১) কথা বলার সময় মিথ্যা বলো না। (২) আমানতের খিয়ানত করো না। (৩)ওয়াদা ভঙ্গ করো না। (৪) চোখের দৃষ্টি নতো রাখবে। (৫) হাতকে যুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং (৬) নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করবে। (আবুল কাসিম আল বাগাভী)

www.pathagar.com

দুই. উপরে বর্ণিত এসব কথা হতে কেউ যেন ভুল না বুঝেন যে, তখন বোধ হয় নারীদের মুখ খুলে চলাফেরার সাধারণ অনুমতি ছিলো, আর এজন্যই মনে হয় তাদের থেকে চোখ ফিরাতে ও নিচু করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা চেহারা ঢাকার পর্দা যদি প্রচলিতই থাকতো, তাহলে চোখ বাঁচানো আর না বাঁচানোর কি কোন প্রশ্ন থাকতে পারে? এরূপ কথা বলা সাধারণ বুদ্ধির দৃষ্টিতে যেমন ভুল, তেমন বাস্তব যটনার দৃষ্টিতেও ভুল।

সাধারণ বুদ্ধির দৃষ্টিতে ভুল এই জন্য যে, চেহারার পর্দা সাধারণ ভাবে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে, যখন কোন নারী-পুরূষ একে অপরে একেবারে মুখোমুখী হয়ে পড়েছে। আর একজন পর্দানশীলা মাহিলাও অনেক সময় মুখমন্ডল খুলে রাখতে বাধ্য হতে পারে। আর মুসলিম নারীরা পর্দা করলেও এবং মুখ ঢেকে চললেও অমুসলিম মহিলাদের বেপর্দা হওয়ার সমস্যা তো থেকেই যায়। কাজেই চোখ নিচু করার এই নির্দেশটি প্রমাণ করে না যে, মুসলিম নারীরা অবশ্যই মুখ খোলা রেখে চলছিলো, আর বাস্তব ঘটনাও এই ধারণাকে অসার প্রমাণ করে। কেননা, সূরা আহযাবে এ পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর মুসলিম সমাজে যে পর্দা প্রথা চালু করা হয়, তাতে মুখমন্ডলের পর্দাও শামিল রয়েছে। আর স্বয়ং নবী করীম (সঃ) এর জীবনেই তা কার্যকর হয়েছিলো, যা অনেকগুলো হাদীসের বর্ণনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। যেমন–

ইফ্‌ক এর ঘটনা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বলেন, প্রাকৃতিক কাজ সেরে যখন আমি মাঠ থেকে ফিরে আসলাম, আমি তখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে, তখন আমি বসে পড়লাম। আর ঘুমের চাপ এতোবেশী আসলো যে, আমি সেখানেই শুয়ে ঘুমাতে লাগলাম। সকালবেলা হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সেই স্থান দিয়ে যাবার সময় দূর থেকে কাউকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি কাছে আসলেন এবং আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। কেননা, পর্দা প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনতে পেরে যখন তিনি ইন্নালিল্লাহ বলে উঠলেন, তখন তার আওয়াজ শুনে আমি জেগে উঠলাম এবং চাদর দিয়ে আমি আমার মুখ ঢেকে ফেললাম।

(সহীহ বুখারী-মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জরীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)

www.pathagar.com

আবু দাউদ শরীফের 'কিতাবুল জিহাদ'-এ উল্লেখিত একটি ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, উম্মে খালাদ নাম্মী এক মহিলার ছেলে এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলো। স্ত্রীলোকটি তার ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে নবী করীম (সঃ) এর নিকট আসলো। কিন্তু এ সময়েও সে তার মুখের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলো। কোন কোন সাহাবী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন,"এই মূহুর্তেও তোমার মুখের উপর নিকাব রয়েছে।" অর্থাৎ ছেলের শহীদ হওয়ার খবর শুনে একজন মা তো এতদূর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায় যে, তখন তার কাপড়-চোপড় ও দেহের ব্যাপারে কোন হুঁশ থাকার কথা নয়, অথচ তুমি তো বেশ নিশ্চিন্তে পর্দার সাথেই এখানে এসেছো।

জবাবে মহিলাটি বললেন- ان ارزا ابنى فلن ارزا حيائ

"আমি আমার সন্তানকে তো হারিয়েছি,কিন্তু নিজের লজ্জাশীলতাকে তো হারাইনি।"(আবু দাউদ)

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,এক মহিলা পর্দার ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে নবী করীম (সঃ) এর নিকট কোন এক বিষয়ে আবেদন করলে নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন,এটা কি স্ত্রীলোকের হাত না পুরুষ লোকের হাত ? সে ভিতর থেকে উত্তর দিলো,'স্ত্রীলোকেরই হাত'। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন,স্ত্রীলোকের হাত হলে তো অন্তত নখকে মেহেদী রঙে রঙীন করা উচিত ছিলো। (আবু দাউদ)

হজ্জ কালীন যে দু'টি ঘটনার কথা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, তাও নবী করীম (সঃ) এর সময়ে চেহারার পর্দা চালু না হওয়ার কোন দলীল হতে পারে না। কেননা, ইহরামের পোষাকে 'মুখাবরণ' ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রেও সতর্ক নারীরা পরপুরুষের সামনে মুখ খোলা রাখা পছন্দ করতে পারে না। হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহরাম অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। পথিকরা যখন আমাদের কাছাকাছি এসে পড়তো, তখন আমরা নারীরা মাথার উপর হতে চাদর টেনে দিয়ে মুখের উপর রাখতাম এবং মুখ ঢেকে ফেলতাম। আবার তারা যখন চলে যেতো, তখন আবার মুখ খুলে ফেলতাম। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

তিন. চোখ নতো করা বা ফিরিয়ে নেয়ার এই নির্দেশ হতে এমন দু'টি বিশেষ অবস্থাকে মুক্ত রাখা হয়েছে, যখন স্ত্রীলোককে দেখার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন- (ক) বিবাহের ক্ষেত্রে, (খ) বিচার এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে।

(ক) বিবাহের জন্য মেয়ে দেখা ঃ যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে বিয়ে করতে চায়, এ ক্ষেত্রে নারীকে দেখার শরীয়তে কেবল অনুমতিই দেয়নি, বরং এরূপ করা অন্ততপক্ষে মুস্তাহাব। এ বিষয়ে মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এক মেয়েকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠালাম। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছো? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা, এর ফলে তোমাদের মধ্যে বনিবনা হবে বলে আশা করা যায়।

(আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

অন্য আর এক হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈক এক ব্যক্তি কোন এক স্থানে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছে। নবী করীম (সঃ) তাকে বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা, আনসার বংশের মেয়ে লোকদের চোখে দোষ হয়ে থাকে।

(সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ)

আরও এক হাদীস জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন যতদূর সম্ভব তাকে দেখে নিয়ে এই নিশ্চিন্ততা অর্জন করা উচিত যে, ওই মেয়ের মধ্যে এমন কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যা তাকে বিয়ে করার জন্যে আগ্রহ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। (আহমাদ, আবু দাউদ)

আবু হুমাইদার বর্ণনায় রয়েছে। বিয়ে করার উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখা সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এতে কোন দোষ নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

এছাড়াও বিয়ে করার উদ্দেশ্যে কোন মেয়েকে অজ্ঞাতসারে ও অজান্তে চুপিচুপি দেখে নেয়ারও অনুমতি আছে।

(খ) বিচার এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে দেখা ঃ কোন অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য কোন সন্দেহপূর্ণ স্ত্রীলোককে দেখা, কিংবা আদালতে স্বাক্ষ্যদানের সময় বিচারকের পক্ষ থেকে কোন নারী সাক্ষীকে দেখা, অথবা চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারের পক্ষ থেকে কোন নারী রুগীকে দেখা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

চার. চোখ নতো বা চোখ ফিরিয়ে নেয়ার হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য এটাও যে, কেউ যেন অপর কোন নারী বা পুরুষের লজ্জাস্থানের উপর দৃষ্টিপাত না করে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) বলেছেন-

لا ينظر الرجل الىا عورة الرجل ولا تنظر المراة الى عورة المراة

"কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং কোন নারীও যেন অপর কোন নারীর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত না করে।" (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,নবী করীম (সঃ) আমাকে বলেছেন,কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির উরুর উপর দৃষ্টিপাত করো না। (আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ)

পাঁচ. দাড়িবিহীন বালক বা কিশোরদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা ও দৃষ্টি নতো করার মধ্যে এ নির্দেশও রয়েছে যে,দাড়িবিহীন বালক বা কিশোরদের দিক থেকেও দৃষ্টিকে নতো করা বা ফিরিয়ে নেয়া। এ বিষয়ে ইবনে কাসীর লিখেছেন,পূর্ববতী অনেক মনীষী দাঁড়িবিহীন বালকদের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলেমদের মতে এটা হারাম। সম্ভবতঃ এটা সেই সময়ের বিষয়, যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এতক্ষণ র্পযন্ত আপনাদের সামনে يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ "তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে নতো করো" এর হুকুম বা বিধানের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হলো। পর্দা সংক্রান্ত পরবর্তী বিধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ "এবং তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গ হিফাযত করো।"

লজ্জাস্থানের হিফাযত বলতে কেবলমাত্র যৌন উত্তেজনা হতে বিরত থাকাই শুধু নয়, বরং নিজের লজ্জাস্থান অন্যকে দেখানো থেকে বিরত থাকাও এর উদ্দেশ্য।

নবী করীম (সঃ) পুরুষের জন্য লজ্জাস্থান বা 'সতর' এর সীমা নির্ধারণ করেছেন, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। তিনি বলেন-

www.pathagar.com

عورة الرجل ما بين سرته الى ركبتيه "নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত হলো পুরুষের সতর।"(দারে কুতনী,বায়হাকী)

দেহের এই অংশটি স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সামনে উন্মুক্ত করা হারাম। যেমন নবী করীম (সঃ) বলেছেন, নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযত করো,তোমার স্ত্রী এবং অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া (সবারই সংস্পর্শ থেকে)।

(মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহ)

আসহাবে সুফফার বুযর্গ জারহাদ আসলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,নবী করীম (সঃ) এর মজলিসে একবার আমার উরু উলঙ্গ হয়ে গেল। তখন নবী করিম (সঃ) বললেন, তুমি কি জানো না উরুও লজ্জাস্থানের মধ্যে গণ্য ? (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

অন্য এক হাদীসে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তুমি তোমার উরুকে উলঙ্গ করিও না।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

অন্যদের সামনে তো নয়ই, বরং একাকীও উলঙ্গ হওয়া নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন-

اياكم والتعرى فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضى الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم

"সাবধান! তোমরা কখনই উলঙ্গ হবে না। কেননা, তোমাদের সঙ্গে এমন কেউ কেউ রয়েছে, যারা (কল্যাণ ও রহমতের ফিরিশতা) কখনই তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না-দু'টি সময় ছাড়া। এক, পায়খানা ও পেশাবের সময় এবং দ্বিতীয়, স্ত্রী সহবাসের সময়।"(তিরমিযী)

লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গ হিফাযত বা সংযত রাখার আরও অর্থ হলো, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যতো পথ বা মাধ্যম আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এর মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার, পুংমৈথন, হস্তমৈথুন এবং সমকামিতা অর্থাৎ পুরুষে পুরুষে লাওয়াতাত এবং নারীতে নারীতে পারস্পরিক ঘর্ষণ যাতে কামভাব পূর্ণ হয়। এছাড়া কোন পশুর সাথে যৌনক্রিয়া পূর্ণ করা ইত্যাদি এমন সব অবৈধ কর্মের মধ্যে গণ্য।

আয়াতের এই নির্দেশের উদ্দেশ্যই হলো অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তার মধ্যে

www.pathagar.com

কাম প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হলো, দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হলো ব্যভিচার। এ দু'টিকেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আর এ দু'য়ের মাঝে আর যেসব হারাম ভূমিকা রয়েছে, যেমন-কর্থাবার্তা শোনা,বলা,চলা,স্পর্শ করা এবং মনের মধ্যে তৃপ্তিবোধ করা ইত্যাদি এসবের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা ইবনে কাসীর হযরত ওবায়দা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যার দ্বারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ হয়, তাই কবীরা। কিন্তু এই আয়াতে তার দুই প্রান্ত-সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত বা চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এসব অপরাধ থেকে হিফাযত করুন। (আমীন)

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে চোখের দৃষ্টি নতো রাখা এবং লজ্জাস্থানের হিফাযতকে পবিত্রতম ও উত্তম কাজ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন- ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ "এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি।" অর্থাৎ পুরুষদের জন্য উপরোক্ত পর্দা সংক্রান্ত যে দু'টি মৌলিক প্রারম্ভিক ও প্রান্তিক চোখের দৃষ্টি নতো ও যৌনাঙ্গ হিফাযত অর্থাৎ ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার বিধান বা নীতি উল্লেখ করা হয়েছে, তা যদি কোন মু'মিন পুরুষ আল্লাহকে ভয় করে মেনে চলে, তবে তারা তাদের পবিত্রতম জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। আর যদি তারা এই দু'টি বিধান মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের এই অনৈতিক ও চরিত্রহীন কর্মের জন্য নিজের জীবন যেমন কুলুষিত হবে, তেমনি সমাজ জীবনও অনৈতিক যৌন চর্চার কারণে কুলুষিত ও বিশৃংঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহর গযব নেমে আসবে। বর্তমানে মুসলিম অধ্যষিত বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ায় যৌনাচারের ছড়াছড়ির জন্যই আমাদের সমাজসহ সারা দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃংখলা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সেসব বিষয় অবহিত যা তারা করে।"

অর্থাৎ মানুষ তার যৌনক্ষুধা মিটানোর জন্য যা কিছুই করুক না কেন-তা প্রকাশ্যই হোক আর অপ্রকাশ্যে খুব গোপনেই হোক, মহান আল্লাহ তার সবকিছুই দেখছেন এবং অবহিত আছেন। পক্ষান্তরে তারা তাদের চোখ

www.pathagar.com

এবং যৌনাঙ্গের হিফাযতের জন্য যে পথ বা পন্থা অবলম্বন করছে তাও আল্লাহ অবলোকন করছেন এবং অবহিত আছেন।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে একইভাবে মুমিন নারীদের পর্দা এবং মুহরীম পুরুষ সংক্রান্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন-

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْاٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِاُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْاعَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۭ وَتُوْبُوْٓااِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

আর হে নবী! মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে নতো রাখে এবং নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। আর তারা যা নিজ হতেই সাধারণতঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা তাদের মাথার ওড়নার আঁচল নিজেদের বুকের উপর ফেলে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, স্বামীর পিতা (শ্বশুর), নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, স্ত্রীলোক, দাস, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক-যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারো সামনে তাদের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য পর পুরুষকে জানানোর জন্য তাদের পা যমীনের উপর জোরে জোরে না মারে। হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

www.pathagar.com

এই দীর্ঘ আয়াতে নারীদের জন্য পর্দা সংক্রান্ত অনেকগুলো বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো।

প্রথম বিধান ঃ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ "তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নতো রাখে বা ফিরিয়ে নেই।" অর্থাৎ নারীরাও যেন পুরুষদের মতো তাদের চোখের দৃষ্টি নতো রাখে বা ফিরিয়ে নেই। অনিচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে যেন তা নিচু করে কিংবা ফিরিয়ে নেই। ইচ্ছা করে নিজের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয নয়। পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো বৈধ নয়। যেমন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং কোন নারীও যেন অপর কোন নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। (আবু দাউদ, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)

পর পুরুষের প্রতি দৃষ্টি না দেয়া প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়- যা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি এবং হযরত মায়মুনা (রাঃ) আমরা দু'জন নবী করীম (সঃ) এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) সেখানে আগমন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা দু'জন এ ব্যক্তি হতে পর্দা করো। আমরা বলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! উনি তো অন্ধ লোক। তিনি আমাদেরকে না দেখতে পাবেন, না চিন্তে পারবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমরা তো অন্ধ নও যে, তাকে তোমরা দেখতে পাবে না ? হযরত সালমা (রাঃ) স্পষ্ট করে বলেন, এই ঘটনা ছিলো পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

অনুরূপ আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আয়িশা (রাঃ) এর নিকট একজন অন্ধ লোক আসলো। তিনি তার হতে পর্দা করলেন। তাকে বলা হলো, আপনি এই লোকটি হতে পর্দা করছেন, অথচ এতো আপনাকে দেখতে পায় না ? জবাবে উম্মুল মু'মিনিন বললেন, কিন্তু আমি তো তাকে দেখতে পারি। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

পুরুষ-নারীর পর্দার ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ পুরুষদের নারীদের দেখা আর নারীদের পুরুষদের দেখার বিষয়ে শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে কিছুটা

www.pathagar.com

ভিন্নতা আছে। যেমন, শরীয়তে পুরুষদের বেগানা নারীদের দেখার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। কিন্তু নারীদের কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষদের দেখার বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নে দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করা হলো-

হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছিলো। এই সময় নবী করীম (সঃ) নিজে হযরত আয়িশা (রাঃ) কে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তিনি তাদের মহড়া মনভরে দেখার পর ক্লান্ত হয়ে চলে আসেন। (সহীহ বুখারী-মুসলিম, আহমাদ)

দ্বিতীয় আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে, ফাতিমা বিনতে কায়েশকে যখন তার স্বামী তিন তালাক দিলো,তখন প্রশ্ন উঠলো,সে ইদ্দত কোথায় পালন করবে। প্রথমে নবী করীম (সঃ) তাকে বললেন, উম্মে শরীফ আনসারিয়ার নিকটে বসবাস করো। পরে বললেন, সেখানে আমার সাহাবীগণ খুব বেশী যাওয়া আসা করে (কেননা, সে মহিলা খুব ধনী এবং বেশী দাতা ছিলো)। অতএব তুমি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের বাড়িতে থাকো। কেননা,সে তো একজন অন্ধ ব্যক্তি। তুমি সেখানে কোন রূপ অসুবিধা ছাড়াই থাকতে পারবে।

(সহীহ মুসলিম,আবু দাউদ)

এই পর্যায়ে বর্ণিত সব কয়টি হাদীস একত্রে করলে জানা যায় যে,নারীদের পক্ষে পুরুষদের দেখার ব্যাপারটি এতো কড়াকড়ি নাই,যতোটা পুরুষদের পক্ষে নারীদের দেখায় রয়েছে। তবে এক মজলিসে নেকাব দেওয়া থাকলেও সামনা সামনি বসে দেখা নিষেধ। কিন্তু পথ চলতে গিয়ে কিংবা দূর থেকে কোন বৈধ খেলা দেখার সময় পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পড়া নিষেধ নয়। কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে এক বাড়িতে বসবাস করতে গিয়ে দেখা হলে কোন দোষ নাই। ইমাম গাজ্জালী ও ইবনে হাজার আসকালানীর (রহঃ) বর্ণনা হতেও প্রায় এধরণের কথায় পাওয়া যায়। এটা যে জায়েয তার সমর্থন এ থেকেও পাওয়া যায় যে, নারীদের পর্দার সাথে বাইরে যাওয়ার সমর্থন সবক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। মসজিদে, হাটে-বাজারে, কর্মক্ষেত্রে ও সফরে মহিলারা মুখের উপর নিকাব রেখে যাতায়াত করে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, পুরুষ লোকেরা যেন তাকে

www.pathagar.com

দেখতে না পারে। কিন্তু পুরুষদের তো মুখে নিকাব দিয়ে বাইরে যেতে বলা হয়নি-যেন স্ত্রীলোকেরা তাদেরকে দেখতে না পায়। এ থেকেই জানা যায় যে, এ দু'টি ব্যাপার শরীয়তের দৃষ্টিতে একইরূপ নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন। তবে এই নয় যে, মহিলারা আগ্রহসহকারে পর পুরুষকে দেখবে আর তাদের মনের তৃপ্তি মিটাবে, এটা কোন দিনই জায়েয হতে পারে না।

(তাফহীমুল কুরআন)

দ্বিতীয় বিধান ঃ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ "এবং তারা যেন লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গের হিফাযত করে।"অর্থাৎ অবৈধ যৌন চর্চা হতে দূরে থাকবে। নিজের লজ্জাস্থান অপরের সামনে খুলতেও প্রস্তুত হবে না। এই পর্যায়ে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শরীয়তের বিধান একইরূপ। যদিও নারীদের সতর বা লজ্জাস্থানের সীমানা পুরুষদের চেয়ে ভিন্নতর।

পুরুষদের জন্য নারীদের 'সতর' হাতের কব্জি ও মুখমন্ডল ছাড়া দেহের সমস্ত অঙ্গ। এই অঙ্গসমূহ স্বামী ছাড়া অপর কোন পুরুষের সামনে এমনকি নিজের বাপ ও ভাইয়ের সামনেও খোলা যাবে না। আর নারীদের এমন পাতলা ও আঁটসাট পোষাকও পরিধান করা উচিত নয়, যাতে তাদের দেহের অঙ্গের যৌবন শ্রী বাইরে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমার বোন আসমা (রাঃ) খুব পাতলা কাপড় পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে আসলে নবী করীম (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন-

يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه

"হে আসমা! জেনে রাখো, মেয়েরা যখন বালেগা হয়, তখন তার মুখমন্ডল ও হাত দু'টি ছাড়া দেহের অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।"

(আবু দাউদ)

অনুরূপ ভাবে ইবনে জরীর হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ঘরে তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনে তোফায়েলের কন্যা এসেছিলো। নবী করীম (সঃ) ঘরে এসে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আয়িশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ)! এতো আমার ভাইঝি। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন-

www.pathagar.com

اذا عركت المراة لم يحل لها ان تظهر الا وجهها والا مادون هذا وقبض على ذراع نفسه وترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى

"নারীরা যখন বালেগা হয়, তখন তার মুখমন্ডল ও হাত ছাড়া দেহের আর কোন অঙ্গ প্রকাশিত হওয়া বৈধ নয়। আর তিনি এমনভাবে ধরে নিজের হাতের সীমা দেখালেন যে, বাজু হতে হাতের কব্জি পর্যন্ত এক মুট বরাবর জায়গা ছিলো"।

এই ব্যাপারে শুধু এতোটুকু সুযোগ আছে যে, নিজের বাপ ও ভাইয়ের সামনে দেহের এতোটুকু পরিমাণ প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ আছে, যা কাজকর্ম করার জন্য প্রকাশ করা অপরিহার্য। যেমন আটা তৈরীর সময় আস্তিন গুটিয়ে রাখা, কিংবা ঘর ধোয়ার সময় পরনের কাপড় কিছুটা উপরে তোলা ইত্যাদি।

আর একজন নারীর সামনে নারীর সতর এর সীমা তাই যা একজন পুরুষের সামনে অপর পুরুষের সতর। অর্থাৎ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এর মানে এই নয় যে, একজন নারী অন্য নারীর সামনে অর্ধোলুঙ্গ হয়ে থাকবে। বরং এর তাৎপর্য শুধু এতোটুকু যে, নাভি ও হাঁটুর মাঝের অংশ ঢেকে রাখা ফরজ। আর অন্যান্য অংশ অপর নারীর সামনে ঢেকে রাখা ফরজ নয়।

তৃতীয় বিধান ঃ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا "আর তারা যা সাধারণতঃ নিজ হতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।"

এখানে-زِيْنَتْ শব্দের অর্থ করা হয়েছে সাজসজ্জা বা প্রসাধন করা। এতে তিনটি জিনিস বুঝায়ঃ ১. চোখ জুড়ানো কাপড়চোপড় ২. অলংকার এবং ৩. মাথা, হাত, পা ইত্যাদিতে সাধারণ ব্যবহার্য প্রসাধন দ্রব্য। যা আধুনিক যুগে 'মেকআপ' বলা হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলে এই বিধান হতে যা বাদ দেয়া হয়েছে, তা مَاظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ "যা নিজ হতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে" বলে প্রকাশিত হয়েছে। এটা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে,

www.pathagar.com

এই বাদ দেয়া অংশ নারীদের ইচ্ছা করে প্রকাশ বা প্রদর্শন করা উচিত নয়। তবে আপনা আপনি যা প্রকাশ হয়ে পড়ে যেমন, চাদর বা বোরকা বাতাসে উড়ে পড়লো এবং তাতে সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়লো তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যা নিজ হতেই প্রকাশ হয়ে থাকে- যেমন, সেই চাদর যা গায়ে জড়ানো হয়েছে। কেননা, এই চাদর তো আর লুকিয়ে বা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, অধিকন্তু নারীদের দেহাবরণ হওয়ার কারণে তাতেও কিছুটা আকর্ষণ থেকেই থাকে, সেই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পাকড়াও করা হবে না। এই আয়াতের এরূপ অর্থই বুঝিয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, ইবনে শীরীন ও ইব্রাহীম নখয়ী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

পক্ষান্তরে কোন কোন তাফসীরকার مَاظَهَرَ مِنْهَا অংশের অর্থ বুঝেছেন- "মানুষ যা চলতি অভ্যাসবশত প্রকাশ করে থাকে।" আর তারা মুখমন্ডল ও হাত এবং ওদের সমস্ত সাজসজ্জা ও রূপ সৌন্দর্যসহ তাতে শামিল মনে করেন এবং তার প্রকাশ করা জায়েয মনে করেন।

এক কথায় তারা মনে করেন যে, স্ত্রীলোক নিজের মুখমন্ডলে প্রসাধন ও স্নো-পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং নিজের হাত ও আঙ্গুলগুলোকে গয়না ও আংটি ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করে মানুষের সামনে উন্মুক্ত করতে পারে এবং তা জায়েযও বটে। আয়াতটির এরূপ তাৎপর্য হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর শাগরিদদের দ্বারা বর্ণিত এবং হানাফী মাযহাবের বেশ কয়েকজন ফিকাহবিদ এই তাৎপর্যই গ্রহণ করেছেন।

(আহকামুল কুরআন)

কিন্তু আয়াতের مَاظَهَرَ শব্দের অর্থ مَايَظْهَرُ হতে পারে কোন নিয়ম অনুসারে তা আমরা বুঝতে অক্ষম। প্রকাশিত হওয়া 'আর প্রকাশ করা'- এই দু'টির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখতেছি যে, কুরআন মজিদ স্পষ্টভাবে এটা প্রকাশ করা হতে নিষেধ করতেছে,আর'প্রকাশিত হওয়ার'ব্যাপারটিকে মাফ করেছে। এই মাফ করার সীমাকে 'প্রকাশ করা' পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দেয়া কুরআনেরও বিপরীত। আর হাদীসের সেইসব বর্ণনার বিপরীত, যা হতে প্রমাণিত হয় যে,নবী করীম (সঃ) এর যামানায় পর্দার বিধান নাযিল হবার পর সমাজের নারীরা মুখমন্ডল খোলা

www.pathagar.com

রেখে চলাফিরা করতেন না। আর মুখমন্ডল ঢেঁকে রাখারও বিধান অন্তর্ভক্ত ছিলো। ইহরাম ছাড়া অন্যসব অবস্থায়ই মুখের আবরণকে নারীদের পোষাকের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা ছাড়া আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই পর্যায়ে দলীল প্রদান করতে যেয়ে বলা হয়েছে যে, মুখ ও হাত নারীদের সতর এর মধ্যে গণ্য নয়। অথচ সতর ও পর্দার মাঝে আকাশ-পাতালের পার্থক্য রয়েছে।'সতর' তাই যা মুহরীম পুরুষদের সামনেও অনাবৃত ও উন্মুক্ত করা জায়েয নয়। আর পর্দা সতর থেকেও এক বড় জিনিস, যাকে নারী ও গায়রে মুহরীম পুরুষদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে তো আলোচনাই হলো পর্দা সম্পর্কে, সতর সম্পর্কে নয়। (তাফহীমুল কুরআন)

চতুর্থ বিধান ঃ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ "আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়নার আঁচল নিজের বুকের ওপর ফেলে রাখে।"

জাহেলী যুগের নারীরা সামনের বোতাম খোলা রেখে মাথার উপর এক প্রকারের চাদর দিয়ে খোপা বেঁধে রাখতো। এতে গলা ও বুকের উপরাংশ স্পষ্ট দেখা যেত। বুকের উপর কোর্তা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। আর পিছনের দিকে দু'টি কিংবা তিনটি বেনী ঝুলিয়ে রাখতো।

(ইবনে কাসীর-তাফসীরে কাস্‌সাফ)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে মুসলিম নারীদের মধ্যে দোপাট্টা বা উড়না ব্যবহার করার প্রথা চালু হয়। আধুনিক যুবতীদের মতো ওকে ভাঁজ করে সাপের মতো বেড়ী করে ওড়না ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তার উদ্দেশ্যই ছিলো মাথা,কোমর,বুক সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালোভাবে ঢেকে রাখা।মুমিন নারীরা এই আয়াতের নির্দেশ শুনা মাত্রই আ'মল করা শুরু করে দিলো। এই আ'মলের প্রসংশা করে হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। যখন সূরাটি নাযিল হলো, তখন লোকেরা নবী করীম (সঃ) এর নিকট হতে তা শুনে বাড়িতে ফিরে এসেই নিজের স্ত্রী,কন্যা ও বোনদের শুনালে, আনসার বংশের মহিলাদের মধ্যে এমন কোন মহিলাই ছিলো না যে- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ আয়াতটি শুনার পর কেউ বসেছিলো। বরং প্রত্যেকে উঠলো এবং কেউ নিজের কোমর থেকে কাপড় খুলে, কেউ গায়ের চাদর দিয়ে দোপাট্টা বানিয়ে নিলো এবং তা

www.pathagar.com

গোটা দেহে জড়িয়ে রাখলো। পরের দিন ফজরের সালাতে যতো নারীই 'মসজিদে নববীতে' এসেছিলো তারা সকলেই দোপাট্টা পরা ছিলো। এই পর্যায়ে আরো একটি বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ) আরও ব্যাখা দিয়ে বলেন যে,নারীরা পাতলা কাপড় পরা বাদ দিয়ে মোটা কাপড়ের দোপাট্টা বানিয়ে নিয়েছিলো। (ইবনে কাসীর, আবু দাউদ)

যদি কেউ মোটা কাপড়ের পরিবর্তে পাতলা কাপড়ের দোপাট্টা বানায় তাহলে নিচে আরও একটি কাপড় বানিয়ে নিতে হবে। দাহ্ইয়া ক্বলবী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) এর কাছে মিশরের তৈরী পাতলা মলমলের কাপড় আসলে, তিনি আমাকে এক টুকরা কাপড় দিয়ে বললেন, এর এক অংশ দিয়ে তুমি তোমার জামা তৈরী করো। আর এক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্টা বানিয়ে দিও। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে বলে দিও তার নিচে অন্য একখানা কাপড় লাগিয়ে নিতে,যেন দেহের সৌন্দর্য ভিতর থেকে বের হয়ে না পড়ে। (আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস)

পঞ্চম বিধান ঃ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ "আর নিজেদের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না ঐ লোকদের ছাড়া"। অর্থাৎ একজন নারী নিজের পূর্ণ অলংকার ও সাজসজ্জার সাথে স্বাধীনভাবে যে পরিবেশে চলাফিরা করতে পারে সেখানে এসব লোকই থাকে। এই পরিবেশের বাইরে যারাই আছে তারা আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক, তাদের সামনে কোন নারী সাজসজ্জার সাথে আসতে পারবে না। তবে তাদের গোপন রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও বা তাদের ইচ্ছার বাইরে য়া নিজ হতেই বের হয়ে পড়বে, কিংবা যা গোপন করা মোটেই সম্ভব নয়, তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

ষষ্ঠ বিধান ঃ যাদের সামনে নারীরা নিজের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবে এমন বারো শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হলো-

১. لِبُعُوْلَتِهِنَّ - "তাদের স্বামী"। অর্থাৎ নারীরা তাদের স্বামীর সামনে তাদের সাজসজ্জা বা সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। শুধু পারবেই না বরং প্রয়োজনে তার সামনে উলঙ্গ হতেও পারবে। কেননা, হাদীসে নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "দু'টি স্থান - একটি হলো পায়খানায় এবং দ্বিতীয়টি হলো স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় ছাড়া উলঙ্গ হয়ো না। কেননা,সকল সময় তোমাদের সাথে রহমতের ফিরিশতারা অবস্থান করেন।"

www.pathagar.com

২. اَوْ اٰبَآءِهِنَّ - "অথবা তাদের পিতা"। এখানে শুধু পিতাই নয়, বরং দাদা, পরদাদা এবং নানা, পরনানাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একজন নারী নিজের নানা ও দাদার সামনে ঠিক তেমনিভাবে আসতে পারবে, যেমন পারে নিজের বাপ ও শশুরের সামনে।

৩. اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ -"অথবা তাদের স্বামীদের পিতা অর্থাৎ শ্বশুর"। নিজের স্বামীদের পিতা। অর্থাৎ বর্তমান স্বামীর পিতা এবং পূর্বের মৃত স্বামীদের পিতা এর মধ্যে গণ্য। তবে তালাক দেয়া স্বামীদের পিতা এর মধ্যে গণ্য নয়।

৪. اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ -"অথবা তাদের পুত্র"। এখানে পুত্রদের মধ্যে নাতি, পুতি,মেয়েদের সন্তান ও তার সন্তান সবই গণ্য। আর এই ব্যাপারে সৎ ও আপন কোনই পার্থক্য নেই। নিজের সতীনের সন্তানের সামনে নারীরা নিজের সাজসজ্জা নিয়ে তেমনিভাবে আসতে ও চলাফেরা করতে পারে- যেমন পারে নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের সামনে।

৫. اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ - "অথবা স্বামীদের পুত্র"। অর্থাৎ স্বামীদের পুত্র বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান শরীয়ত সম্মতভাবে আরো তিনজন স্ত্রীর পুত্র অথবা মৃত কিংবা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের পুত্রদের সামনে সাজসজ্জা বা সৌন্দর্য প্রদর্শন করা অন্যদের মতই চলবে।

৬. اَوْ اِخْوَانِهِنَّ - "অথবা তাদের ভাই"। ভাইদের মধ্যে সহোদর, সৎ ও দুধ ভাই এবং মায়ের আগের ঘরের সন্তান সবই শামিল রয়েছে।

৭. اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ - "অথবা ভাইদের পুত্র"। ভাইদের পুত্র বলতে তিন প্রকারের ভাই এর সন্তানই বুঝায়। আর নাতী ও পর নাতীরা এর মধ্যে শামিল।

৮. اَوْ بَنِىْٓ اَخَوَاتِهِنَّ - "অথবা তাদের বোনদের পুত্র"। বোনদের পুত্র বলতে তিন প্রকারের বোনের সন্তানই বুঝাই। আর তাদের নাতী ও পরনাতী এর মধ্যে শামিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত আত্মীয়দের বিষয়ে আলোচনা করা হলো। তবে চাচা ও মামার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ, তথাপি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়নি। এর কারণ এই যে, তারা হয়তো তাদের ছেলেদের সামনে তাদের ভাতিজী এবং ভাগ্নিদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। এজন্যই তাদের সামনে দোপাট্টা বাঁধা ছাড়া আসা উচিত নয়। (ইবনে কাসীর)

৯. أَوْ نِسَآئِهِنَّ - "অথবা নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক"। আয়াতের এই অংশে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। আর অমুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারীরা তার সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবে না। এর কারণ এই যে, সম্ভবত ঐ অমুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদের সামনে ঐ মুসলিম নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। মুসলিম নারীদের ব্যাপারেও এই আশংকটা আছে বটে, কিন্তু শরীয়ত এটা হারাম করে দিয়েছে বলে তারা এরূপ করতে পারে না। কিন্তু অমুসলিম নারীকে এর থেকে বাধা দিবে কিসে ?

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন নারীর জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে অন্য নারীর সাথে মিলিত হয়ে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা নিজের স্বামীর সামনে এমনভাবে দেয়, যেন তার স্বামী স্বয়ং তাকে দেখতে পাচ্ছে।

(সহীহ বুখারী-মুসলিম)

অপর এক হাদীসে হযরত হাসির ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু ওবাইদা (রাঃ) কে লিখেন ঃ আমি অবগত হয়েছি যে, কোন কোন মুসলিম নারী গোসল খানায় যায় এবং তাদের সাথে মুশরিকা নারীরাও থাকে। কোন মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে নিজের দেহ কোন অমুসলিম নারীকে দেখায়। (আবু দাউদ)

হযরত মুজাহীদও (রাঃ) أَوْ نِسَآئِهِنَّ এর তাফসীরে বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম নারীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের সামনে ঐ সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে যা মুহরিম আত্মীয়দের সামনে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ ঘাড়, বালি ও হার। অতএব মুসলিম নারীর জন্য খালি মাথায় মুশরিক মহিলাদের সামনে থাকা বৈধ নয়। (ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

তবে যদি কোন মুসলিম মহিলা অশ্লীল ও দুঃশ্চরিত্রা হয়, তবে তার সামনে মুশরিক নারীদের মতই সৌন্দর্য প্রদর্শন করা যাবে না।

১০. اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ - "অথবা নিজেদের দাস"। অর্থাৎ নারীরা নিজেদের দাস এর সামনে তাদের সাজসজ্জা প্রদর্শন করতে পারে-যদি নাকি তার সাথে মুক্তির চুক্তি হয়ে না থাকে।এ বিষয়ে দু'টি হাদীস আপনাদের সামনে পেশ করছি। যেমন -

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে দেয়ার জন্য একজন গোলাম নিয়ে তার নিকট আসলেন। গোলামটিকে দেখে হযরত ফাতিমা (রাঃ) নিজেই তার দোপাট্টা দিয়ে ঢাকতে থাকেন। কিন্তু ওটা ছোট ছিলো বলে মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকছিলো আর পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকছিলো। এ দেখে রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি এত কষ্ট করছো কেন ? আমি তো তোমার বাপ এবং এতো তোমার গোলাম।

(আবু দাউদ)

ইবনে আসাকির (রহঃ) তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, ঐ গোলামটির নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসআদাহ্ আল ফাযারী। তার দেহের রং ছিলো খুবই কালো। হযরত ফাতিমা তাকে লালন-পালন করে আযাদ করে দিয়েছিলেন। সিফ্ফীনের যুদ্ধে সে মুক্ত গোলাম হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পক্ষ অবলম্বন করেছিলো এবং হযরত আলী (রাঃ) এর চরম বিরোধী ছিলো।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার নারীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার মুকাতাব গোলাম রয়েছে, যার সাথে এ শর্ত হয়েছে যে, সে যদি এতো টাকা দিতে পারে তবে সে আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর তার নিকট ঐ পরিমাণ টাকা যোগাড়ও হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তোমাদের ঐ গোলাম থেকে পর্দা করা উচিত। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

১১. اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِاُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ "অথবা যৌনকামনামুক্ত পুরুষ"। অর্থাৎ পুরুষদের মধ্যে যারা অধিন ও যৌন কামনা নেই, তাদের

www.pathagar.com

সামনেও সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রকাশ করা যাবে।এদের বিষয়ে দু'টি শর্ত সংযুক্ত রয়েছে। ১.অধীন হবে। ২.যৌন কামনা থাকবে না।

বিশেষজ্ঞদের মতামত নিম্নরূপঃ

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে এর অর্থ সাদাসিধা ধরনের পুরুষ, যারা নারীদের ব্যাপারে কৌতুহলী নয়। হযরত কাতাদা বলেন, এমন অধীনস্থ লোক, যে শুধু খাবার পাবার জন্য তোমাদের সাথে লেগে থাকবে।

মুজাহীদ বলেন, বোকাটে ধরনের লোক, যে শুধু খাবার চায়, নারীদের প্রতি তার কোন খেয়াল নেই।

শাবী বলেন, এর অর্থ বাড়ীওয়ালার সেই অধীন ও অনুগত লোক, যার নারীদের দিকে চোখ তোলে তাকানোর কোন হিম্মত হবে না।

ইবনে যায়েদ বলেন, কোন পরিবারের সাথে লেগে থাকা লোক, যেন সে সেই পরিবারেরই একজন। সেই ঘরের লালিত-পালিত, যারা ঘরের নারীদের প্রতি তার কোন লক্ষ্য বা খেয়াল নেই, তার সাহসও নেই। সে তাদের সাথে শুধু লেগে আছে খাবার পাবার আশায়।

(ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর)

কিন্তু সেইসব নপুংশ বা খোজা লোক থেকে দূরে থাকতে হবে, যাদের মুখের ভাষা খারাপ এবং সর্বদা মন্দ কথা ছড়িয়ে বেড়ায়। এ বিষয়ে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, একজন খোজা লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বাড়িতে আসে। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এই আয়াতের মর্মানুযায়ী লোকটিকে আসতে নিষেধ করেননি। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসে পড়েন। ঐ সময় নপুংশ লোকটি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর ভাই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কে বলছিলো, আল্লাহ তা'লা যখন তায়িফ জয় করাবেন তখন আমি তোমাকে গায়লানের মেয়ে দেখাবো। সে যখন আসে তখন তার পেটের উপর চারটি ভাঁজ পড়ে এবং যখন সে ফিরে যায় তখন আটটি ভাঁজ পড়ে। তার একথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ বলে উঠেন, সাবধান! এরূপ লোককে কখনো আসতে দিবে না। অতঃপর তাকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হয়। সে তখন বায়দা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে। প্রতি শুক্রবারে সে আসতো এবং লোকদের নিকট থেকে কিছু খাবার নিয়ে চলে যেত।

(সহীহ বুখারী-মুসলিম,আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমাদ)

www.pathagar.com

এ থেকে জানা গেল যে, غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ পর্যায়ে গণ্য হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির শারীরিক দিক থেকে যৌন কাজে অক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়। কেননা, তার মনে যদি যৌন লালসা গোপন ভাবে বর্তমান থাকে এবং নারীদের ব্যাপারে সে যদি কৌতুহলী হয়ে থাকে, তবে সে অনেক বড় বড় বিপদ ঘটাতে পারে।

১২. اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ - "আর সেই সব বালক যারা এখনো নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়"।

এখানে নারীদেরকে তাদের সৌন্দর্য বা সাজসজ্জা প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। "সেইসব বালকদের সামনে যারা এখনও নারীদের বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ। নারীদের প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি এখনো পড়ে নাই। তবে হ্যাঁ, যদি তারা এমন বয়সে পৌছে যায় যে, স্ত্রীলোকদের সুশ্রী হওয়া বা বিশ্রী হওয়ার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে এবং তাদের সৌন্দর্যে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়, তবে তাদের থেকেও পর্দা করতে হবে-যদিও তারা যৌবনে পদার্পণ না করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের খিদমতে পরপর বারো শ্রেণীর পুরুষের কথা আলোচনা করা হলো, যাদের সামনে পর্দা করা জরুরী নয়।

সপ্তম বিধান ঃ وَلَايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

"আর তারা যেন লোকদেরকে তাদের সৌন্দর্য জানানোর জন্য তাদের পা যমীনের উপর জোরে জোরে মেরে চলাফেরা না করে।"

আয়াতের এই অংশে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, নারীরা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশের উদ্দেশ্যে জোরে জোরে পা না ফেলে। জাহেলী যুগে এরূপ প্রায় হতো যে, নারীরা চলার সময় যমীনের উপর জোরে জোরে পা ফেলতো যাতে পায়ের অলংকার বেজে উঠে। ইসলামে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং নারীদেরকে এমন প্রতিটি কাজ থেকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ পেয়ে না যায়। এজন্য তাদেরকে আতর ও সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হতেও নিষেধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক চোখ ব্যভিচারী যখন নারী আতর মেখে, ফুল পরে, সুগন্ধি ছড়িয়ে পুরুষদের মজলিসের পাশ দিয়ে যায়, তখন সে এরূপ। অর্থাৎ ব্যভিচারী।
(তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এমন এক নারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে যে সুগন্ধি ছড়িয়ে চলছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো ? সে উত্তরে বললো, হ্যাঁ। পুনরায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি সুগন্ধি মেখেছো ? উত্তরে সে বললো, হ্যাঁ।আমি তাকে বললাম, আমি আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ এমন স্ত্রীলোকের নামায কবুল করেন না, যে এই মসজিদে আসার জন্য সুগন্ধি মেখেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ফিরে গিয়ে অপবিত্রতার গোসলের ন্যায় গোসল করে।
(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, নাসাঈ)

নবী করীম (সঃ) নসীহত করেছেন,নারীদের তো এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত যার রং উজ্জল কিন্তু ঘ্রাণ হালকা ধরনের। (আবু দাউদ)

হযরত মায়মুনা বিনতে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অস্থানে সৌন্দর্য প্রকাশকারী নারীরা কিয়ামতের দিনের ঐ অন্ধকারের ন্যায় যেখানে কোন আলো নেই।

হযরত আবু উসাইদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) পথে পুরুষ ও নারীদেরকে একত্রে মিলেমিশে চলতে দেখে বললেন, হে নারীরা! তোমরা এদিক-ওদিক হয়ে যাও। মাঝপথ দিয়ে চলা তোমাদের জন্য শোভনীয় নয়। তাঁর এ কথা শুনে তাৎক্ষণিক নারীরা দেয়াল ঘেঁষে চলতে শুরু করে। এমনকি দেয়ালের সাথে তাদের কাপড়ের ঘর্ষণ লাগছিলো। (আবু দাউদ)

এতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ-নারীদের পর্দার বিধানগুলো আলোচলা করার পর আয়াতের সবশেষ পর্যায়ে নারী-পুরুষ সকলকে আহবান করে মহান আল্লাহ বলেন- وَتُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে মু'মিন লোকেরা, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো। আশা করা যায় যে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে"।

www.pathagar.com

অর্থাৎ সেইসব ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি হতে তওবা করো যা তোমরা এ পর্যন্ত করে ফেলেছো। আর ভবিষৎতের জন্য তোমাদের কর্মনীতিকে সংশোধন করে নাও। আর আমার বাতলানো গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যাও। তাহলে আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা নূর এর ৩০ ও ৩১ নম্বর আয়াত দু'টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এখন এই আয়াত দু'টিতে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। নিম্নে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো এক এক করে তুলে ধরা হল ঃ-

■ পুরুষ-নারী উভয়কে অনুধিকার দৃষ্টিপাত হতে নিজেদের চোখকে সংযত রাখতে হবে। কোন কারণে যদি কোন পুরুষের-নারীর চোখে চোখ পড়ে,তাহলে সাথে সাথে চোখ নিচু করতে হবে অথবা সরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার তাকালে সেটাই গর্হিত কাজ বলে গণ্য হবে।

■ পুরুষ তার লজ্জাস্থান অর্থাৎ 'সতর' তথা হাঁটু নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত অন্যের দৃষ্টি হতে হিফাযত করবে। তাছাড়া নিজের যৌনাঙ্গকে ব্যভিচার, হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন ইত্যাদি যৌনাচার থেকে সংরক্ষণ করবে।

■ নারীরা তাদের লজ্জাস্থান অর্থাৎ 'সতর' তথা মাথা থেকে পা পর্যন্ত অন্যের দৃষ্টি থেকে হিফাযতে রাখবে। নিজেরাতো অন্যের দৃষ্টি থেকে নিজের লজ্জাস্থানকে হিফাজত করবেই, সাথে সাথে ব্যভিচার, নারীতে নারীতে ঘষাঘষি ইত্যাদি থেকে নিজের যৌনাঙ্গকে হিফাযতে রাখবে।

■ নারীরা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ হয়ে পড়ে যেমন মুখমন্ডল, হাত এবং পায়ের পাতা ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যের সামনে প্রকাশ না করে।

■ নারীরা যেন তাদের মাথার বড় ওড়না বা দোপাট্টা দ্বারা তাদের ঘাড় বুক অর্থাৎ সারা শরীর ঢেকে রাখে।

■ নারীরা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাস্তে, ভাগ্নে, নিজের পরিচিত নারী, দাস, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ, নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের সামনে সতর বা সাজসজ্জা প্রকাশ না করে।

www.pathagar.com

■ নারীরা যেন জাহেলী যুগের মতো পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যমীনে চলাফেরার সময় তাদের পা দু'টি জোরে জোরে না ফেলে চলে।

■ তারা যেন আতর বা অন্য কোন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। তবে চেহারা উজ্জল করার জন্য পাউডার জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবে।

■ মেয়রা যেন ছেলেদের সাথে একই সাথে দল বেঁধে চলাফেরা না করে।

■ নারী-পুরুষ সকলেই যেন অতীতের গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর ভবিষৎতে কোন গুনাহ করবে না বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

■ নারী-পুরুষ উভয়ই যদি উপরোক্ত পর্দা সংক্রান্ত বিধিবিধান মেনে চলে অতীতের সব পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষৎতে কোন অপরাধ করবেনা বলে অঙ্গীকার করে, তাহলে আশা করা যায় যে, এসব আ'মল বা কর্মের কারণে সে দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলকাম হতে পারে।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা নূর এর ৩০ ও ৩১ নম্বর আয়াত দু'টির যে ব্যাখা এবং শিক্ষা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো, এতে যদি আমার পক্ষ থেকে কোন ভুল কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর আমরা এখান থেকে যেসব শিক্ষা লাভ করলাম, তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।

www.pathagar.com

তিন

সন্তানের প্রতি আদর্শ পিতার উপদেশ

সূরা লুকমান- ৩১

আয়াত- ১৩-১৯

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ ط
اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج
حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ
اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○ وَاِنْ جَاهَدٰكَ
عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ
اِلَىَّ ج ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○
يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ
فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللهُ ط
اِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○ يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ

www.pathagar.com

عَزْمِ الْأُمُوْرِ ○ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ
فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○
وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে–(১৩)আর যখন লুকমান তাঁর নিজ পত্রকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে আমার পুত্র, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শিরক করা বড় অন্যায়-যুলুম। (১৪) আর আমি মানুষকে তার বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে পেটে বহন করেছে। আর তাকে দু'টি বছর লেগেছে দুধ ছাড়াতে। (এই কারণে তাকে) নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার ও বাপ-মায়ের শুকরিয়া আদায় করো। অবশেষে আমারই নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে। (১৫) আর যদি তোমার বাপ-মা আমার সাথে এমন বিষয়কে শিরক করতে জোর জবরদস্তি করে যার সম্পর্কে তোমার জানা নাই, তা হলে তুমি কিছুতেই তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আর যে আমার পথে চলবে তুমি তার পথ অনুসরণ করবে। পরিশেষে তোমাদের সকলকেই আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবো তোমরা কি রকম আ'মল করতেছিলে। (১৬) হে পুত্র, কোন জিনিস যদি সরিষা দানার মতও হয়। অতঃপর তা যদি কোন পাথর খন্ডের মধ্যে অথবা আকাশে কিংবা ভূ-গর্ভে লুকিয়ে থাকে, তবে তাও আল্লাহ তাকে বের করে আনবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সূক্ষদর্শী ও সব বিষয়ে খবর রাখেন। (১৭) হে পুত্র, সালাত কায়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো, আর বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করো। একথাগুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ, যে বিষয়ে খুবই তাগীদ করা হয়েছে। (১৮)অহংকার বশে তুমি মানুষের দিক হতে মুখ ফিরে কথা বলো না এবং যমীনের উপর গর্বভরে চলাফেরা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক-অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৯) নিজের চালচলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর কিছুটা নিচু রাখো। নিঃসন্দেহে গাঁধার আওয়াযই সবচেয়ে কর্কষ-অপ্রীতিকর।

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ - এবং। اِذْ -যখন। قَالَ -বলেছিলো। لِاِبْنِهٖ - তার পুত্রকে। هُوَ -তিনি/সে। يَعِظُهٗ -তাকে উপদেশ দিচ্ছিলো। يٰبُنَيَّ - হে আমার পুত্র। لَاتُشْرِكْ -শরীক করো না। بِاللّٰهِ -আল্লাহর সাথে। اِنَّ - নিশ্চয়ই। اَلشِّرْكَ -শিরক করা। لَظُلْمٌ-অব্যশই যুলুম। عَظِيْمٌ -অতি বড়। وَصَّيْنَا.-আমি তাগিদ করেছি। اَلْاِنْسَانَ -মানুষকে। بِوَالِدَيْهِ -তার মাতা -পিতার সাথে। حَمَلَتْهُ -তাকে (পেটে) বহন করেছে। اُمُّهٗ -তার মা। وَهْنًا -কষ্টের। عَلٰى -উপর। وَهْنٍ -কষ্ট। فِصٰلُهٗ -তার দুধ ছাড়ানো। فِيْ -মধ্যে। عَامَيْنِ -দু'বছর। اَنِ -যেন। اِشْكُرْ -শুকর করো। لِيْ - আমার। لِوَالِدَيْكَ -তোমার মা-বাপেরও। اِلَيَّ -আমারই দিকে। اَلْمَصِيْرُ -প্রত্যাবর্তন/ফিরে আসা। اِنْ -যদি। جَاهَدٰكَ -তোমাকে চাপ দেয়। اَنْ -যে। تُشْرِكَ -তুমি শরীক করো। بِيْ -আমার সাথে। مَا -যা। - নাই। لَكَ -তোমার কাছে/জন্য। بِهٖ -সে সম্পর্কে। عِلْمٌ -কোন জ্ঞান। فَلَا -অতএব না। تُطِعْهُمَا -উভয়ের আনুগত্য করবে/মানবে। وَ -তবে। صَاحِبْهُمَا -উভয়ের সাথে ব্যবহার করবে। فِى الدُّنْيَا -দুনিয়াতে। مَعْرُوْفًا -উত্তম/ভালভাবে। اِتَّبِعْ -অনুসরণ করবে/মানবে। سَبِيْلَ -পথ। مَنْ -যে। اَنَابَ -অভিমুখী হয়েছে। اِلَيَّ -আমারই দিকে। ثُمَّ -অতঃপর। فَاُنَبِّئُكُمْ -তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে/ফিরে আসতে হবে। مَرْجِعُكُمْ -তখন তোমাদের জানাবো। بِمَا -ঐ বিষয় যা। كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -তোমরা কাজ করেছিলে। يٰبُنَيَّ -হে আমার পুত্র। اِنَّهَا -তা নিশ্চয়। اِنْ تَكَ -যদি হয়। مِثْقَالَ -পরিমান। حَبَّةٍ -দানার। خَرْدَلٍ-সরিষার। فَتَكُنْ -অতঃপর হয়।

www.pathagar.com

صَخْرَةٍ -পাথর খন্ডে। أَوْ -অথবা। فِي السَّمٰوٰتِ -আসমানসমূহের মধ্যে। فِي الْأَرْضِ -যমীনের মধ্যে। يَأْتِ بِهَا -তাকে(বের করে) আনবেন। إِنَّ اللّٰهَ -নিশ্চয়ই আল্লাহ। لَطِيْفٌ -সূক্ষদর্শী। خَبِيْرٌ -খুব অবহিত। أَقِمِ -প্রতিষ্ঠা করো। وَأْمُرْ -এবং নির্দেশ দাও। بِالْمَعْرُوْفِ -সৎ/উত্তম কাজের। اصْبِرْ -এবং নিষেধ করো। عَنِ -থেকে। الْمُنْكَرِ -অসৎ কাজ। وَاصْبِرْ -সবর করো। مَا أَصَابَكَ -যা তোমার উপর অর্পিত হয়েছে। إِنَّ -নিশ্চয়ই। ذٰلِكَ -ঐটা/এটা। مِنْ -অন্তর্ভুক্ত। الْأُمُوْرِ -কাজসমূহ। لَا تُصَعِّرْ -ফিরাইও না। خَدَّكَ -তোমার মুখ। لِلنَّاسِ -লোকদের থেকে। لَا تَمْشِ -চলো না। فِي الْأَرْضِ -যমীনের উপর। مَرَحًا -গর্বভরে। لَا يُحِبُّ -পছন্দ করেন না। كُلَّ -কোন। مُخْتَالٍ -উদ্ধত। فَخُوْرٍ -অহংকারীকে। وَاقْصِدْ -এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। فِيْ مَشْيِكَ -তোমার চলার ক্ষেত্রে। وَاغْضُضْ -এবং নিচু করো। صَوْتِكَ -তোমার কণ্ঠস্বর/আওয়াজ। أَنْكَرَ -অধীক অপ্রীতিকর/অপছন্দনীয়। الْأَصْوَاتِ -স্বরসমূহের মধ্যে। لَصَوْتُ -অব্যশই স্বর/আওয়াজ। الْحَمِيْرِ -গাধার।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! আমি আপনাদের সামনে সূরা লুকমানের ১৩ হতে ১৯ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। মহান আল্লাহ আমাকে যেন আপনাদের সামনে তিলওয়াতকৃত আয়াতগুলোর সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। অমা তাওফীকি ইল্লাহবিল্লাহ।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার দ্বিতীয় রুকুর ১২ নম্বর আয়াতে وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ উল্লেখিত لُقْمٰنَ শব্দটিকে বেছে নিয়ে 'সূরা লুকমান' রাখা হয়েছে। এই সূরার দ্বিতীয় রুকুতে নিজে পুত্রের প্রতি

www.pathagar.com

লুকমান হাকীমের নসীহত ও উপদেশসমূহের উল্লেক করা হয়েছে।এই সম্পর্কের কারণেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'লুকমান'।

সূরাটি নাযিলের সময়কাল ঃ এই সূরার আলোচনা ও বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয়, সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিলো সেই সময় যখন ইসলামী দাওয়াতকে দমন ও প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিরোধীদের পক্ষ থেকে যুলুম ও নির্যাতন শুরু করা হয়েছিলো।এ ছাড়াও আরো অনেক উপায় ও পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো এই উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরোধীতার ঝড় তখনও পুরোমাত্রায় তীব্র ও কঠিন হয়ে উঠেনি। যা এই সূরার ১৪ ও ১৫ নম্বর আয়াত হতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সূরাটির মূল বক্তব্য ঃ শিরক যে একটা অর্থহীন ও অযৌতিক ভিত্তিহীন ব্যাপার এবং তাওহীদই যে একমাত্র সত্য ও যুক্তিসঙ্গত আর্দশ এই সূরাই সেই কথাটিই লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ পরিহার করে মুহাম্মদ (সঃ) যে আর্দশ ও শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করেছেন সেই কথাটিই তোমরা খোলা মনে চিন্তা ও বিবেচনা করো।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর এই দাওয়াত এমন কোন নতুন দাওয়াত নয়। বরং পূর্বের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরাও এই কথাই বলতেন, যা আজ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলছেন। তোমাদের অতীত যুগে নিজেদেরই দেশে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলো লুকমান হাকীম। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্মত কথা-বার্তায় তোমাদের সমাজেই গল্পের মতো সকলের মুখে মুখে প্রচলন ছিলো। তিনি যেসব আকীদা ও নৈতিক শিক্ষা প্রচার করতেন, তা তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখতে পারো।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টির বিষয়বস্তু হলো-লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় সন্তানকে যেসব নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা দিয়েছিলেন তারই বর্ণনা।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত দারসকে পূর্ণভাবে অনুধাবন করার জন্য সূরা লুকমানের কতিপয় প্রাথমিক অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে উল্লেখ

www.pathagar.com

করা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখা আপনাদের সামনে পেশ করছি। প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা লুকমান হাকীম তাঁর স্নেহধন্য পুত্রকে নসীহতের ছলে যেসব কথা বলেছিলেন, তা উল্লেখ করে বলেন -

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَيَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

স্মরণ করো, যখন লুকমান নিজ পুত্রকে নসীহতের ছলে বলেছিলেন, হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করোনা। প্রকৃত কথা এই যে, শিরক হলো অতি বড় যুলুমের কাজ।

লুকমান কে ? ঃ তিনি হলেন লুকমান ইবনে আনকা ইবনে সুদূন। সুহাইলী (রহঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, তাঁর পিতার নাম ছিলো সা'রান। তিনি নবী ছিলেন কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ওলামাদের মতে তিনি নবী ছিলেন না; বরং মুত্তাকী, ওলী, এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন ক্রীতদাস ও ছুতার (কাঠমিস্ত্রী) ছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন যে, তিনি মিশরে বসবাসকারী একজন হাবশী ছিলেন। তাঁকে জ্ঞান দান করা হয়েছিলো, কিন্তু নবুওয়াত দেয়া হয়নি।

হযরত লুকমান সম্পর্কে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তিনি ছিলেন বেঁটে, উঁচু নাক ও মোটা ঠোঁট বিশিষ্ট একজন জ্ঞানী ব্যক্তি।

আবদুর রহমান ইবনে হারমালা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার এক কালো বর্ণের হাবশী ক্রীতদাস হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) এর নিকট আগমন করে। তাকে তিনি বলেন, তোমার দেহের রং কালো বলে তুমি নিজেকে ঘৃণা করো না। তিনজন লোক, যাঁরা সমস্ত লোক অপেক্ষা উত্তম ছিলেন তারা সবাই কালো বর্ণের ছিলেন। তাদের প্রথম জন হলেন, হযরত বিলাল (রাঃ), যিনি রাসূল (সঃ) এর গোলাম ছিলেন। দ্বিতীয় জন হলেন, হযরত মুহাজ্জা (রাঃ), তিনি ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর

www.pathagar.com

গোলাম। তৃতীয় জন হলেন, হযরত লুকমান হাকীম, যিনি ছিলেন হাবশের একজন সাধারণ অধিবাসী।

হযরত খালিদ বারঈ (রহঃ) বলেন যে, হযরত লুকমান ছিলেন একজন হাবশী ক্রীতদাস ও ছুতার। একবার তাঁর মুনিব তাকে বললেন, তুমি একটি বকরী যবেহ করো এবং ওর গোশতের উত্তম দু'টি টুকরা আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি হৃৎপিন্ড ও জিহবা নিয়ে আসলেন। কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর মুনিব তাঁকে একই আদেশই করলেন এবং বকরীর গোশতের নিকৃষ্ট দু'টি টুকরা আনতে বললেন। তিনি এবারও উক্ত দু'টি জিনিসই নিয়ে আসলেন। তাঁর মুনিব তাঁকে বললেন, ব্যাপার কি ? এটা কি ধরণের কাজ হলো ? উত্তরে তিনি বললেন, এ দু'টি যখন ভাল থাকে তখন দেহের কোন অঙ্গই এ দু'টির চেয়ে ভাল নয়। আর এ দু'টি জিনিস যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস এ দু'টিই হয়ে থাকে।

হযরত মুজাহীদ (রহঃ) বলেন, হযরত লুকমান নবী ছিলেন না, তিনি একজন সৎলোক ছিলেন। তিনি ছিলেন কালো বর্ণের একজন ক্রীতদাস। তাঁর ঠোঁট ছিলো মোটা এবং পা দু'টি ছিলো মাংসপূর্ণ।

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি বানী ইসরাঈলের একজন বিচারক ছিলেন। আর একটি উক্তিতে আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) এর যুগে হযরত লুকমান জীবিত ছিলেন। একবার তিনি এক মজলিসে ওয়াজ করছিলেন, তখন একজন রাখাল তাঁকে বলে, তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও, যে অমুক অমুক জায়গায় আমার সাথে বকরী চরাতে ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ ,আমি ঐ ব্যক্তি বটে। রাখালটি তখন তাঁকে প্রশ্ন করে-তাহলে তুমি কি করে এই মর্যাদা লাভ করলে ? জবাবে তিনি বললেন, সত্য কথা বলা এবং বাজে কথা না বলার কারণেই আমি এই মর্যাদা লাভ করেছি। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি তার উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ সম্পর্কে বলেন, আমার এই উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হলো, আল্লাহর অনুগ্রহ, বিশ্বস্ততা,সত্যবাদিতা এবং বাজে কাজ বর্জন করা।

মোট কথা এরূপই পরিস্কার বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন না। এসব বর্ণনায় এও রয়েছে যে, তিনি একজন গোলাম ছিলেন।

(ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

হযরত লুকমান হাকীম তার নিজ পুত্রকে যে উত্তম ওয়াজ-নসীহত করেছিলেন তারই বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মানুষ দুনিয়ায় নিজের সন্তানের ব্যাপারে যতোখানি নিষ্ঠাবান ও স্বার্থবাদ হতে পারে, ততোখানি আর কারো ব্যাপারে হতে পারে না- একথা সর্বজন স্বীকৃত। এক ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে, তার সাথে মুনাফিকির কথাবার্তা বলতে পারে, কিন্তু একজন অত্যন্ত খারাপ লোকও কখনো নিজের সন্তানকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে পারে না। এইজন্য একজন সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি লুকমান হাকীম তাঁর স্নেহের ধনকে অতি উত্তম উপদেশই দিবেন, যা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতে সফলতা দান করবে। আর একজন আদর্শ পিতার একজন আদর্শ সন্তানের জন্য এর চেয়ে আর বেশী কিছু উত্তম উপদেশ হতে পারে না। একজন আর্দশ পিতা লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় পুত্রকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ

১.প্রথম উপদেশ ঃ يٰبُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ হে আমার পুত্র ! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।

নিষ্ঠাবান পিতা লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় সন্তানকে প্রথম যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেটি হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার। এই উপদেশ দ্বারা প্রথমতঃ এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, শিরক একটি নিকৃষ্টতম কাজ। আর এই কারণেই তিনি তার প্রাণাধিক পুত্রকে সর্বপ্রথম ও সবার আগে এই শিরকের গুমরাহী পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ মক্কার কাফিরদের মধ্যে অনেক বাপ-মা নিজের সন্তানকে তখন শিরক এর উপর অবিচল থাকতে এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর তাওহীদের দাওয়াত কবুল না করতে বাধ্য করেছিলো- পরবর্তী আয়াত দ্বারা এ কথাটিই স্পষ্টভাবে জানা যায়। এই কারণে এই অজ্ঞ-মুর্খ লোকদেরকে শুনানো হচ্ছে যে, তোমাদের এই দেশেরই প্রখ্যাত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিতো নিজের সন্তানের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে তাকে শিরক পরিহার করে চলার জন্য নসীহত করেছিলেন। এখন তোমরা যে তোমাদের সন্তানদের শিরক করতে বাধ্য করছো, এর ফলে সন্তানদের কোন কল্যাণ হবে না, বরং এর দ্বারা তাদের জীবনের মহা বিপদ ও অকল্যাণই ডেকে আনবে।

www.pathagar.com

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ **নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে অতি বড় যুলুমের কাজ।**

এখানে যুলুম শব্দের আসল অর্থ হলো কারো হক বা অধিকারকে নষ্ট করা। ইনসাফের বিপরীত কাজ করা।

শিরককে "যুলুমে আযীম" বিরাট ও মহা যুলুম বলে অভিহিত করা হয়েছে এই কারণে যে,এর দ্বারা কোন এক সত্তাকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও নি'য়ামত দাতা মহান আল্লাহর সমান করে দাঁড় করায়- যা মানুষের ভোগ সম্ভোগের নি'য়ামত দানের ব্যাপারে যাদের একবিন্দু অংশ নাই, এমনকি একবিন্দু দখলও নাই। প্রকৃতপক্ষে এটা হলো এক মস্তবড় বেইনসাফী, এর চেয়ে বড় বেইনসাফী আর কিছুই হতে পারে না।তাছাড়া মানুষের উপর তার সৃষ্টিকর্তার হক হলো, কেবল তারই পূজা-উপাসনা করা, দাসত্ব-বন্দেগী করা। কিন্তু সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির বন্দেগী করে আল্লাহর এই হক নষ্ট করে।

মানুষের নিজের উপর তার নফসের হক বা অধিকার হলো এই যে, মানুষ তাকে অপমান, লাঞ্ছনা ও আযাবে নিক্ষিপ্ত করবে না। কিন্তু সে যখন তার সৃষ্টিকর্তাকে ত্যাগ করে তারই সৃষ্টির বন্দেগী করে, এতে সে নিজেকে নিজে অপমান ও লাঞ্ছিত করে এবং শাস্তি পাবার যোগ্য বানিয়ে দেয়। এভাবে মুশরিকের গোটা জীবন সর্বাত্মক ও সব সময়ের জন্য যুলুমে পর্যবসিত হয়। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসই যুলুমে ভরে যায়।

দ্বিতীয় উপদেশ ঃ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আর আমি মানুষকে তার বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে পেটে বহন করেছে। আর দু'টি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। (এই কারণে তাকে) নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার ও তোমার বাপ-মায়ের শুকরিয়া আদায় করো। অবশেষে আমারই নিকট তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

আল্লাহর সাথে শিরক না করার উপদেশ দেয়ার পর হযরত লুকমান তাঁর ছেলেকে দ্বিতীয় যে উপদেশ দিচ্ছেন সেটিও গুরুত্বের দিক দিয়ে আল্লাহর পরই তাদের স্থান। অর্থাৎ বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করা

www.pathagar.com

ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। যেমন সূরা বানী ইসরাঈলে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং বাপ-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করতে।"

এই উপদেশের মধ্যে বাপ-মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে -যে হিকমত এবং অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে তা হলো ঃ

وَهْنٍ – শব্দের অর্থ হলো- শ্রম, কষ্ট, দুর্বলতা ইত্যাদি। এর একটি কষ্টতো হলো حَمْلٌ (হামল) বা গর্ভধারণ অবস্থায় যা হয়, তা মা'ই সহ্য করে থাকে। আর দ্বিতীয়ত মা কষ্ট ভোগ করে থাকে সন্তানকে দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করানোর মাধ্যমে।

অর্থাৎ তার মা তাকে ধরাধামে তার আগমন ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অসীম দুঃখ-কষ্ট বরদাস্ত করেছে। মায়ের এই কষ্টের কথা সন্তানের সামনে এ জন্যেই প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যেন সন্তান মায়ের এই মেহেরবানীর কথা স্মরণ করে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং আনুগত্য ও ইহসান করে। অন্য একটি আয়াতে বাপ-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দোয়া-প্রর্থনার বাণী শিখিয়ে দিয়ে বলেন-

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا "আর বলো- হে আমার রব! তুমি তাদের দু'জনের (বাপ-মায়ের) প্রতি দয়া করো যেভাবে তারা আমার (দয়া-মায়া দিয়ে) শিশুকালে আমাকে লালন-পালন করেছিলো"।

(বানী ইসরাঈল-২৪)

আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ বলেন–

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ **আমার প্রতি ও তোমার বাপ-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদেরতো আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।** সুতরাং যদি তোমরা আমার এই আদেশ মেনে নাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে এর পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো।

অতপর পরবর্তী আয়াতে বাপ- মায়ের আনুগত্যের সীমা নির্ধারণ করে

www.pathagar.com

দিয়ে আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَافِى الدُّنْيَامَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ج

তোমার বাপ-মা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তা হলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং যে আমার পথে চলবে, তুমি তার পথ অনুসরণ করবে।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, যদি তোমার বাপ-মা আল্লাহর অংশীদার বা সমকক্ষ দাঁড় করাতে বাধ্য করার চেষ্টা করে, তখন আল্লাহর নির্দেশ হলো, তাদের কথা শুনাও যাবে না মানাও যাবে না।

এমতাবস্থায় মানুষ সাধারণত ঃ সীমার মধ্যে স্থীর থাকতে পারে না। আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে বাপ-মায়ের প্রতি কষ্টকর কথা বলা ও অশোভন আচারণ করে তাদেরকে অপমানিত করার বেশ সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু ইসলাম ন্যায়-নীতির জ্বলন্ত প্রতীক প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপন বা সমকক্ষ বানানোর ক্ষেত্রে বাপ-মায়ের অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে হুকুম দেয়া হয়েছে যে-

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَامَعْرُوْفًا 'তাদের (বাপ-মায়ের) সাথে দুনিয়াই ভাল ব্যবহার করবে।'

অর্থাৎ দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাদের কথা মানবে না, কিন্তু দুনিয়ার কাজকর্ম যেমন-শারীরিক সেবাযত্ন বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন ঘাটতি না থাকে। তাদের সাথে যেন বেআদবী ও অশালীন আচরণ করা না হয়। তাদের কথাবার্তায় এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে তারা মনে কষ্ট পায়। মোট কথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার সৃষ্টি হবে,তা তো অপারোগতার কারণে বরদাস্ত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যে রাখতে হবে। আর অন্যান্য পার্থিব লেনদেন, আচার-আচারণে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

www.pathagar.com

হযরত সা'দ ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমারই ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমি আমার মায়ের খুবই খিদমত করতাম এবং তাঁর পূর্ণ অনুগত থাকতাম। আল্লাহ তা'লা যখন আমাকে হিদায়াত দান করলেন তখন আমার মা আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। সে আমাকে বললো, তুমি এই নতুন দ্বীন কোথায় পেলে ? জেনে রেখো, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, এই দ্বীন তোমাকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, না হলে আমি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিবো। আর এভাবে না খেয়ে আমি মারা যাবো। কিন্তু তার কথায় আমি ইসলাম ত্যাগ করলাম না। ফলে আমার মা খানাপিনা বন্ধ করে দিলো। এতে চারদিক থেকে আমার দুর্ণাম ছড়িয়ে পড়লো যে, আমি আমার মায়ের হত্যাকারী। এতে আমার মন খুবই ছোট হয়ে গেল। আমি আমার মায়ের কাছে হাযির হলাম, তাকে বুঝালাম এবং অনুনয় বিনয় করলাম যে, তুমি তোমার এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও। আর জেনে রেখো যে, এই সত্য দ্বীন থেকে ফিরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এভাবে আমার মায়ের তিন দিন চলে গেল এবং তার শারীরিক অবস্থা অনেক শোচনীয় হয়ে গেল। আমি তার কাছে পুনরায় গেলাম এবং বললাম, আম্মা! জেনে রেখো যে, তুমি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়,কিন্তু তাই বলে তুমি আমার কাছে দ্বীনের চেয়ে প্রিয় নও। আল্লাহর কসম! তোমার একটি জীবন কেন, তোমার মতো একশতটি জীবনও যদি ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হয়ে এক এক করে সবই বেরিয়ে যায়, তবুও শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত আমি এই দ্বীন ইসলামকে পরিত্যাগ করবো না। আমার এই কথায় আমার মা নিরাশ হয়ে খাওয়া-দাওয়া শুরু করে দিলো। (তিবরানী-ইবনে কাসীর)

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ বলেন-

ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

পরিশেষে তোমাদেরকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবো, তোমরা কি রকম আ'মল করতেছিলে।

অর্থাৎ একদিকে সকল প্রকার পীড়াপিড়ি ও জবরদস্তিকে উপেক্ষা করে শিরক ও কুফরী থেকে বিরত থাকা, অপরদিকে বাপ-মায়ের সাথে পার্থিব জীবনে ভাল ও শোভনীয় আচরণ করা এবং বেয়াদবী না করার বিষয়ে

www.pathagar.com

তোমরা কে কতটুকু ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পেরেছো তা মৃত্যুর পর বিচারের দিনে যখন তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে তখন আমি তোমাদেরকে তা পূর্ণভাবে অবহিত করবো।

তৃতীয় উপদেশ ঃ يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষা দানার মতও হয়। অতঃপর তা যদি কোন পাথর খন্ডে অথবা আকাশে কিংবা ভূ-গর্ভে লুকিয়ে থাকে, তবে তাও আল্লাহ তাকে বের করে আনবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সব বিষয়ে সূক্ষদর্শী ও সব বিষয়ে খবর রাখেন।

এখানে লুকমান হাকীম তাঁর সন্তানকে আরও উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, হে আমার প্রিয় সন্তান! এই বিষয়ে অটুট বিশ্বাস রাখবে যে, আসমান ও যমীনে এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তার পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। যতো প্রকার অন্যায় কাজ, যুলুম ও ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হোক না কেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা অবশ্যই তা উপস্থিত করবেন। মীযানে তা ওযন করা হবে এবং তার প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন মহান আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

"আমি (কিয়ামতের দিন) ইনসাফের দাঁড়িপালা রেখে দিবো, সুতরাং কোন নফসের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।" (সূরা আম্বিয়া-৪৭)

অন্য সূরায় বলা হয়েছে–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

"কেউ অণু-পরমাণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা দেখবে এবং অণু-পরমাণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখবে।" (সূরা যিলযাল–৭-৮)

সেই নেকী কিংবা বদী কোন বাড়ীতে, কোন অট্টালিকায়, কোন দূর্গে, কোন পাথর খন্ডের মধ্যে, আসমানের উপরে, যমীনের নীচে, মোটকথা যেখানেই করা হোক না কেন আল্লাহ তা'লার কাছে তা গোপন থাকে না। মহান আল্লাহ তা পেশ করবেনই। তিনি সূক্ষদর্শী, তিনি সব বিষয়ের

www.pathagar.com

খবর রাখেন। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জিনিসও তাঁর কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। অন্ধকার রাতে পীপিলিকা চলতে থাকলেও তিনি তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পান।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন লোক এমন পাথরের মধ্যেও কোন আ'মল করে যার কোন দরজা-জানালা নেই ও কোন ছিদ্রও নেই, তবুও আল্লাহ তা'লা তা জনগণের সামনে ফাঁস করে দিবেন, সেই আ'মল ভালই হোক আর মন্দই হোক না কেন।

(ইবনে কাসীর)

চতুর্থ উপদেশ ঃ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ হে আমার সন্তান! তুমি নামায প্রতিষ্ঠা করবে।

অর্থাৎ হে আমার পুত্র করণীয় কাজ তো অনেক। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা, এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কার্মের পরিশুদ্ধির কারণ এবং মাধ্যমও বটে। যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে- اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাচিঁয়ে রাখে।"

(সূরা আনকাবুত-৪৫)

এজন্য অবশ্য করণীয় সৎ কাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ঠ করেছেন।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ "হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা করো। এই নামায প্রতিষ্ঠা অর্থ কেবল নামায পড়ে নেয়াই যথেষ্ঠ নয়, বরং নামায়ের বাইরের এবং ভিতরের কাজসমূহ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা। যেমন, শরীর পবিত্রের জন্য প্রয়োজনে পূর্ণভাবে গোসল করে নেয়া, না হলে অযুর অংগগুলো পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা, যথাসময়ে এবং পূর্ণ খুশু-খূযুর সাথে নামায আদায় করা এবং এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ থাকা ইত্যাদি সবই নামায প্রতিষ্ঠার মধ্যে গণ্য।

পঞ্চম উপদেশ ঃ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ ও খারাপ কাজে নিষেধ করবে ।

www.pathagar.com

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তির সাথে সাথে সামাজিক জীবনের সংশোধন ও জীবনব্যবস্থা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজের সাথে সাথেই সৎ ও নেক কাজের আদেশ এবং অন্যায় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়াকে অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। নামাযের পরেই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের এই সমাজ সংশোধনী নির্দেশনা আল কুরআনের অন্যান্য জায়গায়ও উল্লেখ্য করা হয়েছে।

ষষ্ঠ উপদেশ ঃ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ **আর বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই এটা করা সাহসিকতার কাজ।**

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমাজ সংশোধনের জন্য সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করতে যাবে, তখন তার উপর বিপদ মুসিবত ধেয়ে আসবে। এই ধরণের লোকদের পিছনে দুনিয়া একেবারে আদা-নুন খেয়ে লেগে যাবে এবং সব ধরনের কষ্ট ও উৎপিড়ন তাকে পরিবেষ্টিত করে নিবে।

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

"নিশ্চয়ই এটা করা সাহসিকতার কাজ।" অর্থাৎ এটা করা অতি বড় দুঃসাহসের কাজ। কেননা ব্যক্তি সংশোধন আর জনগণকে সংশোধন করা ভিন্ন কাজ। জনগণকে সংশোধনের কাজ করার জন্য চেষ্টায় লেগে যাওয়া এবং এ পর্যায়ে যেসব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে তার মুকাবিলা করা কোন কাপুরুষের কিংবা কম সাহসের লোকদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এটা সেই শ্রেণীর লোকদের কাজ, যা করার জন্য খুব চওড়া বুকের পাটার প্রয়োজন রয়েছে।

সপ্তম উপদেশ ঃ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ **আর তুমি অহংকার বসে মানুষের দিক হতে মুখ ফিরে কথা বলবে না।**

এখানে লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন গর্ব-অহংকার পরিহার করার জন্য। অর্থাৎ হে আমার পুত্র! অহংকার বশে তুমি মানুষের দিক হতে মুখ ফিরে কথা বলো না। তাদেরকে নিকৃষ্ট এবং নিজেকে খুব বড় মনে করো না।

www.pathagar.com

মূল শব্দ হলো لَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ আরবী ভাষায় صَعَرٌ একটি রোগের নাম। এই রোগটি উটের গলায় হয়ে থাকে বিধায় উট সবসময় একদিকেই মুখ ফিরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

আরবী ভাষায় বলা হয় فُلَانٌ صَعَّرَ خَدَّكَ "অমুক ব্যক্তি উটের মতো নিজের গলা ফিরিয়ে নিয়েছে।" অর্থাৎ অহংকারীর ন্যায় আচরণ করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতএব হে আমার পুত্র! তুমি মানুষের সাথে কথা বলার সময় অহংকারীর ন্যায় মুখ ফিরে কথা বলো না। বরং সামনে ফিরে হাসিমুখে কথা বলবে। হাদীস শরীফে এসেছে-"নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তুমি সকল মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলবে। হাসিমুখে কথা বলাও একটা সদকা বা নেকীর কাজ।"

অষ্টম উপদেশ ঃ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا -আর তুমি যমীনের উপর গর্বভরে চলাফেরা করবে না।

অর্থাৎ লুকমান হাকীম তার সন্তানকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিচ্ছেন যে, হে প্রিয় বৎস! তুমি দুনিয়াতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। কারণ, আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। مَرَحًا শব্দের অর্থ গর্বভরে উদ্ধত্যের সাথে চলাফেরা করা। নিজেকে খুব বড় মনে করা এবং অন্যসবকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে একবার অহংকারের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি তার খুবই নিন্দা করলেন এবং বললেন যে, এরূপ আত্মম্ভরী ও অহংকারীর প্রতি আল্লাহ খুবই রাগান্বিত হন। তখন জনৈক একজন সাহাবী (রাঃ) জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যখন কাপড় সাফ করি এবং তা খুব পরিস্কার হয়, তখন আমার খুব ভাল লাগে। অনুরূপভাবে ভালো চামড়ার জুতা পায়ে দিলে মন খুব আনন্দিত হয়। লাঠির সুন্দর আচ্ছাদনীও মনের মধ্যে আনন্দ দেয়, তাহলে এটা কি অহংকার হবে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, না, এটা অহংকার নয়। বরং অহংকার হলো ওটাই যে, তুমি সত্যকে ঘৃণা করবে এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করবে। (ইবনে কাসীর)

www.pathagar.com

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ **নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।**

মূল শব্দ হলো- مُخْتَالٍ এবং فَخُوْرٍ । مُخْتَالٍ (মুখতাল) বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তিকে, যে নিজেকে খুব বড় মনে করে। আর فَخُور (ফাখুর) বলা হয় তাকে, যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে। নিজের চলনে-বলনে, আদানে-প্রদানে বড়মানুষী। ভাব দেখায় অহংকার ও দাম্ভিকতার প্রকাশ ঠিক তখনই পাওয়া যেতে পারে, যখন তার মন-মগজে অহংকারী ভাবধারা কানায় কানায় ভরে যায় এবং অন্য লোকদেরকেও তা অনুভব করাতে ইচ্ছা করে।

দাম্ভিক ও অহংকারীরা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে পারে না। তাদের সর্ম্পকে মহান আল্লাহ তা'লা অন্য এক আয়াতে বলেন -

وَلاَتَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً

তুমি যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না, যেহেতু তুমি না যমীন ধ্বংস করতে পারবে, আর না পাহাড়ের চূড়ায় পৌছতে পারবে।

(সূরা বানী ইসরাঈল-৩৭)

নবম উপদেশ ঃ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ **-এবং নিজের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।**

কোন কোন মুফাসসীর এর অর্থ গ্রহণ করেছেন, খুব দ্রুতও চলিও না, আর খুব ধীরেও নয়। বরং মাঝামাঝি ধরণে চলো। কিন্তু পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে পরিস্কার মনে হয় যে, গতির দ্রুততা বা ধীরতা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। প্রয়োজনে মানুষকেতো দ্রুতও চলতে হতে পারে, আবার প্রয়োজনে আসতেও চলতে হতে পারে। আসলে এখানে লুকমান হাকীমের এই উপদেশের লক্ষ্যই হচ্ছে মন-মানসিকতার সংশোধন, যার ফলে চাল-চলনে অহংকার বা মিসকিনী ভাব প্রকাশ পেয়ে না যায়।

শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার অন্তরে বর্তমান থাকলে, তাতে অবশ্যই এক বিশেষ ধরণেরই চাল-চলন প্রকাশিত হবে। তা দেখে মানুষের অহংকারে

www.pathagar.com

নিমজ্জিত হবার কথাই শুধু জানতে পারা যাবে না, বরং চাল-চলনে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে যে, সে কোন ধরণের অহংকারে নিমজ্জিত। ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-আধিপত্য, রূপ-সৌন্দর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য এবং এ ধরণের অন্যান্য জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি করে। এর প্রত্যেক ধরণের অহংকারই এক বিশেষ ধরণের চাল-চলন সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে চাল-চলনে মিসকিনী ভাবও কোন না কোন ঘৃণ্য মানসিকতার ফলে হয়ে থাকে। মানুষের মনের গোপন অহংকার এক ধরণের দেখানো বিনয় ও বাহ্যিক দরবেশী ভাব প্রকাশ করে। আর এই জিনিস তার চাল-চলন হতেও প্রকাশ পায়। আবার কখনো মানুষ বাস্তাবিকই দুনিয়া ও উহার অবস্থার নিকট পরাজিত হয়ে এবং নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে গিয়ে এক ধরণের মরা মানুষী চালে চলতে শুরু করে দেয়। লুকমান হাকীমের উপদেশের লক্ষ্যই হলো, তোমরা নিজের নফসের এসব ভাবধারা দূর করো এবং একজন সাদাসিধে ভদ্র ও বিজ্ঞ মানুষের মতো চলাফেরা করো, যেন তোমার চরিত্রে অহংকার, গর্ব ও বড় মানুষীর লক্ষণ দেখা না যায়, যেন মরা মানুষের মতো অবস্থা দেখা না যায় এবং যেন রিয়াকারী ও দেখানোপনার পরহেযগারী এবং আল্লাহ পরস্তীর ভাব প্রকাশিত না হয়।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের রুচি ছিলো, যা একটি ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়। "হযরত উমরে ফারুক (রাঃ) একবার এক ব্যক্তিকে মাথা নতো করে চলতে দেখে-তিনি তাকে ডেকে বললেন, মাথা তুলে চলো। ইসলাম কোন রুগী নয়। অপর এক ব্যক্তিকে তিনি মরা মানুষের মতো চলতে দেখে বললেন, হে যালিম, তুমি আমাদের দ্বীনকে মেরে ফেলছো কেন?

এই দু'টি ঘটনা হতে জানা যায় য়ে, হযরত উমর (রাঃ) এর মতে দ্বীনদারীর অর্থ এই নয় যে, মানুষ রোগা ব্যক্তির মতো থেমে থেমে চলবে।আর শুধু শুধু মিসকীন হয়ে থাকবে। কোন মুসলমানকে এরূপ চলতে দেখলে তিনি মনে করতেন, এরূপ চাল-চলন অন্য মানুষের সামনে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হবে এবং স্বয়ং মুসলমানদের মনেও হীনমন্যতার ভাব জাগিয়ে তুলবে।

একবার হযরত আয়িশাও (রাঃ) এমনি একটি ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি খুব কাতর হয়ে চলাফিরা করছে।

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করা হলো, এই ব্যক্তির কি হয়েছে ? তাকে বলা হলো এই ব্যক্তি একজন ক্বারী। এটা শুনে হযরত আয়িশা (রাঃ) বললেন, উমর তো ছিলেন সব ক্বারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্বারী। কিন্তু তিনি যখন চলাফেরা করতের তখন জোরের সাতে চলতেন, যখন কথা বলতেন তখন শক্তির পরিচয় দিতেন। আর যখন কাউকে পিটাতেন তখন বেদম মার মারতেন।
(তাফহীমুল কুরআন)

দশম উপদেশ ঃ

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

আর তোমরা কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে। নিঃসন্দেহে গাধার আওয়াযই সবচেয়ে কর্কষ-অপ্রীতিকর।

অর্থাৎ তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ সবসময় খুব আস্তে আস্তে কথা বলবে, জোরের সাথে মোটেই কথা বলবে না। বরং এখানে গাধার আওয়াযের সাথে তুলনা করে ঠিক কোন ধরনের আওয়ায ও টোনে কথা বলা নিষেধ তা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। টোন ও কণ্ঠস্বও উচু বা নীচু , শক্ত বা নরম হওয়ার একটা অবস্থা হলো নিতান্ত স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজন ভিত্তিক। নিকটবর্তী লোক বা অল্প সংখ্যক লোকের সাথে কথা বলতে হলে স্বাভাবিকভাবে নীচু স্বরেই কথা বলতে হবে। আর দূরের লোক বা বেশী লোকের সাথে কথা বলতে হলে জোরের সাথে উচ্চ স্বরেই বলতে হবে। স্থান ও অবস্থা ভেদে গলার আওয়ায পার্থক্য হতে বাধ্য। যেমন প্রশংসার টোন এক রকম, আর ঘৃণা প্রকাশের টোন হবে অন্য রকম। অনুরূপভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশের টোন হবে এক প্রকৃতির, আর অসন্তুষ্টি প্রকাশের টোন হবে অন্য প্রকৃতির, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে, কোন আপত্তি থাকতেও পারে না। আর এই পার্থক্য খতম করে দিয়ে সবক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় নরম সূর ও নিম্নমানের ভংগিই গ্রহণ করতে হবে, হযরত লুকমানের কথার উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। আপত্তির বিষয় হলো শুধু অহংকার প্রকাশের। মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কথা বলায় হলো প্রকৃত আপত্তি। (তাফহীমুল কুরআন)

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা লুকমান হাকীম তাঁর প্রিয় পুত্রকে উপদেশছলে দুনিয়াবাসীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য যেসব আদর্শিক ও নৈতিক নসিহত করেছেন তা সূরা লুকমানের

www.pathagar.com

১৩ থেকে ১৯ নম্বর আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখায় পেশ করা হলো। এখন সেখান থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো –

■ হযরত লুকমান হাকীমের এ উপদেশগুলো অত্যন্ত উপকারী ও কল্যাণকর বলেই মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে এগুলো বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তার আরো বহু জ্ঞানগর্ভ উক্তি ও উপদেশ বর্ণিত আছে। হযরত লুকমান হাকীম তাঁর নিজ পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, ইবনে আবিদ (রহঃ) এই উপদেশের উপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। সুতরাং আমরা এই সূরা থেকে লুকমান হাকীমের যেসব নসীহত জানতে পারলাম, তা প্রত্যেক আদর্শ পিতারই উচিত হবে নিজ নিজ সন্তানকে এসব আদর্শবাদী উপদেশ দেয়া,নিজে আমল করা এবং সন্তানকেও আমল করানো।

■ প্রথম উপদেশ হিসেবে আমরা জানতে পারলাম, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। কোন কিছুরই বিনিময়ে তাঁর সমকক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দী স্থীর না করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধি-বিধানকে গ্রহণ না করা। রিযিকদাতা হিসেবেও তাকে মান্য করা এবং মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক হিসেবে আল্লাহকেই জানা। অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার,সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না মানা। এমনকি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি কিছু করতে পারে তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস না করা।

■ বাপ-মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের খিদমত করা, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো,বৃদ্ধ অবস্থায় পেলে তাদের আরো বেশী খিদমত করা, এমন কোন আচরণ না করা যাতে তারা প্রকাশ্যে না হলেও অজান্তে মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করে। বিশেষ করে মায়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া। কেননা, তারা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে আমাদের পেটে ধারণ করেছে। তারপর সন্তান ভূমিষ্টের সময়ও যে কষ্ট অনুভব করেছে তা একমাত্র সন্তান ভূমিষ্টকারী মা ছাড়া আর কেউ সেই কষ্ট অনুভব করতে পারে না। সন্তানকে ভুমিষ্ট করার পর দীর্ঘ দুই বছর যাবত কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে দুধ পান করিয়েছে। এসব কষ্টের কথা স্মরণ করে আন্তরিকতা ও সহানুভূতির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া।

www.pathagar.com

■ বাপ-মায়ের আনুগত্য শুধু মা'রুফ কাজে। আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন এমন কোন কাজ করতে যদি তারা নির্দেশ দেয়, তা হলে অত্যন্ত দরদভরা মন দিয়ে বাপ-মায়ের এই নির্দেশকে উপেক্ষা করা। বিশেষ করে শিরক ও কুফরীর ব্যাপারে আরো বেশী সতর্ক-সাবধান থাকতে হবে। কোনভাবেই এক্ষেত্রে মা-বাবার কথা শোনা যাবে না। তবে বাপ-মায়ের এ কথা অমান্য করতে যেয়ে যেন কোন ভাবেই তাদের সাথে অসাদাচরণ করা না হয়। তারা শিরক ও কুফরী করতে যতই চাপাচাপি, পিড়াপিড়ি করুক না কেন এক্ষেত্রে তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। তবে কোন ভাবেই তারা কষ্ট পাই এমন আচরণ করা যাবে না। দুনিয়ার সকল প্রকার খিদমত অব্যাহত রাখতে হবে। বরং আল্লাহর নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে আরো বেশী বেশী তাদের খিদমত করতে হবে।

■ ভাল কাজ কিংবা মন্দ কাজ তা যতো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হোক না কেন, আর তা যদি পাথর খন্ডের মধ্যে লুকিয়েও রাখা হয় অথবা আকাশে কিংবা যমীনের নিচেও রাখা হয়, তবুও আল্লাহ তা'লা কিয়ামতের দিন তা হাজির করে সামনে উপস্থাপন করবেন। এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা।

■ যথাযত নিয়ম ও পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা। যেনতেন ভাবে সালাত আদায় করলেই হবে না, বরং পূর্ণ হক আদায় করে সালাত আদায় করতে হবে। যেমন গোসল ও অযুর মাধ্যমে পাকসাফ হতে হবে, সময় মতো সালাত আদায় করতে হবে, খুশু-খযু ও বিনয়ের সাথে ধীরস্থীরভাবে সালাত আদায় করতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সালাত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা।

■ ভাল ও নেক কাজ যেমন নিজে করতে হবে, তেমনিভাবে সমাজের অন্যদেরকেও তা করার আদেশ দিতে হবে।পক্ষান্তরে অন্যায় ও গুনাহর কাজ যেমন নিজে পরিহার করে চলতে হবে, তেমনি সমাজের আর অন্যান্য লোকদেরকেও তা পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ দিতে হবে।

■ ভাল ও নেক কাজের আদেশ এবং অন্যায় ও গুনাহর কাজে নিষেধ করতে গেলেই যেসব বাধা এবং বিপদ-আপদ ধেয়ে আসবে, ধৈর্যের সাথে তা মুকাবিলা করে সেসব কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। এটা

www.pathagar.com

অবধারিত যে, যখনই কোন মুমিন নেক কাজের আদেশ এবং গুনাহর কাজে বাঁধা সৃষ্টি করবে তখনই গোটা দুনিয়া তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে, সেই মূহুর্তে পাহাড়ের মতো অবিচল ও আটল থেকে এই ভাল কাজের উপর ধৈর্যের সাথে টিকে থাকতে হবে।

■ ছোট হোক কিংবা বড় হোক, কালো হোক কিংবা ফর্সা হোক, ধনী হোক কিংবা গরীব হোক সকল মানুষের সাথে হাঁসিমুখে কথা বলতে হবে। অবজ্ঞাভরে মুখ ঘুরে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

■ অহংকারের সাথে দুনিয়ায় চলাফেরা করা যাবে না, বরং স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিককে মোটেই পছন্দ করেন না।

■ দুনিয়াতে না উদ্ধতভাবে পদচারনা করবে, না মিসকিনী ভাব নিয়ে চলাফেরা করবে, বরং স্বাভাবিক গতিতে চলাফেরা করবে। প্রয়োজনে দ্রুতও চলা যাবে, আবার প্রয়োজনে আস্তেও চলা যাবে, তবে কোন ভাবেই যেন তা আটিফিসিয়ালি পরহেজগারীতায় রূপ না নেই। বরং একজন মু'মিন বলিষ্ঠতার সাথে চলাফেরা করবে।

■ কথা বলার সময় উচ্চ-বাচ্চ করা যাবে না। চেচামেচি করে কথা বলাও যাবে না, বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলতে হবে। গাধার আওয়াযে কর্কষ ভাষায় কথা বলা যাবে না। কেননা, আওয়াযের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কর্কষ অপ্রীতিকর এবং বিরক্তিকর আওয়াযই হলো গাধার আওয়ায।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম, তা যেন বাস্তবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। "অমা তাওফীকী ইল্লাহবিল্লাহ।"

www.pathagar.com

চার

সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপন করা। প্রাপকের হক বুঝিয়ে দেয়া। সূদ নয় বরং যাকাতই সম্পদ বৃদ্ধি করে। স্থল ও জলের বিপর্যয় মানুষেরই অর্জিত ফল।

সূরা রূম–৩০

আয়াত-৩৩–৪২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذَامَسَّ النَّاسَ ضُرٌّدَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۭ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَاكَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ۝ وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۭ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَاهُمْ يَقْنَطُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ

www.pathagar.com

السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ ز وَاُولٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُ
وْنَ وَجْهَ اللهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○ اَللهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ
ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ
مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِ
كُوْنَ ○ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى
النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○
قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে–(৩৩) লোকদের অবস্থা হলো এই যে, যখন তারা কোন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে, তখন তারা তাদের রব এর অনুগত হয়ে তাকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন সহসাই কিছু লোক তাদের রবের সাথে শিরক করতে শুরু করে দেয়, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। ঠিক আছে, মজা লুটে নাও, শ্রীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণতি জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি, যা এরা যে শিরক করছে তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় ? (৩৬) আর আমি যখন মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠে। আর যখন তাদের কৃতকর্মের দরুণ তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) এরা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্য চান রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্য

www.pathagar.com

চান) সংক্রীর্ণ করে দেন ? নিশ্চয়ই এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে। (৩৮)অতএব (হে মু'মিনগণ!) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক বুঝিয়ে দাও, আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটা তাদের জন্য উত্তম পথ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারাই হবে সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে মিশে নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা যে সূদ দাও, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত এই যাকাত দানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে। (৪০) আল্লাহই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের রিযিক দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন, আবার তিনিই তোমাদের জীবিত করবেন। (বলো তো) তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের একটি কাজও করতে পারে ? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান। (৪১) স্থল ও জলে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, তা মানুষের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, এর ফলে হয়তো তারা ফিরে আসতে পারে। (৪২) হে নবী, তাদেরকে বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ – এবং/আর। اِذَا – যখন। مَسَّ – স্পর্শ করে। اَلنَّاسَ – মানুষকে। ضُرٌّ –দুঃখ-কষ্ট। دَعَوْا – তারা ডাকে। رَبَّهُم – তাদের প্রতিপালকে। مُنِيْبِيْنَ – রুজু হয়ে। اِلَيْهِ – তারই দিকে। ثُمَّ – অতঃপর/এরপর। اَذَاقَهُمْ – তাদেরকে তিনি আস্বাদন করান। مِنْهُ – তাঁর পক্ষ হতে। رَحْمَةً – রহমত/দয়া। اِذَا – তখন/যখন। فَرِيْقٌ – একদল/কিছুসংখ্যক। مِنْهُمْ – তাদের মধ্যে। بِرَبِّهِمْ – তাদের রবের সাথে। يُشْرِكُوْنَ – তারা শিরক করে। لِيَكْفُرُوْا – যেন অকৃতজ্ঞতা করে। بِمَا – ঐ বিষয়ে। اٰتَيْنٰهُمْ – তাদেরকে আমি

www.pathagar.com

দিয়েছি। فَتَمَتَّعُوْا – তোমরা ভোগ করো। فَسَوْفَ – অতঃপর শীঘ্রই। تَعْلَمُوْنَ – তোমরা জানবে। اَمْ – কি। اَنْزَلْنَا – আমি নাযিল করেছি। عَلَيْهِمْ – তাদের উপর। سُلْطٰنًا – কোন দলীল/ প্রমাণ। فَهُوَ – সুতরাং যারা। يَتَكَلَّمُ – বলে। بِمَا – ঐ বিষয়ে। كَانُوا – তারা ছিলো। بِهٖ – তার সাথে। يُشْرِكُوْنَ – শিরক করতো। اَذَقْنَا – আমি আস্বাদন করাই। فَرِحُوْا بِهَا – তাতে তারা উৎফুল হয়। اِنَّ – যদি। قَدَّمَتْ – আগে পাঠিয়েছি। اَيْدِيْهِمْ – তাদের হাত। هُمْ – তারা। يَقْنَطُوْنَ – হতাশ হয়ে পড়ে। اَوْ – কি। لَمْ يَرَوْا – তারা দেখে নাই। اَنَّ – যে। يَبْسُطُ – প্রশস্ত করে দেন। الرِّزْقَ – রিযিক/জীবিকা। لِمَنْ يَّشَاءُ – তিনি যার জন্যে চান। يَقْدِرُ – সীমিত/সংক্রীর্ণ করেন। اِنَّ – নিশ্চয়ই। فِيْ – মধ্যে। لَاٰيٰتٍ – অবশ্যই নিদর্শনাবলী। لِقَوْمٍ – লোকদের জন্যে। يُؤْمِنُوْنَ – ঈমান আনে। فَاٰتِ – অতএব দাও। ذَاالْقُرْبٰى – আত্মীয়-স্বজন। حَقَّهٗ – তার প্রাপ্য। اَلْمِسْكِيْنَ ا – অভাবী। ابْنَ السَّبِيْلِ – পথিক/মুসাফির। خَيْرٌ – উত্তম। لِلَّذِيْنَ – তাদের জন্য। يُرِيْدُوْنَ – তারা চায়। وَجْهَ اللهِ – আল্লাহর সন্তুষ্টি। اُولٰئِكَ – ঐসব লোক/ওরাই। هُمْ – তারাই। الْمُفْلِحُوْنَ – সফলকাম। مَا – যা কিছু। اٰتَيْتُمْ – তোমরা দিয়ে থাক। رِبًا – সূদ। لِيَرْبُوْا – যেন বৃদ্ধি পায়। اَمْوَالِ – ধন-মালসমূহ। فَلَا –প্রকৃতপক্ষে না। يَرْبُوْا –বৃদ্ধি পায়। عِنْدَ –কাছে/ নিকটে। زَكٰوةٍ – যাকাত। تُرِيْدُوْنَ – তোমরা চাও। وَجْهُ – সন্তুষ্টি। فَاُولٰئِكَ – প্রকৃতপক্ষে ঐসব লোক। الْمُضْعِفُوْنَ – সমৃদ্ধশালী/বৃদ্ধি

www.pathagar.com

করে। اَلَّذِىْ – যিনি। خَلَقَكُمْ –তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। ثُمَّ –অতঃপর/এরপর। رَزَقَكُمْ –তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন। يُمِيْتُكُمْ –তোমাদের মৃত্যু দেবেন। يُحْيِيْكُمْ তোমাদের পুনঃজীবিত করবেন। هَلْ –কি। شُرَكَائِكُمْ –তোমাদের শরীকদের। مَنْ يَّفْعَلُ –কেউ করতে পারে। ذٰلِكُمْ –ঐগুলো। شَىْءٍ – কিছু। سُبْحٰنَهٗ –তিনি পবিত্র-মহান। تَعٰلٰى – অনেক উর্দ্ধে। عَمَّا –তা হতে যা। يُشْرِكُوْنَ -তারা শরীক করে। ظَهَرَ –ছড়িয়ে পড়েছে। الفَسَادُ – বিপর্যয়। البَرِّ – স্থলভাগে البَحْرِ – জলভাগে। بِمَا –এ কারণে যা। كَسَبَتْ –অর্জন/কামাই করেছে। اَيْدِى النَّاسِ –লোকদের হাত। لِيُذِيْقَهُمْ –যেন তিনি তাদের আস্বাদন করান। بَعْضَ –কিছুটা। عَمِلُوْا –তারা কাজ করেছে। لَعَلَّهُمْ –তারা যাতে। يَرْجِعُوْنَ –ফিরে আসে। قُلْ –বল/বলুন। سِيْرُوْا –তোমরা ভ্রমণ করো। فِى الْاَرْضِ –পৃথিবীতে/যমীনে। فَانْظُرُوْا –অতঃপর লক্ষ্য কর/দেখ। كَيْفَ –কেমন। كَانَ – ছিলো। عَاقِبَةُ – তাদের পরিণাম। اَلَّذِيْنَ – যারা। مِنْ قَبْلُ – পূর্বে ছিলো। اَكْثَرُ – অধিকাংশ। هُمْ – তাদের। مُشْرِكُوْنَ – মুশরিক।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র আল কুরআনের সূরা রূম এর ৩৩ হতে ৪২ পর্যন্ত মোট ১০ টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। মহান আল্লাহ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত غُلِبَتِ الرُّوْمُ এর روم (রূম) শব্দটিকে নাম হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। সূরার এই নামটিও কোন শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। বরং আল

www.pathagar.com

কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরাটিও প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশনা অনুযায়ীই করা হয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটি সর্বসম্মতভাবে মাক্কী। হাবশায় হিজরত করার সময় এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় বলে ঐতিহাসিক বর্ণনা সূত্রে পাওয়া যায়। সূরা রূম এর শুরুতেই যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে , এর ভিত্তিতে এই সময়টিই সন্দেহাতীত ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এতে বলা হয়েছে " নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমানরা পরাজিত হয়ে গিয়েছে।"এই সময় আরবের সাথে মিলিত জর্দান, সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন অঞ্চল রোমানদের অধিনস্থ ছিলো। এসব এলাকায় রোমানদের উপর পারস্যবাসীর বিজয় অর্জিত হয়েছিলো ৫১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। আর এসব কারণেই বলা যায় যে, এই সূরাটি ঠিক এই বছরেই নাযিল হয়েছিলো।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমুহের মূল বক্তব্য ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াত কয়টির মূল বক্তব্য হলো , দুঃখের সময় মানুষ আল্লাহর কথা স্মরণ করে, কিন্তু যখনই আল্লাহর কোন দয়া কিংবা অনুগ্রহ তাদের উপর নেমে আসে তখন তারা বেমালুম আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শিরক করা শুরু করে দেয়। আল্লাহর রহমত আসলে যেমন ফুলে-ফেঁপে গদগদ করা উচিত নয়, তেমনি দুঃখ-কষ্টে পড়লে হতাশ হয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা রিযিক কমিয়ে দেন। এইজন্য মুমিন লোকদের উচিত হবে যার হক তাকে বুঝিয়ে দেয়া।

সুদ এর মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না বরং যাকাতই মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে থাকে। রিযিক এবং সৃষ্টির মালিক আল্লাহ তা'লা, এর কোন একটি করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। স্থল এবং জ্বলে যেসব বিপর্যয় দেখা দেয়, এসব কিছুই মানুষের কর্মের ফল। মানুষের দুনিয়া ভ্রমণ করে দেখা উচিত যে, আল্লাহ অতীত যুগের মানুষের অবস্থা কি করেছেন?

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত দারস বুঝার জন্য সূরার প্রাথমিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। এখন আমি আপনাদের খিদমতে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ বলেন-

www.pathagar.com

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ

লোকদের অবস্থা হলো এই যে, যখন তারা কোন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে, তখন তারা তাদের রব এর অনুগত হয়ে তাঁকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন সহসাই কিছু লোক তাদের রব এর সাথে শিরক করতে শুরু করে দেয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ! আল্লাহ তা'লা এখানে মানুষের স্বাভাব ও প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, যখন তাদের উপর কোন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আসে, তখন তারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহর অত্যন্ত অনুগত বান্দা হিসেবে বিনয়ের সাথে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা শুরু করে দেয়। তারপর মহান আল্লাহ তা'লা যখন তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন, তখন তাদের মধ্যে হতে কিছু লোক তাঁর সাথে শিরক করা শুরু করে দেয়। অর্থাৎ অন্যান্য মা'বুদের নামে মানত মানা ও নিয়ায দেয়ার কাজ শুরু করে দেয়। আর মুখে বলে যে, অমুক হযরতের কারণেই এই বিপদ দেখা দিয়েছিলো বলে উমুক আস্তানায় নিয়ায দিলেই তা দূর হয়ে যাবে। অতঃপর মহান আল্লাহ তা'লা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। ঠিক আছে, মজা লুটে নাও, শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণতি জানতে পারবে।

আসলে তারা এসবের শিরক করে এই কারণে যে, যাতে তারা অস্বীকার করতে পারে- আমি তাদেরকে যেসব রহমত বা অনুগ্রহ দান করেছি। ঠিক আছে, কিছু দিনের জন্য তোমরা মজা লুটে নাও, সময় হলে এর যে ভয়াবহ পরিণতি তা তোমরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

এখানে যারা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দাহ তাদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন যে, তোমরা তো এখন আমাকে ভুলে গিয়ে অন্যান্য মা'বুদের প্রশংসায় লেগে পড়েছো, কিন্তু এর পরিণতি যে কি ভয়াবহ তা তোমরা অচিরেই জানতে পারবে। আর তা হলো উতপ্ত আগুনে পরিপূর্ণ ভয়াবহ জাহান্নাম। যেখানে চিরদিন তোমাদের থাকতে হবে।

www.pathagar.com

অতঃপর মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করে বলেন–

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَيَتَكَلَّمُ بِمَاكَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ

আমি কি তাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ নাযিল করেছি, যা তাদেরকে শরীক করতে বলে ?

তাদের এই দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আল্লাহ দূর করতে পারেন না বা করেন না, করেন অমুক হযরত বা পীর সাহেব, এ কথা তারা কেমন করে জানতে পারলো ? তাদেরকে যে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, তাতে কি তাদের এই স্বাক্ষ্যই দেয় ? কিংবা আল্লাহর এমন কি কোন কিতাব আছে, যেখানে আমি আমার কর্তৃত্ব ও ইখতিয়ার উমুক উমুক হযরতকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়েছি, এখন তারাই তোমাদের কাজ-কর্ম করে দিবে ? এমন তো কোন ব্যবস্থা আমি তোমাদেরকে করে দেয়নি, তাহলে তোমরা কেন আমার সাথে শরীক করছো ?

অতঃপর মহান আল্লাহ মানুষের স্বাভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন–

وَاِذَآ اَذَقْنَاالنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ط وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ م بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَاهُمْ يَقْنَطُوْنَ

আর আমি যখন মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠে। আর যখন তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের উপর কোন বিপদ-আপদ আসে, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

উপরের আয়াতে মানুষের মুর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, নাশুকরী ও নিমকহারামীর কারণে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে। আর এই আয়াতে তাদের হীনতা, নীচতা এবং সংকীর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব সংকীর্ণ বা ছোট মনের লোকেরা যখন দুনিয়ার কিছুটা ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ ও ইজ্জত-সম্মান লাভ করে এবং তাদের কাজ-কর্ম ভালভাবে চলছে দেখতে পায়, তখন এসব কিছু যে আল্লাহর অনুগ্রহ সে কথা তাদের মোটেই মনে থাকে না, বেমা'লুম ভুলে গিয়ে তারা মনে করে যে, এসব কিছু তাদের নিজেদের সক্ষমতা ও ক্ষমতার বলেই লাভ করেছে। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা গর্ব ও অহংকারে মেতে উঠে। অতঃপর তারা না আল্লাহকে পরওয়া করে, না দুনিয়ার কোন কিছুকে পরওয়া করে। কিন্তু

www.pathagar.com

যখনই উন্নতির ধারার ভাটা পড়া শুরু করে এবং চারদিক থেকে বিপদ-আপদ ধেয়ে আসে, তখন তাদের মন ভেঙ্গে যায়। তখন তাদের এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তারা তখন এমন হীন ও নিচু কাজ করতে উদ্ধত হয়-এমন কি আত্নহত্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। সহীহ্ হাদীসে এসেছে, "মু'মিনের জন্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তার জন্যে যে ফয়সালা করেন তা তার জন্যে মঙ্গল ও কল্যাণকরই হয়। আর যদি তার উপর সুখ-শান্তি নেমে আসে এবং এজন্য তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে পড়ে আর সে জন্য সে ধৈর্য ধারণ করে, তবে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর।"

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মানুষের রিযিকের বিষয়ে আলাহর এখতিয়ার সর্ম্পকে বলেন–

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

এরা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য চান রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং (যার জন্য চান) সংক্রীর্ণ করে দেন? নিশ্চয় এতে মু'মিন লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

অর্থাৎ কুফর ও শিরকের প্রভাব মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর পড়ে আর এর বিপরীত ঈমান এর নৈতিক ফল কি হয়ে থাকে, মানুষ তা এ থেকে স্পষ্ট বুঝতে এবং শিক্ষা লাভ করতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁকেই রিযিক দানের একমাত্র মালিক মনে করে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, সে কখনই এতোখানি হীন এবং নিচু ও সংক্রীর্ণতায় ডুবে যেতে পারে না, যার ফলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে বসে। সে যদি বিপুল পরিমাণে রিযিক পায়, তবে সে তাতে গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠে না, বরং সে আল্লাহর শুকুরগুজার বান্দাহ হয়ে যায়। আল্লাহর সৃষ্টির সাথে বিনয়,নম্র ও ভদ্রতার আচারণ করে। আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করতে মোটেই দ্বিধা করে না। আর যদি কম রিযিক লাভ করে কিংবা না খেয়েই থাকতে বাধ্য হয়,তবুও সে ধৈর্যধারণ করে। বিশ্বাস্ততা, আমানতদারী ও আত্নমর্যাদাকে সে কখনই হারায় না এবং

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দয়ার আশায় তাকিয়ে থাকে। এরূপ উন্নত নৈতিক মান কোন খোদাদ্রোহী নাস্তিকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় মুশরিকের পক্ষে এটা লাভ করা।

এরপর হক পৌঁছানোর তাগীদ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অতএব (হে মু'মিনগণ!) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক বুঝিয়ে দাও, আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটা তাদের জন্য উত্তম পথ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তারাই সফলকাম।

ذَوِى الْقُرْبٰى বলতে সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে। মুহরীম আত্মীয় হোক বা গায়ের মুহরীম হোক সকলকেই বুঝানো হয়েছে।

مِسْكِيْنَ (মিসকীন)ঃ কেউ কেউ অভাবী, দরিদ্র লোককে বুঝিয়েছেন। যার কাছে কিছু না কিছু থাকে। কিন্তু তা তার প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই না। আবার কেউ কেউ মিসকীন তাদেরকেই বুঝিয়েছেন যারা নিস্ব। যার কিছুই নেই।

ابْنِ السَّبِيْلِ মুসাফির বা অভাবী পথিক। অর্থাৎ যে মুসাফির বিদেশ গিয়ে খরচ পরিমাণ অর্থের অভাবে পড়েছে।

এই আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও পথিককে খয়রাত দিতে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে তাদেরকে তাদের হক বা প্রাপ্য দিতে। হককে হক মনে করেই তা আদায় করতে হবে। আর এটা দেয়ার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ বা দয়া করা হচ্ছে এমন মনোভাব পোষণ করা যাবে না। এটাও মনে করা যাবে না যে, দানকারী একজন বড় মহামানব হয়ে গেছে, আর যারা গ্রহণ করছে তারা খুব হীন ও নগণ্য জীব, তাদেরকে দেয়া হচ্ছে বিধায় খেতে পারছে। না এরূপ মনোভাব কখনও পোষণ করা যাবে না। বরং এটা মনে রাখতে হবে যে, ধন-মালের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ। আর মানুষ হচ্ছে তার হিফাযতকারী কিংবা সংরক্ষক মাত্র।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মানুষের সম্পদ কিসে বৃদ্ধি হয় সে সম্পর্কে

www.pathagar.com

বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন–

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ط
وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

মানুষের ধন-সম্পদে মিশে নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই আশায় তোমরা যে সূদ দাও, তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না, আর আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত এই যাকাত দানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে।

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসীরগণ দু'টি অর্থ নিয়েছেন। একদল মনে করেন, এখানে ربوا (রিবা) বলতে সেই সূদকে বুঝানো হয়নি, যা শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বরং এটা হলো সেই দান বা উপহার-উপঢৌকন, যা এই মনোভাব নিয়ে দেয়া হয় যে, দাতা গ্রহীতার কাছ থেকে ইহা অপেক্ষা বেশী আদায় করে নিবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, দহহক, কাতাদাহ, ইকরামা, মুহাম্মদ ইবনে কা'য়াবুল কুরাযী ও শা'বী এই কথা বলেছেন।

অপর দল বলেন যে, এখানে সেটা নয়, বরং এখানেও ঠিক সেই সূদের কথাই বলা হয়েছে, যা শরীয়তে হারাম করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী ও সুদী এই মত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা আলুসী মনে করেন, আয়াতটির বাহ্যিক এটাই। কেননা, আরবী ربوا(রিবা)শব্দটিকেবল এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাফসীরকারক নীসাপুরীও এই তাফসীরই করেছেন। আমার মতে দ্বিতীয় তাফসীরটিই সঠিক। কেননা, কোন শব্দের প্রচলিত ও সর্বজনশিদ্ধ অর্থ বাদ দেয়ার পক্ষে পূর্বে উদ্ধৃত দলীল-প্রমাণ কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। যে সময় সূরা রূম নাযিল হয়েছে তখন কুরআন মাজীদে সূদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়নি, এর ঘোষণা দেয়া হয়েছে কয়েক বছর পর।

কুরআন মাজিদের রীতিই হলো এই যে, যে জিনিসকে হারাম যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে, তার জন্য আগে থেকেই তা মানসিকভাবে গ্রহণ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায়। যেমন মদ সম্পর্কে

www.pathagar.com

সূরা নহলের-৬৭ নম্বর আয়াতে প্রথমে শুধু এতোটুকু বলা হয়েছিলো যে, "এটা পবিত্র জীবিকা নয়।"পরে সূরা বাকারার ২১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-"এর অপকার উপকারের চেয়ে বেশী।" পরে একটি আয়াত অবতীর্ণ করে কেবলমাত্র সালাত আদায়ের সময় এটা পান করতে নিষেধ করা হয়। অতঃপর মদ চূড়ান্ত ভাবে হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অনুরূপভাবে এই আয়াতে সূদ সম্পর্কে শুধু এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, সূদ দ্বারা ধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না, বরং বৃদ্ধি পায় তো যাকাত দ্বারা।

এরপর সূরা আলে ঈমরানের ১৪ নম্বর রুকুতে চক্রহারে বৃদ্ধি সূদ হারাম করা হয়। আর সব শেষে চূড়ান্তভাবে সূদ হারাম করা হয় সূরা বাকারার ৩৮ নম্বর রুকুতে।

আর বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে দাতার নিয়তের খুলুসিয়াত ও নিষ্ঠার উপর। একজন ব্যক্তি যতো খালেস নিয়তে,নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় অর্থ-সম্পদ খরচ করবে, আল্লাহ তা'লাও ততো মাল-সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন। সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে একটি খেজুরও দান করে, তা হলে আল্লাহ তা বৃদ্ধি করে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় করে দিবেন।" অতপর মহান আল্লাহ শরীকদের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করে আন্য আয়াতে বলেন-

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

আল্লাহই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রুযি দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের মরণ দিবেন, আবার তিনিই তোমাদের জীবিত করবেন। (বলো তো,) তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের একটি কাজও করতে পারে ? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র-মহান।

এই আয়াতে আল্লাহ শিরককারীদের লক্ষ্য করে বলছেন, আল্লাহই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে বিভিন্নভাবে

www.pathagar.com

রুযির ব্যবস্থা করেন। মানুষ দুনিয়াতে আগমনের সময় উলঙ্গ, অজ্ঞ, বয়রা, দৃষ্টিহীন এবং শারিরীকভাবে অত্যন্ত দূর্বল অবস্থায় থাকে। আল্লাহ তা'লা তাকে সবকিছু দান করেন। ধন-সম্পদ দেন, মালিকানা দেন, উপার্জনে সক্ষম করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করার বুদ্ধি দান করেন। মোট কথা অসংখ্য নি'য়ামত দান করেন।

হযরত খালিদ (রাঃ) এর দু'সন্তান হযরত হাববাহ (রাঃ) ও হযরত সাওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা একবার নবী করীম (সঃ) এর নিকট হাজির হলাম। ঐ সময় তিনি কোন্ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরাও তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করলাম। তিনি বললেন, "জেনে রেখো, তোমরা রিযিক থেকে নিরাশ হয়ো না, যে পর্যন্ত তোমাদের মাথা নড়তে থাকে অর্থাৎ তোমরা থাকো জীবিত। মানুষ উলঙ্গ ও অভুক্ত অবস্থায় দুনিয়াতে আগমন করে। একটি ছাল বা বাকলাও তার পরনে থাকে না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ তাকে রিযিক দান করেন।"(মুসনাদে আহমাদ)

অতঃপর আল্লাহই তোমাদেরকে জীবনের নির্দিষ্ট সময় দুনিয়ায় অবস্থানের পর মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর পুনরায় তোমাদের দুনিয়ার জীবনের ভাল-মন্দ চূড়ান্তভাবে বিচারের জন্য জীবিত করে হাশরের ময়দানে উঠাবেন। অতএব বলো দেখী, তোমরা যেসব দেব-দেবীর পূজা করো তাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যারা বা যে এসবের কোন একটিও করতে পারে ? অতএব জেনে রেখো, তোমরা যাদেরকে শরীক করো, আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তাঁর মহান পবিত্র সত্তা এসব হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তাঁর শরীক হোক এ হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। অথবা তাঁর সমকক্ষ কেউ হোক, তাঁর সন্তানাদি ও পিতা-মাতা থাক, তা থেকে তিনি বহু উর্দ্ধে। তিনি একক, অদ্বিতীয়, মুখাপেক্ষীহীন এবং অভাবমুক্ত। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্ল কেউই নেই।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মানুষের কৃতকর্মের ফলসরূপ মহান আল্লাহ বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

স্থলে ও জ্বলে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, তা মানুষের কৃতকর্মের ফল।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদুদী (রহঃ) তাঁর তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে তখনকার সময়ের রোমান ও পারসিকদের মধ্যে চলা যুদ্ধের দিকে। এই যুদ্ধের লেলিহান শিখা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করে নিয়েছিলো। লোকদের নিজেদের হাতে করা কাজ বলতে বুঝানো হয়েছে সেই ফিসক-ফুজুরী, যুলুম-নিপীড়ন, যা শিরকী বা নাস্তিকতার আকীদা অবলম্বনের ও পরকাল অস্বীকার করার অনিবার্য ফল হিসেবে লোকদের চরিত্রে দেখা দিয়ে থাকে। 'হয়তো তারা ফিরে আসবে' এই কথার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'লা পরকালে শাস্তির আগে এই দুনিয়ায় মানুষের সব আ'মলের নয়- কোন কোন আ'মলের খারাপ পরিণাম দেখিয়ে দেন, যেন সে প্রকৃত ব্যাপারকে বুঝতে পারে এবং নিজের ধারণা-খেয়ালের ভুল বুঝতে পেরে নবী-রাসূল কর্তৃক চিরকালীন প্রচলিত সত্য ও সনাতন আকীদাকে বিশ্বাস করে, যা গ্রহণ না করলে মানুষের আ'মলকে সঠিক নির্ভুল বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠা করার অন্য কোন উপায়ই থাকতে পারে না।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ রয়েছে– بر (বার) বা স্থলভাগের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফসল ও ফল-মূল সৃষ্টি না হওয়া এবং দুর্ভিক্ষ হওয়া ইত্যাদি বুঝায়। আর بحر (বাহার) বা জ্বলভাগের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,বৃষ্টি না হওয়া,পানির জন্তুগুলো অন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি

তাফসীরে রুহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নীকান্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাসমূহের প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী জিনিসের উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে।

আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুনিয়ার এসব বিপদ-আপদের কারণ মানুষের গুনাহ ও দুষ্কর্ম। তার মধ্যে শিরক ও কুফর সবচেয়ে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গুনাহসমূহ।

মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, এর ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে। যেমন অন্য

www.pathagar.com

এক আয়াতে বলা হয়েছে-

وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"আমি তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করি যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।" (সূরা আ'রাফ–১৬৮)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ

হে নবী ! তাদেরকে বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিনাম কি হয়েছিলো। তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক।

আয়াতে আল্লাহর নবী (সঃ) কে ডেকে বলা হচ্ছে, হে নবী (সঃ)! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, যারা আজকে শিরক ও কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা কি হয়েছিলো! রোমান ও পারসিকদের এই ধ্বংসাত্ত্বক যুদ্ধ আজকের জন্য কোন নতুন ঘটনা নয়। অতীত ইতিহাসে বড় বড় জাতিগুলোর এই ধ্বংসে মর্মান্তিক কাহিনীতে ভরপুর হয়ে রয়েছে। এসব জাতিকে যেসব অন্যায় ধ্বংস করেছে তার মূলে ছিলো এই শিরক। আজ এটা থেকে বিরত থাকার জন্যই তোমাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে।

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সূরা রূম এর ৩৩ থেকে ৪২ নম্বর আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করা হলো। এখন সেখান থেকে কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো ঃ

■ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে যেমন আল্লাহমুখী হয়ে তাঁর অনুগত থেকে তাঁকে ডাকতে হবে, তেমনি সুখের সময়ও কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিলের সময়ও তাঁর অকৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে শিরকে লিপ্ত হওয়া যাবে না। বরং একজন কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে বেশী বেশী করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

■ আল্লাহ তা'লা কৃতজ্ঞ বান্দাকেই বেশী ভালবেসে থাকেন। অতএব যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নি'য়ামত প্রাপ্ত হবে, সহসা তখনই কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে তাঁর বেশী বেশী ইবাদাত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করতে হবে। নতুবা এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

■ আল্লাহর সাথে শরীক করার কোন দলীল-প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। অতএব একজন মু'মিন কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সাথে কোন কিছুর শরীক করতে পারে না।

■ আল্লাহর রহমত লাভ করলে যেমন গর্বে ফুলে-ফেঁপে বেপরওয়া হওয়া যাবে না। তেমনি বিপদ-আপদ এসে হাজির হলে হতাশ ও মনমরাও হওয়া যাবে না। এটা মু'মিনের পরিচয় নয়। একজন মু'মিন যেমন সুখের সময় গর্বে ফেটে পড়বে না, বরং স্বাভাবিক থাকবে, তেমনি কোন বিপদ-আপদ আসলে কিংবা দুঃখ-কষ্টে পড়লেও হতাশ না হয়ে বরং স্বাভাবিক থাকবে।

■ আল্লাহই রুযির মালিক। তাঁর হাতেই রয়েছে সমস্ত রিযিকের ভান্ডার। তিনি যাকে চান বা যার জন্য চান রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে চান বা যার জন্য চান রিযিক কমিয়ে দিয়ে থাকেন। এ ক্ষমতা এককভাবে আল্লাহর হাতে। এটা একজন কৃতজ্ঞ বান্দার মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখা উচিত।

■ আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ নিকটতম আত্মীয় হোক কিংবা দূরবর্তী আত্মীয় হোক, তাদের অধিকার বা প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে। আর মিসকীন বা অভাবী লোকদের যাদের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র কিন্তু সম্মানের জন্য মুখ ফুটে চাইতে পারে না, এমনসব অভাবী দরীদ্র লোকদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের হক আদায় করতে হবে।

■ অভাবী মুসাফির অর্থাৎ বিদেশ গিয়ে যদি অভাবে পড়ে এমন কোন পথিককেও তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে। এসব হক বা প্রাপ্য তাদের প্রকৃত প্রাপ্য হিসেবই দিতে হবে। এদের বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য বা সহানুভূতি দেখানোর মানসিকতা রাখা যাবে না। তারাই সফলকাম হবে, যারা প্রকৃত হকদারের হককে পুংখানুপুংখভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

■ সূদ হচ্ছে হারাম, এতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না, বরং আমরা সম্পদকে বৃদ্ধি করার জন্য যে যাকাত দিয়ে থাকি তাতেই সম্পদে বরকত হয় এবং বৃদ্ধি পাই, কিন্তু মানুষ এটা সহজে উপলব্ধি করতে চাই না।

www.pathagar.com

■ আল্লাহই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই আমাদের মৃত্যু দান করবেন, আবার তিনিই পুনরায় আমাদের উত্থান ঘটাবেন। এসবের কোন একটি কাজ বা তার কোন একটি অংশ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি তা করতে পারে ? মহান আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র ও মহান। এসবের ক্ষমতা এককভাবে মহান আল্লাহ তা'আলা অন্য কারোও নেই।

■ স্থলে ও জ্বলে যেসব বিপর্যয় দেখা দেয়, বিশেষ করে বড় বড় বিপর্যয় যেমন- জলোচ্ছাস, টর্ণেডো, ভূমিকম্প, ভূমধ্বস, মহামারি, ক্ষুধা-দারিদ্রতা ইত্যাদি এসব কিছুই মানুষের কর্মেরই ফল। আল্লাহ এর মাধ্যমে মানুষকে সর্তক সাবধান করতে চান, বিপর্যয় থেকে ফিরিয়ে আনতে চান।

■ আল্লাহর নিদর্শন দেখে তাকে স্মরণ করার জন্য দুনিয়ায় ভ্রমণ করা উচিত। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এসব ভ্রমণ হয়ে থাকে তা হলে সেটা ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হবে। আর যদি শুধু শুধু আনন্দ ফুর্তি করার জন্য অহেতুক যা বর্তমানকালে হয়ে থাকে ভ্রমণ করা হয়, তাহলে তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এতে সাময়িকভাবে মনের তৃপ্তি হবে বটে কিন্তু কোন নেকী হবে না।

■ আর যারা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন তাদের ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে যে আল্লাহ অতীত জাতির সাথে কি ধরণের ব্যবহার করেছিলো। তিনি তাদের যুলুম এবং মুশরিকী আচারণের জন্য তাদেরকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে দিয়েছেন।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা রূমের ৩৩ থেকে ৪২ আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম, তা যেন বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

www.pathagar.com

পাঁচ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা

সূরা বানী ইসরাঈল – ১৭

আয়াত- ২৩-৩৮

نَحمَدُه وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُولِهِ الكَرِيم اَمَّا بَعدُ

فَاَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطٰنِ الرَّجِيمِ

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط
اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ
اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا o وَاخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا o رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ
تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا o وَاٰتِ ذَا
الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا o اِنَّ
الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ
كَفُوْرًا o وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ
تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا o وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا

www.pathagar.com

مَّحْسُوْرًا ○ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط
اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا م بَصِيْرًا ○ وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ
خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْاً كَبِيْرًا ○ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ
سَبِيْلًا ○ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ
قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ط
اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ○ وَلَاتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ
هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ص وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج اِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُوْلًا ○ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيْمِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○ وَلَاتَقْفُ مَا لَيْسَ
لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ
تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ○ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ
سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে – (২৩) তোমার রব আদেশ করেছেন যে, (এক) তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না। (দুই) পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না ; বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে (২৪) এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে

www.pathagar.com

নতো হয়ে থাকবে। আর এই দোয়া করতে থাকবে ঃ "হে আমার রব ! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন করে তারা আমাকে বাল্যকালে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছে।" (২৫) তোমাদের রব তোমাদের ভালভাবেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। তোমরা যদি নেক চরিত্রবান হয়ে থাকো, তবে তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল। (২৬) (তিন) আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককেও দাও তার অধিকার। (চার) আর কিছুতেই অপব্যয়-অপচয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। (২৮) (পাঁচ) তুমি যদি তোমার রবের রহমত পাবার আশায় অপেক্ষমান থাকা কালে কোন সময় তাদেরকে (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিক) পাশ কেটে থাকতে চাও, তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। (২৯) (ছয়) তোমরা একেবারে মুষ্টিবদ্ধ (কৃপণ) হয়ো না, এবং একবারে মুক্তহস্তও (দাতাও) হয়ো না, তাহলে তোমরা তিরস্কৃত হবে এবং নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (৩০) নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা বেশী বেশী রিযিক দান করেন, আবার তিনিই যাকে চান তার রিযিক সংক্রীর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত আছেন এবং তাদেরকে দেখছেনও। (৩১) (সাত) দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মস্তবড় অপরাধ। (৩২) (আট) যিনার ধারে-কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। (নয়) প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন-তবে ন্যায় ভাবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার ওলিকে (উত্তরাধিকারীকে) কেসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করে। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে। (৩৪) (দশ) আর এতিমদের ধন-মালের কাছেও যেও না। একমাত্র তার কল্যাণ কামনা ছাড়া, যতদিন না সে যৌবন লাভ করে। (এগার) ওয়াদা (অঙ্গীকার) পূর্ণ করবে। ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩৫) (বারো) পাত্র দ্বারা মাপ দিলে পূর্ণভাবে ভর্তি করে দিবে। আর ওজন করে দিলে ত্রুটিমুক্ত দাঁড়িপালা দিয়ে ওজন দিবে। এটা খুবই ভাল নীতি, আর এর পরিণামও অতি উত্তম। (৩৬) (তের) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই , তার পিছনে

www.pathagar.com

লেগে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও দিল এদের সবকিছুকেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে। (৩৭) (চৌদ্দ) যমীনে চলাফেরার সময় দম্ভভরে চলাফেরা করো না। তোমরা না যমীনকে কখনো বিদীর্ণ করতে পারবে, আর না উচ্চতায় পর্বত প্রমাণ হতে পারবে। (৩৮) এসবের মধ্যে যেগুলো মন্দ ও খারাপ কাজ, সেগুলো তোমাদের রবের নিকটও অপছন্দনীয়।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ وَ -এবং। قَضٰى -ফয়সালা করে দিয়েছেন/নির্দেশ দিয়েছেন। رَبُّكَ -আপনার প্রতিপালক। اَلاَّ -যে না। تَعْبُدُوْا -তোমরা ইবাদত করো। اِلاَّ - ছাড়া। اِيَّاهُ -শুধু/কেবলমাত্র। وَ -ও। بِالْوَالِدَيْنِ -পিতা-মাতার সাথে। اِحْسَانًا -উত্তম/ভাল ব্যবহার। اِمَّا - যদি। يَبْلُغَنَّ -তারা পৌঁছে। عِنْدَكَ -তোমার কাছে। الْكِبَرَ - বার্ধক্যে। اَحَدُهُمَا -তাদের দু'জনের একজন। اَوْ -বা/কিংবা। كِلٰهُمَا-তাদের উভয়ে। فَلاَ - তবে না। تَقُلْ - বলবে। لَهُمَا - তাদের দু'জনকে। اُفٍّ -'উহ্' শব্দ। لاَتَنْهَرْهُمَا -তাদের দু'জনকে ধমক দিবে না। قَوْلاً - কথা। كَرِيْمًا -সম্মানজনক। وَاخْفِضْ-এবং নতো করবে। جَنَاحَ -বাহু। الذُّلِّ -নম্রতার। مِنَ الرَّحْمَةِ -দয়া/মমতাবশে। رَبِّ -হে আমার রব। ارْحَمْهُمَا-তাদের দু'জন কে দয়া করো। كَمَا-যেমন। رَبَّيٰنِىْ -দু'জনা আমাকে পালন করেছে। صَغِيْرًا -বাল্যকালে। رَبُّكُمْ - তোমাদের রব اَعْلَمُ-বেশী জানেন। بِمَا -ঐ সম্পর্কে। فِىْ -মধ্যে। نُفُوْسِكُمْ -তোমাদের অন্তরসমূহের। تَكُوْنُوْا -তোমরা হও। صٰلِحِيْنَ -সৎকর্মশীল। فَاِنَّهُ -তবে নিশ্চয়ই তিনি। كَانَ -হলেন। لِ -জন্যে। اَوَّابِيْنَ -অভীমুখীদের। غَفُوْرًا - ক্ষমাশীল। اٰتِ -দিবে। ذَاالْقُرْبٰى -আত্মীয়-স্বজন। حَقَّهُ -তার প্রাপ্য/অধিকার। الْمِسْكِيْنَ -অভাবী। ابْنَ السَّبِيْلِ -পথিক/মুসাফীর। لاَ -না।

www.pathagar.com

الْمُبَذِّرِيْنَ। নিশ্চয়- اِنَّ। কোন অপব্যয়- تَبْذِيْرًا। অপব্যয় করো- تُبَذِّرْ

-অপব্যয়কারীরা। كَانُوْا -হলো। اِخْوَانَ -ভাই। الشَّيٰطِيْنِ -শয়তানদের।

لِرَبِّهٖ -তার রবের। كَفُوْرًا -অকৃতজ্ঞ। تُعْرِضَنَّ -উপেক্ষা/পাশকাটানো।

عَنْهُمْ -তাদের থেকে। اِبْتِغَاءَ -সন্ধানে। رَحْمَةٍ -অনুগ্রহ। تَرْجُوْهَا -তা

তোমরা আশা করো। فَقُلْ -তখন বলো। لَهُمْ -তাদেরকে। مَيْسُوْرًا -

সহজভাবে। تَجْعَلْ -রেখো। يَدَكَ -তোমার হাত। مَغْلُوْلَةً -আবদ্ধ।

اِلٰى -দিকে/সাথে। عُنُقِكَ -তোমার গলা। تَبْسُطْهَا -তা প্রসারিত করো।

كُلَّ -সম্পূর্ণ। الْبَسْطِ -প্রসারিত। فَتَقْعُدَ -তা হলে বসে পড়বে। مَلُوْمًا -

নিন্দিত। مَحْسُوْرًا -অক্ষম অবস্থায়। يَبْسُطُ -প্রশস্ত করেন। الرِّزْقَ-

রিযিক/জীবিকা। لِمَنْ يَّشَاءُ -যাকে ইচ্ছা। يَقْدِرُ -সীমিত/সংক্রীর্ণ করেন।

اِنَّهٗ -নিশ্চয়ই তিনি। كَانَ -হলেন। بِعِبَادِهٖ -তাঁর বান্দা সম্পর্কে। خَبِيْرًا -

খুব অবহিত। بَصِيْرًا -সর্বদ্রষ্টা। لَاتَقْتُلُوْا -তোমরা হত্যা করো না। اَوْلَادُ

كُمْ -তোমাদের সন্তানদেরকে। خَشْيَةَ -ভয়ে। اِمْلَاقٍ -দারিদ্রের। نَحْنُ -

আমরা। نَرْزُقُهُمْ -তাদের রিযিক দেই। اِيَّاكُمْ -তোমাদেরকেও। قَتْلَهُمْ -

তাদের হত্যা করা। خِطْأً -পাপ। كَبِيْرًا -বিরাট। لَاتَقْرَبُوْا -তোমরা যেয়ো

না। الزِّنٰى -যিনার। اِنَّهٗ -নশ্চয়ই তা। فَاحِشَةً -অশ্লীল কাজ। سَاءَ -নিকৃষ্ট।

سَبِيْلًا -পথ/পন্থা। النَّفْسَ -কোন প্রাণ। الَّتِىْ -যা। حَرَّمَ -নিষিদ্ধ করেছেন।

اِلَّا -ব্যতীত/ছাড়া। بِالْحَقِّ -ন্যায়ভাবে। مَنْ -যে। قُتِلَ -নিহত হয়েছে।

مَظْلُوْمًا -নির্যাতিত হয়ে। فَقَدْ -সেক্ষেত্রে অবশ্যই। جَعَلْنَا -আমরা দিয়েছি।

لِوَلِيِّهٖ -তার উত্তরাধিকারীকে। سُلْطٰنًا -অধিকার/ক্ষমতা। فَلَا -সুতরাং না।

يُسْرِفْ -সে সীমালংঘন করে। فِى الْقَتْلِ -হত্যার ব্যাপারে। مَنْصُوْرًا

সাহায্য প্রাপ্ত। لَاتَقْرَبُوْا -তোমরা নিকটে যেও না। مَالَ الْيَتِيْمِ -ইয়াতীমের ধন-সম্পদের। اِلَّا -ছাড়া। بِالَّتِىْ -সেটা। هِىَ -যা। اَحْسَنُ -অতি উত্তম। حَتّٰى -যতক্ষণ। يَبْلُغَ -সে পৌঁছে। اَشُدَّهٗ -তার যৌবনে। اَوْفُوْا -তোমরা পূর্ণ করবে। بِالْعَهْدِ -শপথ/অঙ্গীকার। كَانَ -হলো। مَسْئُوْلاً -জিজ্ঞাসা করা হবে। اَلْكَيْلَ -মাপ/ওজন। اِذَا -যখন। كِلْتُمْ -তোমরা মেপে দেবে। وَزِنُوْا -এবং তোমরা ওজন করবে। بِالْقِسْطَاسِ -দাড়িপালা দিয়ে। اَلْمُسْتَقِيْمِ - সঠিক/ঠিকঠিক। ذٰلِكَ -ঐটা/এটা। خَيْرٌ -উত্তম। اَحْسَنُ - উৎকৃষ্ট। تَاْوِيْلاً -পরিণামে। تَقْفُ -পিছনে পড়ো। مَا -যা। لَيْسَ -নাই। لَكَ -তোমার জন্য। بِهٖ -তা সম্পর্কে। عِلْمٌ -কোন জ্ঞান। اَلسَّمْعَ -কান। اَلْبَصَرَ -চোখ। اَلْفُؤَادَ -অন্তর। كُلُّ -প্রত্যেকটি। اُولٰئِكَ -ঐসবগুলো। كَانَ-হলো। لَاتَمْشِ -চলাফেরা করো না। مَرَحًا -দম্ভভরে। اِنَّكَ -নিশ্চয়ই তুমি। لَنْ -কক্ষণ না। تَخْرِقَ -দীর্ণ করতে পারবে। تَبْلُغَ -তুমি পৌঁছবে। اَلْجِبَالَ -পাহাড়সমূহ। طُوْلاً -উচ্চতা। سَيِّئُهٗ-তার খারাপ দিক। عِنْدَ - কাছে/নিকটে। رَبِّكَ -তোমার প্রতিপালক। مَكْرُوْهًا -অপছন্দনীয়।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি অয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের "বানী ইসরাঈলের" ২৩ থেকে ৩৮ পর্যন্ত মোট ১৬ টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহপাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে আয়াতগুলোর দারস সঠিক ভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৪ নং আয়াতে وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ উল্লেখিত بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসেবে

www.pathagar.com

বেছে নেওয়া হয়েছে। بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ অর্থ "ইসরাঈলের বংশধর।" তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, এই সূরার আলোচ্য বিষয় বানী ইসরাঈল নয়। এই জন্য এই সূরার নামকরণ কোন শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি, বরং অন্যান্য অধিকাংশ সূরার ন্যায় প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে এই সূরার নাম 'বানী ইসরাঈল' রাখা হয়েছে। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নির্দেশ অনুযায়ীই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতিক্রমে সূরাটি মাক্কী। প্রথম আয়াতটি হতে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে, এই গোটা সূরাটি নবী করীম (সঃ) এর মি'রাজের সময় নাযিল হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীস ও জীবন ইতিহাসে উল্লেখিত অধিকাংশ বর্ণনার দৃষ্টিতে জানা যায় যে, হিজরাতের এক বছর পূর্বে এই মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এই সূরাটিও মাক্কী পর্যায়ের শেষের দিকে নাযিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে একটি নাযিলকৃত সূরা।

সূরাটি নাযিলের পটভূমি ঃ নবী করীম (সঃ) দাওয়াতের মাধ্যমে মক্কা নগরীতে তাওহীদের আওয়ায বুলন্দ করেছিলেন। তাঁর এই দাওয়াতী অভিযান ইতোপূর্বে প্রায় বারো বছর পার হয়ে গেছে। তাঁর এই দাওয়াতের কাজে বাধা দানের সর্বশেষ চেষ্টা চালাতেও তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু তাদের সকল প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা সত্বেও তাওহীদের দাওয়াত ইতোমধ্যে এমনভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে যে, তাঁর এই দাওয়াতে দু'চারজন লোকও প্রভাবিত হয়নি এমন কোন একটি গোত্রও গোটা আরবে ছিলো না। এমনকি মক্কা নগরীতেই এমন একদল নিষ্ঠাবান লোক গড়ে উঠেছিলো, যারা এই মহান তাওহীদি দাওয়াতের সফলতার জন্য যে কোন বিপদ-আপদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো। ইতোমধ্যে মদিনায় আওয়াস ও খাজরাজের মতো শক্তিশালী দু'টি গোত্রের বিরাট সংখ্যক লোক তাঁর সমর্থক হয়ে গিয়েছিলো। আর এরই মধ্যে সেই সময়টিও অতি নিকটবর্তী হয়ে এসেছিলো, যখন নবী করীম (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় চলে যাবার এবং চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদেরকে একটি স্থানে একত্রিত করে একটি পূর্ণাংগ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সুবর্ণ সুযোগ হাজির হয়ে গিয়েছিলো। আর ঠিক এরূপ অবস্থাতেই মি'রাজের বিস্ময়কর ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মি'রাজ হতে ফিরে এসে নবী করীম (সঃ) বিশ্ববাসীর সামনে এই ভাষণটি পেশ করেছিলেন।

www.pathagar.com

সূরাটির মূল বক্তব্য ঃ এই সূরার মূল বক্তব্য তিনটি। ১. সাবধান ও সতর্কতা। ২. বুঝ-সমঝ প্রদান এবং ৩. শিক্ষাদান। এই তিনটি বিষয় আনুপাতিক সামঞ্জস্যের সাথে এই সূরায় পরিবেশন করা হয়েছে।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বক্তব্যঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোতে প্রাথমিকভাবে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক বিধি-বিধান ও নীতিমালা আলোচিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারস বুঝার সুবিধার্তে কতিপয় অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন আমি আপনাদের খিদমতে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আয়াতের প্রথমেই وَقَضٰى رَبُّكَ **তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন** এই কথা বলে পরবর্তীতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি,পরিবার , সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধি-বিধানগুলো পরপর মহান আল্লাহ তা'লা নবী করীম (সঃ) এর মাধ্যমে গোটা দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। আর এটা ছিলো নবী করীম (সঃ) এর মাক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং মাদানী জীবনের প্রারম্ভকালে। নির্দেশগুলো হলো এই –

এক. اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ **তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারোরই ইবাদাত করবে না।** এর অর্থ শুধু এতোটুকুই নয় যে,আল্লাহ ছাড়া অপর কারোও পূজা-অর্চনা করবে না, বরং এর সাথে এটাও যে, দাসত্ব , আনুগত্য এবং অনুসরণ বিনা শর্তে মেনে চলতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'লাকে।তাঁর নির্দেশকেই একমাত্র নির্দেশ এবং তাঁর আইনকেই একমাত্র আইন বলে স্বীকার করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। তাঁকে ছাড়া আর কারোর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'লাই বিশ্ব জাহানের মালিক ও বাদশা এবং সার্বভৌম। আর তাঁরই দেয়া শরীয়তই গোটা দেশের জন্য আইন।

দুই . وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

www.pathagar.com

আর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না; বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নতো হয়ে থাকবে। আর এই দোয়া করতে থাকবে, 'হে আমার রব ! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন করে তারা আমাকে বাল্যকালে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছে।

আল্লাহর ইবাদাতের পর দ্বিতীয় যে নির্দেশটি দিচ্ছেন তা হলো বাপ-মায়ের অধিকার আদায় সম্পর্কে। মহান আল্লাহ তা'লা সন্তানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন যে, তারা আমার পরই বাপ-মায়ের আনুগত্য করবে, তাদের সেবা-যত্ন করবে এবং আদব রক্ষা করবে। সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রীক নৈতিক ব্যবস্থা হবে এরূপ যে, সন্তানেরা বাপ-মায়ের ব্যাপারে বেপরওয়া হবে না। বরং এর পরিবর্তে অনুগ্রহশীল ও সম্মানবোধ সম্পন্ন হবে। সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন বৃদ্ধ পিতা-মাতার খিদমত করতে যেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে 'উহ' শব্দ করে না বসে। অথবা বাপ-মা যেন সন্তানের আচারণে কষ্ট পেয়ে 'উহ' শব্দ করে না বসে। কথা বলার সময় বাপ-মা সে শিক্ষিত হোক অথবা অশিক্ষিত হোক তাদেরকে তিরস্কার করা যাবে না;বরং সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে। আর সে যতই ধনাঢ্য বা পন্ডিত ব্যক্তি হোক না কেন বাপ-মায়ের সামনে সর্বদা নতো থাকবে, নম্র-ভদ্র থাকবে। সতর্ক সাবধান থাকতে হবে,যেন কোন সময়ের জন্য তাদের সাথে কথা ও কাজে বিয়াদবি না হয়ে যায়। আর মনের সবটুকু আবেগ উজাড় করে এই দোয়া করবে, "হে আমার পরওয়ারদিগার ! আমার বাপ-মায়ের প্রতি এমনই দয়া ও রহম করো যেমন ভাবে তারা আমার শিশুকালে প্রাণ উজাড় করে দয়া-স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছে।

তবে হ্যাঁ, কাফির বা মুসরীক পিতা-মাতার জন্য মু'মিন সন্তানদের দোয়া করা চলবে না এবং তাদের কুফরী বা শিরকী কথা শুনাও যাবে না ও মানাও যাবে না, তবে দুনিয়ার আর সমস্ত অধিকার তারা সন্তানদের কাছ থেকে ভোগ করতে পারবে।

হযরত আসমা (রাঃ) নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা একজন মুশরীকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে

www.pathagar.com

এসেছেন। তাকে আদর-আপ্যায়ন করার অনুমতি আছে কি ? তিনি (সঃ) বললেন , صلى أمك "তোমার মাকে আদর-আপ্যায়ন করাও।"

(সহীহ বুখারী)

কাফির বাপ-মা সম্পর্কেও স্বয়ং আল কুরআনে বলা হয়েছে-

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا "যার বাপ-মা কাফির তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে।" প্রকৃতপক্ষে আয়াতে "মা'রুফ" বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

এ বিষয়ে সকল ওলামায়ে কিরাম এবং ফিকাহবিদগণ একমত হয়েছেন যে, পিতা-মাতার আনুগত্য শুধু মা'রুফ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ বা মুনকার কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই, বরং জায়েযও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ "সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে কোন সৃষ্টিজীবের আনুগত্য করা বৈধ নয়।"

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন –

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

তোমাদের পরওয়ারদিগার তোমাদের ভাল ভাবেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। তোমরা যদি নেক-চরিত্রবান হয়ে থাক, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

এই আয়াত দ্বারা ঐ লোকদের বুঝানো হয়েছে যাদের হঠাৎ করে বাপ-মায়ের সাথে এমন কথা হয়ে যায় যেটা তাদের নিজের মতে কোন দোষের ও পাপের কথা নয়। তাদের নিয়্যাত ভাল বলেই আল্লাহ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। যারা বাপ-মায়ের অনুগত এবং নামাযী, তাদের দোষত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا এর اَوَّابِيْنَ এর অর্থ বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম করেছেন। তবে এখানে যে অর্থটি সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলো

www.pathagar.com

ঈমাম জারীর (রহঃ) এর উক্তি। তিনি বলেন, اَوَّابِيْنَ হলো তারাই, যারা গুনাহ হতে তাওবা করে অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে, আল্লাহর কাছে যা অপছন্দনীয় কাজ তা ত্যাগ করে এবং যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট সেই কাজ করতে শুরু করে। এই উক্তিটিই সঠিকতম। কেননা, اَوَّابُ শব্দটি اَوْبٌ শব্দ হতে বের হয়েছে এবং এর অর্থ হচ্ছে 'ফিরে আসা'।

তিন. وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَاتُبَذِّرْتَبْذِيْرًا

আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দিয়ে দাও, আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককেও দিয়ে দাও তাদের হক।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার তৃতীয় যে মৌলনীতি তা হলো, আত্মীয়-স্বজন, অভাবী এবং নিঃস্বল পথিক বা মুসাফিরকে তাদের হক তথা প্রাপ্য দিয়ে দিতে হবে।

এই তিনটি মৌলিক নীতির লক্ষ্য এই যে, ব্যক্তি তার উপার্জিত ধন-সম্পদকে নিজের জন্যই কেবলমাত্র সংরক্ষিত করে রাখবে না বরং নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পর নিজের আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ নিকট থেকে দূরর্বতী আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন অর্থাৎ অভাবী, যার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে কিন্তু সামাজিক লজ্জার কারণে চাইতে পারে না এমন ব্যক্তি এবং সম্বলহারা পথিকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য খরচ করতে হবে। সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি ও অধিকার জানা ও মানার ভাবধারা সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের সাহায্যকারী হবে এবং প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি আপন আপন নিকটবর্তী অভাবী লোকদের জন্য সাহায্যকারী হবে। একজন মুসাফীর সে যেখানেই উপস্থিত হবে, সেখানেই সে নিজেকে অথিতিপরায়ণ লোকদের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের উপর এবং নিজের ধন-সম্পদের উপর চারপাশের অন্যান্য লোকদের অধিকার অনুভব করবে। সে তাদের খিদমত করবে এই মনোভব নিয়ে যে, সে তাদের অধিকার আদায় করতেছে। এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, অভাবী এবং মুসাফীরদেরকে আর্থিক সাহায্য করাকে তাদের হক বা প্রাপ্য গণ্য করার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ বা দয়া প্রকাশের কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার যিম্মায় ফরয। দাতা সে ফরযই পালন করছে মাত্র, কারও প্রতি সে অনুগ্রহ করছে না।

www.pathagar.com

চার. وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

কিছুতেই অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রব এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

পবিত্র কুরআনে অপচয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। একটি হলো- تَبْذِيْر এবং অপরটি হলো- اِسْرَاف আলোচ্য আয়াতে تَبْذِيْر অর্থাৎ অপচয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর وَلَاتَسْرِفُوْا আয়াতে اِسْرَاف নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এখানে অপব্যয়-অপচয় নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কৃপণ হওয়াও যেমন উচিত নয় তেমনি অপব্যয়ী হওয়াও উচিত নয়, বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

"যখন তারা খরচ করে তখন তারা অপব্যয় করে না,কৃপণতাও করে না, বরং তারা এ দু'টোর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে।"

(সূরা আল ফুরকান-৬৭)

অতঃপর অপব্যয়ের খারাপ গুণের কথা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলছেন- اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ "নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" تَبْذِيْر বলা হয় অন্যায় পথে ব্যয় করাকে। কেউ যদি তার সমুদয় মাল আল্লাহর পথে খরচ করে দেয় তবে তাকে অপব্যয়কারী বলা হবে না। পক্ষান্তরে অল্প সম্পদও যদি অন্যায় পথে খরচ করে , তবুও তাকে অপব্যয়কারী বলা হবে।

আর শয়তান তো মানুষকে সর্বদা অন্যায় পথে খরচ করার নির্দেশ দিয়েই থাকে। আর যারা অন্যায় ও অবৈধ পথে খরচ করে তারা শয়তানের পথই অনুসরণ করে চলে বিধায় অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শয়তান তো তার রব এর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ কুফরী করে থাকে।

www.pathagar.com

পাঁচ. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاۤءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا

তুমি যদি তোমর রব এর রহমত পাবার আশায় অপেক্ষমান থাকা কালে কোন সময় তাদেরকে (অর্থাৎ আত্নীয়-স্বজন, মিসকীন,মুসাফীর) পাশ কেটে থাকতে চাও, তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মাধ্যমে সমস্ত উম্মতকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি কোন সময় অভর্বী লোকজন তোমার কাছে কিছু চাই আর তোমার কাছে দেয়ার মতো কিছু না থাকার কারণে তাদের থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হও, তবে এ মুখ ফিরানো যেন ঐসব লোকদের জন্য অপমানজনক ও মনোকষ্টের কারণ না হয়, বরং তা তাদের নিকট প্রমাণিত হয় যে, তুমি কেবলমাত্র অপরাগতা ও অক্ষমতার কারণেই তাদেরকে পাশ কেটে চলছো। আর এই অপরাগতার জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এবং আগামীতে যেন তাদের খিদমত করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারো এবং আল্লাহ পাকও যেন তাকে এই যোগ্যতা দান করেন তার জন্য দোয়া চেয়ে নিতে হবে।

ছয়. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۝ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا

তোমরা একেবারে মুষ্টিবদ্ধ (কৃপণ) হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও (দাতাও) হয়ো না-তা হলে তোমরা তিরস্কৃত হবে এবং নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা বেশী বেশী রিযিক দান করেন , আবার তিনিই যাকে চান তার রিযিক সংক্রীর্ণ করে দেন। তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত আছেন এবং তাদেরকে দেখছেনও।

এই নীতিমালাতেও খরচের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'লা এখানে বলেছেন, খরচের বিষয়ে তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। একেবারে কৃপণও হয়ো না, অবার অপব্যয়ীও হয়ো না। তোমার হাত তোমার গলার সাথে বেঁধো না। 'হাত বাঁধা' একটি রূপক কথা। এর দ্বারা বুঝায় কার্পণ্য। আর হাত ছাড়িয়ে দেয়ার অর্থ অপচয়-অপব্যয়-বেহুদা খরচকে বুঝায়।

www.pathagar.com

মদিনার ইহুদীরা এই বাক পদ্ধতির ব্যবহার করতো। ৪র্থ দফার সাথে এই ৬ নং দফার অংশটুকু মিলিয়ে পড়লে মূল বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। আর তাহলো মানুষের মধ্যে এতটুকু নীতিবোধ থাকা প্রয়োজন যে, তারা না কৃপণ হয়ে ধন-সম্পদের আবর্তনকে বাধাগ্রস্থ করবে, আর না অপচয় ও অপব্যয়ী হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিকে বিনষ্ট করবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে ভারসাম্যতার এমন এক নির্ভুল অনুভূতি বর্তমান থাকতে হবে যে, তারা প্রয়োজনীয় খরচ হতে বিরতও থাকবে না এবং বেহুদা খরচের কারণে তারা বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়বে না। অহংকার, রিয়া এবং লোক দেখানোর কাজে অর্থ ব্যয় করা, বিলাসিতা ও পাপ কাজে অর্থ ব্যয় করা এবং প্রকৃত প্রয়োজনীয় ও কল্যাণময় কাজে অর্থ বিনিয়োগের পথে অর্থ ব্যয় না করা আসলে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা। যেসব লোক নিজেদের ধন-সম্পদ এসব কাজে ব্যয় ও ব্যবহার করে তারা প্রকৃতপক্ষেই শয়তানের ভাই।

কার্পণ্য এবং অপব্যয় এর কারণ বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, কৃপণতা করলে তোমরা নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। সবাই বলবে যে লোকটি বড়ই কৃপণ। সুতরাং সবাই তোমার থেকে দূরে সরে থাকবে। কারণ, তারা জানে যে, তোমার কাছ থেকে কোন কিছু পাবার আশায় নেই। যেমন যুহায়ের ইবনে আবি সালমা তাঁর মুয়াল্লাকায় (কবিতায়) বলেছেন -

ومن كان ذامال ويبخل بماله علىقومه يستغن عنه ويذمم

"যে মালদার হওয়ার পরও তার মাল তার জাতির জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করে, তার থেকে মানুষ অমুখাপেক্ষী হয়ে তার দুর্নাম করে থাকে।"

সুতরাং কৃপণতার কারণে মানুষ মন্দ হিসেবে গণ্য হয়ে যায় এবং সে মানুষের চোখের বালি হয়ে পড়ে। সবাই তাকে ভৎর্সনা করতে থাকে। অপরপক্ষে যে লোক দান-খয়রাত করার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত সে অসমর্থ হয়ে বসে পড়ে। তার হাত শুন্য হয়ে যায় এবং এর ফলে সে দূর্বল ও অপারগ হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কৃপণ ও দাতার উদাহরণ ঐ দু'ব্যক্তির মতো যাদের গায়ে বুক থেকে গলা পর্যন্ত দু'টি লোহার জুব্বা রয়েছে। দাতা যখন খরচ করে তখন ওর কড়াগুলি পৃথক হয়ে যায় এবং তার হাত খুলে যায়-শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং ওর চিহ্ন মিটিয়ে দেয়। আর কৃপণ ব্যক্তি

www.pathagar.com

যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে তখনই তার জুব্বার কড়াগুলি আরো জড়ো হয়ে যায়। সে যতই ওটাকে প্রশস্ত করার চেষ্টা করে ততই তা সংক্রীর্ণ হয়ে যায় এবং আর কোন জায়গাই থাকে না। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

সেই সময়ের ইসলামের নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রভাব বর্তমান মুসলিম সমাজের উপরও প্রকট হয়ে আছে। মুসলমান যেখানেই থাকুক না কেন, তারা কৃপণ ও অপব্যয়কারীদের ঘৃণার চোখেই দেখে থাকে। আর দানশীল মানুষকে আজও সর্বত্র সম্মানের চোখেই দেখে থাকে।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহই হচ্ছেন তার বান্দাদের রিযিক দাতা। তিনিই যার জন্য ইচ্ছা রুযি বৃদ্ধি করে থাকেন আবার তিনিই কমতি করে থাকেন। তিনিই যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করে থাকেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমতপূর্ণ। তিনি ভালভাবেই জানেন, কে সম্পদ লাভের যোগ্য, আর কে গরীব অবস্থায় জীবন-যাপন করার যোগ্য"।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে যে, মহান আল্লাহ বলেন, আমার কতক এমন বান্দাহ রয়েছে যারা গরীব থাকারই যোগ্য। আমি যদি তাদেরকে ধনী করে দিই তাহলে তাদের দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার কতক বান্দাহ এমনও রয়েছে, যারা ধনী হওয়ারই যোগ্য। যদি আমি তাদেরকে গরীব করে দিই তবে তাদের দ্বীন নষ্ট হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কতগুলো লোকের পক্ষে সম্পদের প্রাচুর্য ঢিল বা অবকাশ হিসেবে হয়ে থাকে এবং কতকগুলো মানুষের পক্ষে গরীব শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে।

(ইবনে কাসীর)

সাত. وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

দারিদ্রের ভয়ে নিজেদের সন্তানকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মস্ত বড়ই অপরাধ।

পূর্ববর্তী ধারাগুলোতে একেরপর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য এই ধারাতে জাহেলী যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে

www.pathagar.com

কেউ কেউ জন্মের পর পরই সন্তানকে বিশেষ করে মেয়ে সন্তানকে হত্যা করতো, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য এই আয়াতে আল্লাহ তা'লা তাদের এই কার্যকলাপ যে অত্যন্ত জঘণ্য ও ভ্রান্ত তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে অনুধাবন করতে বলা হয়েছে যে, রিযিকদানের তোমরা আবার কে ? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তা'লার কাজ। তিনি তো তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে রুযি দান করেন, তিনিই তাদের জন্যও রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। অতএব তোমরা কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছো ? বরং এক্ষেত্রে রুযি দেয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা আগে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে রুযি দিবো। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহ তা'লা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য গরীব লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে সে নিজের চাহিদাও মেটাতে পারে এবং অন্যদেরকেও সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে।

এক হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

بضعفائكم انم تنصرون وترزقون

"তোমাদের মধ্যে দুর্বলদের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেয়া হয়।"

এতে জানা গেল যে, পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য বাপ-মা যা কিছু পায়, তা দুর্বল নারী ও শিশু সন্তানদের ওসিলাতেই পায়।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভন্নভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রনের যেসব আন্দোলন চালিয়ে আসছে, আলোচ্য এই আয়াতে এর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করে দেয়া হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে দারিদ্রের ভয়ে মানুষকে নিজেদের শিশুসন্তানকে হত্যা করা ও গর্ভপাত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করতো। আর বর্তমান সময়ে তা এক তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ গর্ভ নিরোধের দিকে দুনিয়াবাসীকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামের এই ধারাটি সাধারণ মানুষকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, তারা যেন দারিদ্রের ভয়ে লোক সংখ্যা কম করার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এমন সব গঠনমূলক প্রচেষ্টায় নিজেদের শক্তি ও কর্মক্ষমতা নিয়োগ করে,

www.pathagar.com

যার ফলে আল্লাহর বানানো স্বভাব-নীতি অনুযায়ী রিযিকের প্রাচুর্য লাভ করা সম্ভব হয়।

এই শিক্ষার ফলেই পবিত্র আল কুরআন নাযিল হওয়ার সময় কাল হতে বর্তমান সময় কাল পর্যন্ত কোন যুগেই মুসলমানদের মধ্যে বংশ হত্যার সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না।

আয়াতের শেষে সন্তান হত্যার পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا "নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"

خِطْاً শব্দটি অন্য পঠনে خِطَاءً রয়েছে। আর উভয়ের অর্থ একই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ! আল্লাহ তা'লার কাছে সব চেয়ে বড় পাপ কোনটি ? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ হলো এই যে, তুমি তাঁর সাথে শরীক করবে- অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, এরপর কোনটি ? তিনি জবাবে বলেন, তুমি তোমার সন্তানদের এই ভয়ে হত্যা করে ফেলবে যে, সে তোমার সাথে খাবে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোনটি ? তিনি উত্তরে বললেন, তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে যিনা করবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আট. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلاً

যিনার ধারে কাছেও যেও না। কেননা এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ।

এখানে যিনা হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম কারণ হলো, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভাল-মন্দ লোপ পেয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ হলো, সামাজিক বিশৃংখলা। যিনা-ব্যভিচারের কারণে এটা এতো বিস্তার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণতিতে অনেক সময় গোটা গোত্র ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি তার মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অর্ধেকেরও বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী এ অপকর্মের সাথে জড়িত। তাই এই নির্দেশটি যেমন ব্যক্তি হিসেবে মানুষের প্রতি,তেমনি সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের প্রতিও।

www.pathagar.com

ব্যক্তির জন্য এই নির্দেশের তাৎপর্য হলো এই যে, তারা কেবল যিনার কাজ থেকে বিরত থাকাকেই যথেষ্ট মনে করে না, বরং সেই সংগে যিনার উদ্ভাবক ও প্রেরণাদানকারী অন্যান্য যাবতীয় কাজ ও মাধ্যম থেকেও দূরে থাকতে হবে। কেননা, এ সবই মানুষকে যিনার পথে টেনে আনে।

সমাজের জন্য কর্তব্য হলো এই যে, সামগ্রীক জীবনের ক্ষেত্রে যিনা, যিনার উদ্বোধক ও যিনা ঘটার কারণসমূহের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে আইন-কানুন তৈরী ও প্রয়োগ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সামাজিক পরিবেশের সংশোধন, সামাজিক জীবনের পূর্ণগঠন এবং এ ধরণের অন্যান্য উপায় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই ধারাটি ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার এক ব্যাপক অধ্যায়ের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে যিনা ও যিনার মিথ্যা অভিযোগকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পর্দার বিধান জারী করা হয়েছে। নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতাকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে দমন ও বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে। মদপান, গান-বাজনা, নাচ ও ছবি-চিত্র ইত্যাদিকে যিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী কাজ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আর এমন এক পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের জন্য বিধান তৈরী করা হয়েছে, যার ফলে বিয়ে সহজসাধ্য হয়ে গেছে এবং যিনা-ব্যভিচারের সামাজিক কার্যকলাপ চিরদিনের জন্য মূলোৎপাটিত হয়ে গেছে।

নয়. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ط اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, তবে ন্যায় ভাবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার ওলীকে কেসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করে। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে।

এই আলোচ্য ধারায় চারটি নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা। দ্বিতীয়তঃ ন্যায়ভাবে হত্যা করা। তৃতীয়তঃ ওলীকে কেসাস বা বদলার অধিকার দেয়া। চতুর্থতঃ হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করা।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ "আল্লাহ যা হারাম করেছেন এমন কাউকে হত্যা করো না।"

www.pathagar.com

প্রথমত ঃ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা। অন্যায় হত্যা যে বড় অপরাধ তা বিশ্বের দলমত ও ধর্ম-অধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেয়ে আল্লাহর কাছে গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া ছোট অপরাধ।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, "যদি আল্লাহ তা'লা সাত আসমান ও সাত যমীনের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে , তবে আল্লাহ তা'লা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"

(ইবনে মাজাহ, মুসনাদে হাসান, বায়হাকী, মাযহারী)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেন, "যে লোক কোন মুসলমানের হত্যাকান্ডে একটি কথা দ্বারাও হত্যাকারীকে সাহায্য করে, তবে হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে "এই লোকটিকে আল্লাহর রহমত হয়ে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে।"

(ইবনে মাজাহ-মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে অথবা যে ব্যক্তি যেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে না। (বায়হাকী)

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে মুসলমান আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয় ; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) বিবাহীত হওয়া সত্বেও যদি সে যিনা করে, তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয়তঃ ন্যায়ভাবে হত্যা করা - اِلَّا بِالْحَقِّ "ন্যায়ভাবে হত্যা করা।" এ বিষয়ে ইসলামী আইন 'সত্যতার সাথে হত্যা' এর পাঁচটি ক্ষেত্র চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাহলো এই, (এক) ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীকে

www.pathagar.com

কিসাসের দন্ড হিসেবে হত্যা করা। (দুই) দ্বীন ইসলামের পথে বাধাসৃষ্টিকারীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং সেই যুদ্ধে হত্যা করা। (তিন) ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা উৎপাটনের চেষ্টাকারীদের দন্ড হিসেবে হত্যা করা। (চার) বিবাহীত নারী-পুরুষ যিনা করলে তার দন্ডস্বরূপ সঙ্গেসার করা এবং (পাঁচ) মুর্তাদ অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগকারীকে দন্ডস্বরূপ হত্যা করা। কেবলমাত্র এই পাঁচটি অবস্থাতেই মানুষের জীবনের সম্মান শেষ হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত ঃ ওলী বা ওয়ারীসকে কেসাস বা বদলা নেয়ার অধিকার -

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا "আর যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে নিহত হয়েছে, তার ওলীকে কেসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি।"

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী বা ওয়ারিস না থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এই অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও একদিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী।

এখানে سُلْطٰنًا অর্থ হুজ্জত বা অকাট্য যুক্তিভিত্তিক অধিকার। যার কারণে যে কেউ কিসাসের দাবী করতে পারে। এ থেকে ইসলামের এই নীতি প্রমাণিত হয় যে, যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী থাকে, তবে হত্যার ব্যাপারে সরকার প্রধান নয়, বরং নিহত ব্যক্তির ওলীই হবে আসল বাদী। হত্যাকারীকে হত্যা করার দাবী করা অথবা হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়া কিংবা কিসাসের পরিবর্তে রক্তমূল্য গ্রহণ করার পূর্ণ এখতিয়ার বা অধিকার তার রয়েছে।

চতুর্থত ঃ হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করা। মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ط اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

"অতএব সে (ওলী) যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘণ না করে।"

এটা কিসাস সংক্রান্ত ইসলামী আইনের একটি বিশেষ নির্দেশনা। এর সারমর্ম হলো এই যে, অন্যায়ের বদলা অন্যায়ভাবে নেয়া বৈধ নয়। বদলা নেয়ার বেলায়ও ইনসাফের প্রতি নজর রাখা উচিত। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফের সাথে কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীয়তের

www.pathagar.com

আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ তা'লাও তার সাহায্যকারী হবেন। পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধের উম্মাদনায় উন্মুক্ত হয়ে কিসাসের সীমালংঘণ করে, তবে সে মজলুমের পরিবর্তে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালিম মজলুম হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'লা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে যুলুম থেকে বাঁচাবে।

কিসাসের ব্যাপারে সীমালংঘণ ঃ হত্যার ব্যাপারে নানারূপ ও নানা অবস্থা হতে পারে। আর এসবই সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনায় মূল অপরাধী ছাড়া অন্যকেও হত্যা করা অথবা হত্যা করার পর তার লাশের উপর সমস্ত আক্রোশ ঢেলে দেয়া কিংবা রক্তমূল নেয়ার পরও অপরাধীকে হত্যা করা ইত্যাদি।

জাহেলী যুগে আরবে সাধারণত এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পেতো, তাকেই হত্যা করতো। আবার কোন কোন সময় নিহত ব্যক্তি গোত্রের সর্দার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হতো না, বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষকে খুন করা হতো। আবার কেউ কেউ প্রতিশোধে উম্মুক্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই থাকতো না বরং হত্যা করার পর তার নাক-কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করে দিতো। ইসলামী কিসাসের আইনে এসবগুলো অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং হারাম। তাই فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরণের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কিসাসের বিধান নিজস্বভাবে কোন ব্যক্তি বা দল কার্যকরী করতে পারে না। এটা ইসলামী সরকার বা বিচার বিভাগের দায়িত্ব। কেননা, শরীয়াতে তাদেরই এরূপ করার দায়িত্ব রয়েছে।

দশ. وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ

আর ইয়াতীমদের ধন-মালের কাছেও যেও না। একমাত্র তার কল্যাণ কামনা ছাড়া, যতদিন না সে যৌবন লাভ করে।

এটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার দশম ধারা। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা ইয়াতীমদের মালের ধারে-কাছেও যেও না। অর্থাৎ এতে যেন শরীয়ত

www.pathagar.com

বিরোধী অথবা ইয়াতীমদের স্বার্থ বিরোধী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা না হয়। যাদের প্রতি ইয়াতীমদের সম্পদের হিফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের এ বিষয়ে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তারা কেবলমাত্র ইয়াতীমদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খরচ করবে। এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন না তারা শৈশবকাল পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মাল-সম্পদ নিজেই হিফাজত করতে সক্ষম না হয়। এর নিম্নতম বয়স পনের বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বছর।

অবৈধ পথে যে কোন ব্যক্তির সম্পদ খরচ করা বৈধ নয়। এখানে বিশেষ করে ইয়াতীমদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেয়ার যোগ্য নয়। আর অন্যরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক বা প্রাপ্য দাবী করার কেউ থাকে না, সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবী করা কঠিন হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের অধিকারের তুলনায় গুনাহ বেশী হয়।

এটা কোন নৈতিক হিদায়েত নয়। পরবর্তীকালে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ইয়াতীমদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রশাসন ও আইন উভয় ব্যবস্থাকেই কাজে লাগানো হয়।

এগার. وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

তোমরা ওয়াদা বা অঙ্গীকার রক্ষা করবে। ওয়াদা বা অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে।

এই ধারাই ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাগীদ দেয়া হয়েছে। ওয়াদা রক্ষা করা না করা মু'মিন ও মুনাফিকীর গুণাবলীর কথা কুরআন এবং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা মু'মিনুনে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাকে মু'মিনের গুণাবলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীসে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করাকে মুনাফিকীর লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা বা অঙ্গীকার দুই প্রকার। (এক) বান্দাহ ও আল্লাহর সাথে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি। যেমন সৃষ্টির সূচনালগ্নে বান্দাহ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো যে, 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের রব'। এই অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, তার দেয়া সমস্ত নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এই অঙ্গীকারতো সেই সময়ে প্রত্যেকেই করেছে-দুনিয়াতে সে মু'মিন হোক অথবা হোক সে কাফির।

www.pathagar.com

(দুই) বান্দার সাথে বান্দার ওয়াদা। যা এক মানুষ অন্য মানুষকে করে থাকে। এতে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ওয়াদা বা চুক্তির মধ্যে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং লেনদেন সম্পর্কিত ওয়াদা বা চুক্তি রয়েছে।

উভয় প্রকার চুক্তি বা অঙ্গীকার পূর্ণ করা সকলের জন্যই কর্তব্য। তবে শর্ত হলো গুনাহর কাজে কোন ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পালন করা জরুরি নয়, বরং তা ভঙ্গ করাই কর্তব্য। তবে তা ভঙ্গের জন্য নির্ধারিত কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। অতএব ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দেয়া বা করার সময় এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে , সেটি যেন কোন ভাবেই গুনাহর কাজে ওয়াদা বা অঙ্গীকার না হয়।

মানুষের সাথে মানুষের চুক্তি বা ওয়াদার স্বরূপ দু'টি। একটি হলো, একপাক্ষিক বা একতরফা ওয়াদা বা অঙ্গীকার। আর দ্বিতীয়টি হলো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা ওয়াদা। অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তি বা পক্ষ সম্মত হয়ে যে চুক্তি বা ওয়াদা করা হয়।

একতরফা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আইনের আশ্রয় নেয়া যায় না, তবে ভঙ্গকারী গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি ভঙ্গ করলে প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের মামলা করে তার চুক্তি পূর্ণ করতে বাধ্য করতে পারে। এটাও নিছক কোন ব্যক্তিগত নৈতিকতারই একটি ধারা ছিলো না। বরং পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একেই গোটা জাতির জন্য আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক রাজনীতির ভিত্তিগত হিসেবে তার আইন হিসেবে গণ্য করা হয়।

বার. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً

পাত্র দিয়ে মাপ দিলে পূর্ণভাবে ভর্তি করে দিবে। আর ওজন করে দিলে ত্রুটিমুক্ত দাঁড়িপালা দিয়ে ওজন দিবে। এটা খুবই ভাল নীতি, আর এর পরিণামও অতি উত্তম।

এই ধারাই মহিমান্বিত আল্লাহ মাপ ও ওজন সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, তোমরা যখন কোন কিছু মেপে দিবে, তখন মেপে দেয়ার সময় পূর্ণভাবে মেপে দিবে। মোটেই কম করবে না। আর কোন জিনিস ওজন করে দেয়ার সময় ত্রুটিমুক্ত দাঁড়িপালায় ওজন করে দিবে। এখানে কাউকেও ঠকাবার চেষ্টা করবে না।

www.pathagar.com

এই হিদায়াতটিও কেবলমাত্র ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর উহার অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে এটাও একটি কর্তব্য হলো এই যে, সে বাজারে-বন্দরে পরিমাপ ও ওজনের যন্ত্রসমূহের উপর কড়া নজর রাখবে এবং তাতে কম ও হ্রাস করাকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে বন্ধ করবে। এখান থেকে একটি ব্যাপকভিত্তিক মূলনীতিও জানা গেল যে, ব্যবসা ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে সব ধরণের বেঈমানী ও অধিকার হরণ করার পথ বন্ধ করে দেয়া সরকারের অন্যতম কর্তব্য।

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً -"এটা খুবই ভাল ও পরিণামের দিক দিয়েও এটা অতি উত্তম।" অর্থাৎ দুনিয়ায় এবং পরকালেও। দুনিয়াতে এর ফল ভাল হবে এই জন্য যে, এর ফলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অবস্থা স্থাপিত হবে। বিক্রেতা ও ক্রেতা একে অপরের প্রতি নির্ভর করতে এবং আস্থা রাখতে পারবে। আর পরিণামের দিক দিয়ে মূল ব্যবসায়ের কাজে যথেষ্ট উন্নতি এবং সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ে স্বাচ্ছন্দ্য এবং সচ্ছলতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে।

আর পরকাল, সেখানে চূড়ান্ত কল্যাণ লাভ করা তো সম্পূর্ণভাবে ঈমান ও তাকওয়ার উপর নির্ভর করে।

হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক কোন হারাম জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখার পরও আল্লাহর ভয়ে তা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'লা তাকে তার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করবেন"।

তের. وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে লেগে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও দিল এদের সবকিছুকেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

এই ধারাটির লক্ষ্য এই যে, মানুষ যেন নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমানের পরিবর্তে স্পষ্ট জ্ঞানের অনুসরণ করে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এই লক্ষ্যটির বাস্তব ও ব্যাপক ভাবে রূপ ধারণ করে নৈতিক চরিত্রে, আইন-বিধানে, রাজনীতিতে এবং প্রশাসনিক কাজে-কর্মে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় এক কথায় জীবনের সকল দিক ও

www.pathagar.com

বিভাগে। আর জ্ঞানের পরিবর্তে অমূলক ধারণা অনুমানের অনুসরণ করার ফলে মানুষের মনে যেসব মারাত্মক ত্রুটি দেখা দেয়, তা থেকে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে সুরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে।

নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে হিদায়াত দেয়া হয়েছে যে, সব ধরণের অমূলক ধারণা-কল্পনা হতে দূরে থাকতে হবে। কোন ব্যক্তি বা দলের উপর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোন দোষারোপ করা যাবে না।

আইনের দিক দিয়ে একটি স্থায়ী বিধান হিসেবে গণ্য করে দেয়া হয়েছে যে, কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করে কারও বিরুদ্ধে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। আর সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কারও সম্পর্কে গুজব রটানও যাবে না।

শিক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়েও অমূলক ধারণা- অনুমান পছন্দ করা হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্র হতে অমূলক ধারণা পূজার মূলোৎপাটন করা হয়েছে যে, তারা যেন কেবলমাত্র তাই সত্য বলে বিশ্বাস করে যা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর দেয়া জ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রমাণিত।

নিশ্চয় কান, চোখ ও দিল বা অন্তর এদের সবকিছুকেই পরকালে জিজ্ঞাসা করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে যে,কিয়ামতের দিন কান,চোখ এবং দিলকে প্রশ্ন করা হবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছো ? চোখকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছো? দিলকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন মনে মনে কি কি কল্পনা করেছো এবং কি কি বিষয় বিশ্বাস করেছো ? যদি কান শরীয়ত বিরোধী কথা-বার্তা শুনে থাকে, যেমন কারও গীবত শুনে থাকে কিংবা হারাম গান-বাজনা শুনে থাকে।চোখ যদি শরীয়ত বিরোধী কোন জিনিস দেখে থাকে, যেমন বেগানা স্ত্রীলোক কিংবা সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে। যদি দিল কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে স্থান দিয়ে থাকে। এসব প্রশ্নের জবাব সঠিক দিতে না পারলে পরকালে আযাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত নি'য়ামত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে। যেমন বলা হয়েছে- لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "কিয়ামতের দিন তোমাদের সব নি'য়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" এসব নি'য়ামতের মধ্যে কান, চোখ ও দিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিশেষভাবে এখানে এগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

চৌদ্দ. وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا

দুনিয়াতে চলাফেরার সময় দম্ভভরে চলাফেরা করো না। তোমরা না যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে, আর না উচ্চতায় পর্বত প্রমাণ হতে পারবে।

নবীজি মি'রাজ থেকে ফিরে আসার পর ভাবী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য মহান আল্লাহ যেসব মৌলিক নীতিমালা অবতীর্ণ করেছিলেন, তার মধ্যে সর্বশেষ ধারাটি হলো চলাফেরার ক্ষেত্রে দাম্ভিকতা পরিহার করা। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো এই যে, অহংকারী ও গর্বিত লোকদের আচরণ ও চরিত্র হতে দূরে থাকতে হবে। এই হিদায়াত ব্যক্তিগত কর্মনীতি ও জাতীয় আদর্শ উভয় দিকের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। আর এই হিদায়াতের ভিত্তিতে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও পরিচালক, গভর্ণর ও সেনাপতিদের জীবনে অহংকার ও গর্বের নাম-গন্ধও খুঁজে পাওয়া যেতো না। এমনকি মূল সংগ্রামের ময়দানেও কখনও তাদের মুখে অহংকার ও গর্বের কোন কথাবার্তা উচ্চারিত হতো না। তাদের প্রতিটি কর্ম যেমন– উঠা-বসা, চলা-ফিরা, পোষাক-আশাক, যানবাহনে চলাচল ও সাধারণ আচার-ব্যবহারেও বিনয়-নম্রতা এমনকি ফকিরী ও দরবেশীর ভাবধারা পুরো মাত্রায় লক্ষ্য করা যেতো। আর তেমনি তারা যখন বিজয়ী বেশে কোন শহর, নগর বা জনপদে প্রবেশ করতো, তখনও দাপোট ও প্রতাপ দেখিয়ে তারা জনগণের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করতেও চেষ্টা করতো না।

অতঃপর আয়াতের সর্বশেষে মুহান আল্লাহ বলেন -

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا **এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ ও খারাপ কাজ। সেগুলো তোমাদের রবের নিকটও অপছন্দনীয়।**

অর্থাৎ- وَقَضٰى رَبُّكَ থেকে এ পর্যন্ত যেসব হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে যতো প্রকারের খারাপ কাজ বা গুনাহর কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো সবই আল্লাহ তা'লার নিকট অপছন্দনীয় কাজ। আর অন্য কথায় বলা যায়, যে হুকুম বা নির্দেশই অমান্য করা হবে, তা আল্লাহর নিকট কিছুতেই পছন্দনীয় হতে পারে না।

www.pathagar.com

প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার চৌদ্দটি ধারা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমে আল্লাহর হক ও পরে বান্দার হক সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, সমগ্র তাওরাতের বিধানাবলী সূরা বানী ইসরাঈলের পনেরটি আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। (মাযহারী)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ আপনাদের সামনে সূরা বানী ইসরাঈলের ২৩ থেকে ৪২ নম্বর পর্যন্ত মোট ১৬ টি আয়াতের দারস পেশ করা হলো। এই ১৬ টি আয়াতের মধ্যে ১৪ টি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপ-রেখার ধারাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলো থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

■ এই ধারাগুলোতে কিছু গ্রহণীয় আর অধিকাংশই বর্জণীয় হিদায়াত রয়েছে। যা পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আবশ্যকতা রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর এসব বিধি-বিধান মানার জন্য সকলকেই সম্মিলিতভাবে ইসরামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া একজন মুসলমানের জন্য ফরজ বা অবশ্যই করণীয় কর্তব্য।

■ এক আল্লাহকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত বন্দেগী করতে হবে।কেবলমাত্র তাকেই সৃষ্টিকর্তা,রিযিকদাতা পালনকর্তা, আইন দাতা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁর ছাড়া অন্য কারও বিধি-বিধান মানা চলবে না।

■ পিতা-মাতা গরীব হোক আর ধনী হোক, শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক, কালো হোক আর ফর্সা হোক, সুস্থ-সবল হোক আর অসুস্থ-দুর্বল হোক, জুয়ান হোক আর ঠনঠনে বুড়ো হোক, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। বৃদ্ধাবস্থায় খিদমত করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে কিংবা বিরক্ত হয়ে 'উহ' শব্দ পর্যন্ত করা যাবে না, অথবা সন্তানের আচার-আচরণে যেন বাপ-মা মনে কষ্ট পেয়ে 'উহ' শব্দ করে না বসে সেদিকে অবশ্যই সতর্ক খেয়াল রাখতে হবে। কোন সময়ের জন্যও তাদেরকে ধমক দেয়া যাবে না, কিংবা ধমকের সুরে কথা বলা যাবে না, বরং তাদের সঙ্গে বিনয়ের সাথে ভদ্রভাবে কথা-র্বাতা বলতে হবে। নিজে যতই জ্ঞানী বা ধনাঢ্য ব্যক্তি হোক না কেন আর বাপ-মা যতই গরীব বা মূর্খ হোক না কেন তাদের

www.pathagar.com

সামনে নম্র-ভদ্র ও বিনয়ী থাকতে হবে। আর প্রাণ খুলে মনের সবটুকু আবেগ দিয়ে এই দোআই করতে হবে যে, "হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি এমনভাবে রহম করো যেভাবে তারা শিশুকালে মন উজাড় করে স্নেহ-ভালবাসা, দয়া-মায়া দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছে।"

■ যদি মনের অজান্তে কোন সময়ের জন্য বাপ-মায়ের সাথে খারাপ আচারণ হয়ে যায়, কিংবা খিদমত করতে যেয়ে বাধ্য হয়ে অপারগ হয়ে যায়, তাহলে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আর আল্লাহর কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

■ আত্নীয়-স্বজন তা মুহরিম হোক অথবা গায়ের মুহরিম হোক, সকল প্রকার আত্নীয়-স্বজনের হক বা অধিকার আদায় করতে হবে। আর এই অধিকার বা প্রাপ্য আদায় করতে যেয়ে মনে এই ধারণা রাখা যাবে না যে আমি তার খুব উপকার করলাম। প্রাপ্য এটা কোন দান নয় বরং তা তার অধিকার। সুতরাং হককে হক হিসেবেই আদায় করতে হবে। হক আদায় করার পর অতিরিক্ত আর যা কিছুই করা হবে তাই হবে দান বা সহানুভূতি।

অনুরূপভাবে মিসকীন অর্থাৎ অভাবী-দরীদ্র লোক, যারা নিজের মান-সম্মানের কারণে প্রচন্ড অভাব থাকলেও তা প্রকাশ করতে পারে না এমন শ্রেণীর অভাবী এবং নিশ্ব লোকদেরও হক রয়েছে। তাদের এই হক বা প্রাপ্য যথাযথ ভাবে আদায় করতে হবে।

তাছাড়া সম্বলহীন মুসাফীর বা পথিকেরও হক বা প্রাপ্য রয়েছে। তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করতে হবে। এ ধরণের মুসাফীর সে যেখানেই যাবে সেখানেই সে নিজেকে একজন অতিথিপরায়ন অধিকার বা প্রাপ্য আদায়কারী হিসেবে পাবে।

■ সম্পদের অপব্যয়-অপচয় করা যাবে না। সম্পদ আছে বলেই অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য খরচ করা যাবে না, বরং প্রয়োজন আনুযায়ী খরচ করতে হবে। অপব্যয়-অপচয় করা শয়তানী কাজ। এ অকৃতজ্ঞ শয়তানী কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

■ যদি বাধ্য হয়েই আত্নীয়-স্বজন এবং মিসকীনদের হক আদায় করতে না পারার ফলে লজ্জায় পাশ কেটে চলতে হয়, তাহলে তাদের সাথে খারাপ বা উদ্ধত আচরণ করা যাবে না, বরং নিজেকে অপরাধী মনে করে

www.pathagar.com

নম্র-ভদ্রভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। আর আগামীতে যাতে তাদের প্রাপ্য বা অধিকার আদায় করা যায় এই জন্য তাদের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে নিতে হবে।

■ একেবারে মুষ্টিবদ্ধ অর্থাৎ কৃপণ হওয়াও যাবে না এবং একেবারে মুক্তহস্ত অর্থাৎ দাতাও হওয়া যাবে না। বরং মধ্যমপন্থী বা মিতব্যয়ী হতে হবে। যদি কৃপণতা করা হয়, তাহলে তার থেকে মানুষ দূরে সরে যাবে এবং তিরস্কার করবে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে। আর যদি একেবারে মুক্তহস্ত হয়ে সবকিছু খরচ করে দেয়া হয়, তাহলে এক সময় নিঃস্ব হয়ে বসে থাকতে হবে। তাই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপন করতে হবে।

■ রুজির মালিক তো আল্লাহ তা'লার এখতিয়ারে এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখতে হবে। তিনি যাকে চান বা যার জন্য চান তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং তিনি যাকে চান রিযিক সংক্রীর্ণ করে দেন। তিনি সকল বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন এবং তিনি তাদেরকে সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণও করছেন।

■ অভাবে পড়ার ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করা যাবে না। জাহেলী যুগে সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করা হতো। আর বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে বাত কন্ট্রলের নামে অসংখ্য ভ্রুণ নষ্ট করা হচ্ছে। এটা নর হত্যার শামিল। আর সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো খাওয়ার দায়িত্বটা নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসব করা। অথচ আল্লাহই তাদের এবং আমাদের রুজির ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন।

■ যিনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না। এটা অত্যন্ত জঘণ্য অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি হলো বেত্রাঘাত বা সঙ্গেসার করা। এখানে যিনা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। আর এজন্যই পর্দা করা ফরজ করা হয়েছে। কেননা, জিনার দরজা হলো বেপর্দা, তাই এই ফরজ পর্দা পালন করতে হবে এবং সকল প্রকার অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে। এটা প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে খোদার ভয় মনে রেখে এ অপরাধ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এসবের পথ বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু আফসোস! বর্তমান সমাজে তার উল্টোটাই হচ্ছে। এজন্যই ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন। রাষ্ট্র ছাড়া কেউ কোন দিন এ ব্যবস্থা চালু করতে পারবে না।

www.pathagar.com

■ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মহা অপরাধ। এজন্য অন্যায়ভাবে কাউকেও হত্যা করা যাবে না, তবে ন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে। এই ন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বা বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন। পাঁচটি কারণে যে হত্যার সুযোগ রয়েছে তার অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে করার কোন সুযোগ নাই। কোন কোন হত্যা ব্যক্তি নিজেই করে থাকে, কিন্তু সেটা রাষ্ট্র বা বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করে দিলে ব্যক্তি তার অধিকার আদায় করে মাত্র।

যে পাঁচটি কারণে হত্যা করা যাবে তা হলো, ১. কিসাসের দন্ড হিসেবে হত্যা করা যাবে।২. দ্বীন ইসলামের পথে যুদ্ধ করতে যেয়ে হত্যা করা যাবে। ৩. ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার চেষ্টাকারীদেরকে দন্ড হিসেবে হত্যা করা যাবে। ৪. যিনার অপরাধ হিসেবে বিবাহীত নারী-পুরুষকে দন্ড হিসেবে হত্যা করা যাবে এবং ৫. মুরতাদ অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগকারীর দন্ড হিসেবে হত্যা করা যাবে। এই পাঁচটি ছাড়া অন্য কোন কারণে হত্যা করা বৈধ নয়।

■ অপ্রাপ্ত ইয়াতীমদের ধন-মাল খরচ বা ভোগ করা যাবে না। যদি কোন কিছু খরচ করতেই হয়, তবে তার কল্যাণেই খরচ করা যাবে। প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ যৌবন প্রাপ্ত হলে তাদের সমুদয় মাল-সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে মালিক বানিয়ে দিতে হবে।

■ যে কোন ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে হবে। তা আল্লাহর সাথেই হোক বা বান্দার সাথেই হোক, তা পূর্ণ করতে হবে। তবে বান্দার সাথে ওয়াদা যা গুনাহর কাজে করা হয়নি এমন সকল প্রকার ওয়াদা বা চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। ন্যায়গত ওয়াদা একপক্ষ থেকে করা হোক অথবা দ্বিপাক্ষীক চুক্তি বা ওয়াদা করা হোক, হোক তা একদল অন্য দলের সাথে অথবা এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে, সকল প্রকারের ওয়াদা বা চুক্তি বাস্তবায়ন করা অব্যশই কর্তব্য।

■ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন জিনিস পাত্র দ্বারা মেপে দিলে তা পূর্ণভাবে ভর্তি করে মেপে দিতে হবে। আর দাঁড়িপালা দিয়ে ওজন করে দিলে তা ত্রুটিমুক্ত দাঁড়িপালা দিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে ওজন করে দিতে হবে। যদি কেউ একাজ করে তাহলে গ্রাহকের বিক্রেতার প্রতি আস্থা অর্জন হবে এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুনাম-সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার ঘটবে। আর এই বৈধ ব্যবসার জন্য পরকালেও সে আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

www.pathagar.com

■ ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন কিছুর পিছনে লেগে পড়া যাবে না। না দেখে, না শুনে, না বুঝে অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর পিছনে দৌড়ানো যাবে না। কেননা, আমাদের অবশ্যই এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমার কান, আমার চোখ এবং আমার অন্তরকে দুনিয়ার প্রতিটি কাজ বা পদক্ষেপের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

■ দুনিয়াতে চলার সময় অহংকার বশে চলাফেরা করা যাবে না। সকল প্রকার দাম্ভিকতা পরিহার করে চলাফেরা করতে হবে। আমরা এমন নয় যে, যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবো অথবা পাহাড়সম উঁচু হতে পারবো। এইজন্য একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় চলাফেরা করতে হবে। অহংকার, দাম্ভিকতা হলো আল্লাহর হক বা অধিকার। হাদীসে এটাকে আল্লাহর চাদরের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, "অহংকার হলো আমার চাদর, যারা অহংকার করে তারা যেন আমার চাদর নিয়ে টানাটানি করে"।

■ সবশেষে বলা যায় যে, খারাপ বা গুনাহর কাজকে খারাপ বা গুনাহর কাজ হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেসব খারাপ বা গুনাহর কাজ বা কথার উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো সবই আল্লাহ তা'লার নিকটও খারাপ বা অপছন্দনীয় কাজ।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের খিদমতে সূরা বানী ইসরাঈলের ২৩ থেকে ৩৮ আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ করা হলো, তাতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এখান থেকে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় জানতে পারলাম, তা যেন আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। 'অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন'।

www.pathagar.com

ছয়

যুদ্ধ-জিহাদে বৈষয়িক কোন কিছু লাভের উদ্দেশ্যই আসল না হয়ে বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য দুর্বলের মুকাবিলা না করে সবল শক্তির মুকাবিলা করা।

সূরা আনফাল - ৮

আয়াত-১-৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۭ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۠ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۠ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ

www.pathagar.com

مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে – (১) (হে নবী!) আপনার নিকট লোকেরা গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, গনীমতের মাল তো হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থা ঠিকঠাক করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো। (২) প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের সময় ভয়ে কেঁপে উটে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের পরওয়াদিগারের উপর ভরসা ও আস্থা রাখে। (৩) যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে (আমার পথে) ব্যয় করে। (৪) তারাই হলো সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্যই রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট উচ্চ মর্যাদা, আছে অপরাধের ক্ষমা এবং উত্তম রিযিক। (৫) (এই গনীমতের মালের বিষয়ে সেই রকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিলো তখন, যখন) আপনার রব ন্যায় ও সৎকাজের জন্য ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিলো না। (৬) তারা আপনার সামনে এই সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলো। অথচ তা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাদের অবস্থা এই হয়েছিলো যে, তারা যেন দেখতে দেখতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। (৭) (আর হে নবী!) স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ আপনার নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে, দু'টি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে, আর তোমরা কামনা করতেছিলে যে, দুর্বল দলটি তোমরা পাবে। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো এই যে, তিনি তার কালামের দ্বারা সত্যকে

www.pathagar.com

সত্যরূপে প্রতিভাত করে দেখাবেন এবং কাফিরদের শিকড় কেটে দিবেন, (৮) যাতে হক তথা সত্যকে সত্য এবং বাতিল তথা মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয়, তাতে পাপী লোকদের জন্য তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يَسْئَلُوْنَكَ -আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে। عَنْ - সম্পর্কে। اَلْاَنْفَالِ -যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। قُلْ -বলুন/বলো। لِلّٰهِ -আল্লাহর জন্য। فَاتَّقُوْا -অতএব তোমরা ভয় করো। اَصْلِحُوا -তোমরা সংশোধন করো। ذَاتَ -অবস্থা। بَيْنِكُمْ -তোমাদের মধ্যকার। اَطِيْعُوا -তোমরা আনুগত্য করো। اِنْ -যদি। كُنْتُمْ -তোমরা হও। اِنَّمَا -প্রকৃত পক্ষে। الْمُؤْمِنُوْنَ - ঈমানদার। اَلَّذِيْنَ -যারা। اِذَا -যখন। ذُكِرَ -স্মরণ করা হয়। وَجِلَتْ - কেঁপে উঠে। قُلُوْبُهُمْ -তাদের অন্তরসমূহ। تُلِيَتْ -পাঠ করা হয়। عَلَيْهِمْ - তাদের নিকট। اٰيٰتُهٗ -তাঁর আয়াতগুলো। زَادَتْهُمْ -তাদের বৃদ্ধি পায়। اِيْمَانًا-ঈমান। عَلٰى -উপর। رَبِّهِمْ -তাদের প্রতিপালকের। يَتَوَكَّلُوْنَ - তারা ভরসা করে। يُقِيْمُوْنَ -কায়েম করে। اَلصَّلٰوةَ -নামায। مِمَّا -তা হতে যা। رَزَقْنٰهُمْ -আমরা তাদের রিযিক দিয়েছি। يُنْفِقُوْنَ -তারা খরচ করে। اُولٰٓئِكَ -ওরাই। هُمْ -তারাই। حَقًّا-প্রকৃত/খাঁটি। لَهُمْ -তাদের জন্য। دَرَجٰتٌ-মর্যাদাসমূহ। عِنْدَ-কাছে। رَبِّهِمْ-তাদের রবের। مَغْفِرَةٌ- ক্ষমা। رِزْقٌ -রিযিক/জীবিকা। كَرِيْمٌ -সম্মানজনক। كَمَا -যেমন। اَخْرَجَكَ-তোমাকে বের করেছিলেন। رَبُّكَ -তোমার রব। مِنْ -থেকে। بَيْتِكَ -তোমার ঘর। بِالْحَقِّ -ন্যায়ভাবে। اِنَّ -নিশ্চয়ই। فَرِيْقًا -একদল /কিছুসংখ্যক। مِنْ -হতে। لَكٰرِهُوْنَ - অবশ্যই অপছন্দকারী। يُجَادِلُوْنَكَ-তোমাদের সাথে তারা বিতর্ক করে। فِى الْحَقِّ -সত্যের ব্যাপারে।

www.pathagar.com

يُسَاقُوْنَ-পারে। مَا -তা/যে। تَبَيَّنَ -সুস্পষ্ট হওয়ার। كَأَنَّمَا -যেন। بَعْدَ -তারা চালিত হচ্ছে। اِلٰى -দিকে। اَلْمَوْتِ -মৃত্যুর। هُمْ -তারা। يَنْظُرُوْنَ -প্রত্যক্ষ করছে/দেখছে। اِذْ - যখন। يَعِدُكُمْ -তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। اِحْدَى -একটির। الطَّائِفَتَيْنِ -দু'দলের (মধ্যে)। اَنَّهَا -যে তা। لَكُمْ -তোমাদের জন্য। تَوَدُّوْنَ -তোমরা চেয়েছিলে। اَنَّ -যে। غَيْرَ-নয় যে। ذَاتِ الشَّوْكَةِ -অস্ত্রধারী (দলটি)। تَكُوْنُ -তা হবে। يُرِيْدُاللهُ-আল্লাহ চান। اَنْ يُّحِقَّ -সত্যে পরিণত করতে। اَلْحَقَّ -সত্যকে। بِكَلِمٰتِهٖ -তার বাণীসমূহ দিয়ে। يَقْطَعَ -কাটবেন। دَابِرَ -জড়/মূল। لِيُحِقَّ-যেন সত্যে পরিণত করেন। يُبْطِلَ -বাতিলে পরিণত করেন। لَوْ -যদিও। كَرِهَ -অপছন্দ করে। اَلْمُجْرِمُوْنَ -অপরাধীরা।

সম্বোধন ঃ দারসে কুআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনেরা ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফালের ১ থেকে ৮ নং পর্যন্ত মোট ৮ টি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ তা'লা যেন আমাকে দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত–يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ এর اَنْفَالٌ শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসেবে সূরা আনফাল রাখা হয়েছে। اَنْفَالٌ শব্দটি نَفْلٌ থেকে উৎপত্তি। যার অর্থ – অতিরিক্ত। এখানে গনিমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পুরো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় অন্যান্য সূরার ন্যায় প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে সূরার নামকরণ করা হয়নি, বরং শিরোনাম হিসেবেই নামকরণ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সর্বসম্মতিক্রমে সূরাটি মাদানী। এই সূরাটি হিজরী ২য় সনে বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ইসলাম

www.pathagar.com

ও কুফরী শক্তির মধ্যে সরাসরি প্রথম যুদ্ধের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয় , সম্ভবত ঃ সম্পূর্ণ এই ভাষণটি এক সংগেই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এটাও সম্ভব যে, এর কোন কোন আয়াত বদর যুদ্ধজনিত সমস্যা ও বিষয়াদি সম্পর্কে পরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ভাষণের ধারাবাহিকতায় উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপদান করা হয়েছে।

সূরাটির মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু ঃ পবিত্র আল কুরআনের এই সূরায় ইসলাম ও কুফরী শক্তির সাথে প্রথম যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে দুনিয়ায় আর যেসব রাজা-বাদশাহ্‌রা যুদ্ধ জয়ের পর নিজেদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে পর্যালোচনা করে, এই পর্যালোচনা তা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এতে প্রথমতঃ সেইসব দোষ-ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, নীতি-নৈতিকতার দিক দিয়ে যা এখনো মুসলমানদের মধ্যে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এই পর্যালোচনায় তাদেরকে আরো বেশী পূর্ণতা লাভের জন্য চেষ্টা করার আহবান জানানো হয়েছে।

পরে বলা হয়েছে, এই বিজয়ের ফলে কতটুকু আল্লাহর রহমত নাযিল হয়েছিলো, যেন তারা নিজেদের সাহস-হিম্মত ও বাহাদুরীর ফল মনে করে অহেতুক গৌরবে ফেটে না পড়ে। বরং আল্লাহর উপর যেন আরো বেশী তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতার শিক্ষা লাভ করে এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা পুরাপুরি উপলব্ধি করতে পারে।

যেসব উন্নত নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদেরকে হক ও বাতিলের এই প্রত্যক্ষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নামানো হয়েছিলো, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর যেসব নৈতিক গুণের কারণে এই যুদ্ধে জয় লাভ করা সম্ভব হয়েছিলো তাও আলোচনা করা হয়েছে।

যেসব মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদী বন্দী করে আনা হয়েছিলো, তাদেরকে সংশোধনের জন্য শিক্ষণীয় পন্থায় কথা বলা হয়েছে।

যুদ্ধলব্ধ মাল-সামান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এগুলোকে নিজের সম্পদ মনে না করে, রবং আল্লাহর সম্পদ মনে করবে। আল্লাহ তাতে তাদের জন্য

www.pathagar.com

যেটুকু অংশ ঠিক করে দিবেন, কৃতজ্ঞতার সাথে তাই গ্রহণ করবে এবং যে অংশ আল্লাহ নিজের কাজের জন্যে এবং গরীব লোকদের সাহায্যের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিবেন, তা মনে-প্রাণে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে।

যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত কতিপয় নৈতিক হিদায়াত দেয়া হয়েছে। যেন মুসলমানরা যুদ্ধ ও সন্ধির ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের সমস্ত নিয়ম-কানুন ত্যাগ করে দুনিয়ায় তাদের নৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হয় এবং ইসলাম প্রথম হতেই নৈতিকতার উপর কর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত করার যে দাওয়াত দিচ্ছে, বাস্তব কর্মজীবনে তার ব্যাখ্যা ও রূপ কি দাঁড়ায় তা যেন দুনিয়ার মানুষ স্পষ্ট করে দেখতে পায়।

সবশেষে ইসলামী রাষ্ট্র শাসনের আইনের কতকগুলি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দারুল ইসলামের অধিবাসী মুসলমানদের আইনগত মর্যাদা উহার বাইরের মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতগুলির মূল বক্তব্য ঃ যুদ্ধলব্ধ মাল-সামান সম্পর্কে সাহাবাদের প্রশ্নের উত্তর, নৈতিক সংশোধন ও প্রকৃত ঈমানদারদের পরিচয় এবং তাদের মর্যাদা ও প্রতিদানের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামকে সূচনালগ্নে বিজয়ের জন্য মুসলমানদেরকে সশস্ত্র কাফির বাহিনীর সাথে যুদ্ধের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে মূল ব্যাখ্যা পেশ করার পূর্বে দারস সহজে অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج فَاتَّقُوااللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوْااللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

হে নবী ! আপনাকে লোকেরা গনীমতের মাল-সামান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, গনীমতের মাল তো হলো আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক অবস্থা ঠিকঠাক করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

www.pathagar.com

আয়াতের শানে নুযুল বা অবতরণের কারণ ঃ এই আয়াতটি ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে প্রথম সংঘটিত বদর যুদ্ধের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে ঘটনাটি জানা থাকলে এর দারস বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করি।

ঘটনাটি হলো এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর মুসলমানদের হাতে কাফিরদের গনিমতের কিছু মাল-সামান হাতে এলো, তখন তার বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো যা নিঃস্বার্থতা, ইখলাস ও ঐক্যের সেই উচ্চমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ[1] ছিলো না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামদের গোটা জীবন সাজানো ছিলো। অবশ্য এটা তাদের পূর্বেকার প্রচলিত নিয়মের কারণেই হয়েছিলো। এই বিষয়ে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট দিক নির্দেশনা না থাকার ফলেই এমনটি হয়েছিলো। সে জন্য সবার পূর্বে এ আয়াতে তার সমাধান দেয়া হয়েছে। যাতে করে এই পুতঃপবিত্র এবং নিস্কুলষ সম্প্রদায়ের অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু থাকতে না পারে।

ঘটনার বিস্তারিত বিররণ হলো এই, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লেখিত 'আনফাল' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এই আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। ঘটনাটি ছিলো, গনীমতের মাল-সামান বিলি-বন্টনের বিষয়ে আমাদের মাঝে সামান্য মতোবিরোধ হয়ে গিয়েছিলো, যাতে এটা আমাদের চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মহান আল্লাহ তা'লা এই আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলে করীম (সঃ) এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রাসূলে করীম (সঃ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে তা সমানভাবে বন্টন করে দেন।

ব্যাপার ঘটেছিলো এই যে, বদর যুদ্ধে আমরা সবাই নবী করীম (সঃ) এর সাথে বেরিয়ে পড়ি এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল লড়ায়ের পর আল্লাহ তা'লা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সৈন্যবাহিনী তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি গ্রুপ শত্রুদের পিছনে ধাওয়া

www.pathagar.com

করেন, যাতে তারা আর পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। দ্বিতীয় গ্রুপ কাফিরদের ফেলে রাখা গনীমতের মাল-সামান সংগ্রহ করতে থাকেন। আর তৃতীয় গ্রুপটি নবী করীম (সঃ) এর পাশে এসে দাঁড়ায়, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু মহানবী (সঃ) এর উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে যখন সবাই নিজেদের অবস্থানে এসে হাজির হলেন, তখন যারা গনীমতের মাল-সামান সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এসব মাল-সামান যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া আর অন্য কারো ভাগ নেই। আর যারা শত্রুবাহিনীকে ধাওয়া করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী হকদার নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুবাহিনীকে ধাওয়া দিয়ে হঠিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মাল-সামান সংগ্রহ করে আনতে পারো। অপরপক্ষে যারা মহানবী (সঃ) এর হিফাজতের জন্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল-সামান সংগ্রহ করার জন্য তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারতাম, কিন্তু আমরা জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুজুরে আকরাম (সঃ) এর হিফাজতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাই এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কিরামদের এসব কথাবার্তা নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছালে পর এই আয়াত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ....الخ নাযিল হয়।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, মুসতাদরাকে-হাকেম প্রভৃতি)

এই আয়াতে বলা হয়েছে, হে নবী করীম (সঃ), লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে গনীমতের মাল সম্পর্কে ? আপনি তাদেরকে বলে দিন আনফাল বা গনীমতের মাল হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সঃ)। গনীমতের মালকে মূল বানীতে বলা হয়েছে – اَنْفَال (আনফাল) اَنْفَال বহুবচন আর একবচনে বলা হয় – نَفَل । আরবীতে نَفَل বলা হয় আবশ্যকীয় ও মূল পাওনার অতিরিক্ত জিনিসকে। এখানে মূল বক্তব্যের অর্থ এই যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ, এই তর্ক-বিতর্ক এবং এই ঝগড়া-বিবাদ কি আল্লাহর দেয়া দান সম্পর্কে করা হচ্ছে। যদি তাই বলা হয়ে থাকে,

www.pathagar.com

তাহলে প্রশ্ন হলো এই যে, তোমরা এই জিনিসের মালিক হলে কেমন করে ? তোমরা নিজেরাই বা উহার ভাগ বাটোয়ারা সমাধান করবে কিভাবে ? প্রকৃতপক্ষে যিনি এই মাল-সামান দিয়েছেন, তিনিই ফয়সালা করবেন এই মাল কাকে দেয়া হবে, আর কাকে দেয়া হবে না ! আর যাকে দেয়া হবে তাকে কত অংশ দেয়া হবে।

যুদ্ধের এই পর্যায়ে এটা ছিলো একটা বড় নৈতিক সংশোধনমূলক হিদায়াত। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের যুদ্ধ কখনো দুনিয়ার বস্তুগত ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না। বরং তা অনুষ্ঠিত হয় দুনিয়ার নৈতিক ও তমুদ্দুনিক বিপর্যয় রোধ ও সত্য আদর্শের ভিত্তিতে তা সঠিকভাবে গড়ার উদ্দেশ্যে। অতএব সংশোধনকামী ব্যক্তিদের নজরকে নিজেদের মূল লক্ষ্যের উপরই নিবদ্ধ রাখা উচিত, উদ্দেশ্য লাভের জন্য কাজ ও চেষ্টা-সাধনা করার কারণে পুরস্কার হিসেবে আল্লাহর অনুগ্রহ যা পাওয়া যায়, তার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখা উচিত নয়। প্রথম দিকেই যদি সেই দিক হতে তাদের দৃষ্টি ফিরানো না হয়, তা হলে খুব শিঘ্রই নৈতিক পতন ঘটবে, আর এই ফায়দা লাভই তাদের চরম লক্ষ্য হয়ে বসবে।

যুদ্ধের গনীমতের ব্যাপারে এটা একটি প্রশাসনিক সংশোধনীও বটে। প্রাচীন কালের রীতি ছিলো, যুদ্ধের ময়দানে যে মাল যার হস্তগত হতো, সেই তার মালিক হয়ে যেতো অথবা স্বয়ং বাদশাহ কিংবা সম্রাট বা সেনাপতি সবকিছু দখল করে বসতো। প্রথম অবস্থা হলে প্রায়ই এমন হতো যে, বিজয়ী সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে গনীমতের মাল নিয়ে বড় রকমের মনোমালিন্য দেখা দিত। আর দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দিলে সৈন্যরা চুরিতে অভ্যস্ত হতো এবং গনীমতের মাল-সামান লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করতো।

পবিত্র আল কুরআনে গনীমতের মালকে اَنْفَالٌ (আনফাল) আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সম্পদ বলে ঘোষণা করে দিয়ে এই নিয়ম ঠিক করে দিলো যে, যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত সম্পদ কোন প্রকার কম বেশী করা ছাড়াই ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের সামনে উপস্থিত করতে হবে। পরে এই গনীমতের মাল বন্টনের একটা প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করে দেয়া হয়। আর তা হলো এই যে, ১/৫ অংশ আল্লাহর কাজের জন্য এবং তাঁর গরীব বান্দাদের সাহায্যের জন্য বায়তুল মাল-এ জমা রাখতে হবে। আর বাকী

www.pathagar.com

৪/৫ অংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দিতে হবে। এর ফলে জাহেলীয়াতের যুগ থেকে চলে আসা দু'টি ত্রুটিপূর্ণ প্রথাই খতম হয়ে গেল।

এখানে একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে, এই আয়াতে اَنفَال এর বিষয়ে সমস্ত বিষয়টি 'উহা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের' বলেই সমাপ্তি টানা হয়েছে। এখানে তার বিলি-বন্টন সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তোলা হয়নি। এরূপ করার মূল উদ্দেশ্যই হলো প্রথম অবস্থায় আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার পূর্ণতা লাভ করা। অতঃপর পরবর্তী ৫ম রুকুতে উহার বিলিবন্টনের নিয়ম-কানুন বলে দেয়া হয়েছে। এই কারণে এখানে উহাকে اَنفَال (আনফাল) বা 'আল্লাহর অতিরিক্ত দান' বলা হয়েছে। আর ৫ম রুকুতে যেখানে উহার বিলিবন্টনের কথা আলোচিত হয়েছে, সেখানে এই মাল-সামানকেই 'গানায়েম' বা গনীমতের মাল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! এই আয়াতের শেষে সাহাবায়ে কিরামদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করো। আর তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের।"

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সে ঘটনার প্রতি যা বদর যুদ্ধে গনীমতের মাল-সামান বিলি বন্টনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামদের মাঝে ঘটে গিয়েছিলো। এতে পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিলো। কাজেই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন নিজেই গনীমতের মাল-সামান বিলি বন্টনের বিষয়ে এ আয়াত দ্বারা পরে মীমাংসা করে দিয়েছেন। তারপর তাদের আভ্যন্তরীন সংস্কার ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর ও মজবুত করার উপায় হিসেবে বলা হয়েছে-যার কেন্দ্রবিন্দু হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ "(তাকওয়া ও পরহেযগারীর মাধ্যমে) পারস্পরিক

www.pathagar.com

সম্পর্ককে সংশোধন করো।" এরই কিছুটা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ "যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করো।" অর্থাৎ ঈমানের দাবীই হলো আনুগত্য করা। আর আনুগত্যের ফল হলো তাকওয়া। কাজেই মানুষ যখন এই বিষয়গুলো লাভ করতে সমর্থ হয়, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ, লড়াই-ঝগড়া আপনা থেকেই বিদায় হয়ে যায় এবং শত্রুতার বদলে অন্তরে অবস্থান করে নেয় প্রেম, ভালবাসা ও সৌহার্দ। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন –

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার তো তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের সময় কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা ও আস্থা রাখে। যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

আলোচ্য আয়াত দু'টিতে সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথাই বলা হয়েছে, যা প্রতিটি মু'মিনের মধ্যে থাকা অবশ্যক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মু'মিন তার নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে, তবে সে এ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মু'মিনের গুণে গুণান্বিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে কিংবা থাকলেও তা একেবারে দূর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। নিম্নে মু'মিনদের পাঁচটি গুণ-বৈশিষ্ট্যর কথা আলোচনা করা হলো ঃ

(এক) আল্লাহর ভয় ঃ আয়াতে মু'মিনদের প্রথম গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে – اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ "তাদের সামনে যখন

www.pathagar.com

আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের দিল আঁতকে উঠে।" অর্থাৎ তাদের দিল অল্লাহর মহত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবী হল ভয় ও ভীতি।

পবিত্র কুরআনে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ প্রেমিকদের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে – وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"(হে নবী!) সুসংবাদ দিয়ে দিন সেসব বিনয়ী, কোমল প্রাণ লোকদেরকে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের দিল ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।"

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে আল্লাহর আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা হলো ভয় ও ত্রাস। আর অন্য এক আয়াতে আল্লাহর যিকিরের এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর বা দিল প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে – اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"যেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।"

এতে বোঝা যায় যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি ও স্বস্তির বিপরীত নয়। যেমন হিংস্র জীব-জন্তু কিম্বা শত্রুর ভয় মানুষের মনের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর স্মরণের কারণে যে ভয় সৃষ্টি হয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

(দুই) ঈমানের বৃদ্ধি বা উন্নতিঃ মু'মিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে– وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا "আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।"

অর্থাৎ তার সামনে যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার আ'মল বৃদ্ধি পায়। সমস্ত ওলামায়ে কিরাম, মুফাসসীরীন ও মুহাদ্দীসগণের সর্বসম্মত মতে, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো, ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর এটা প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তির এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকাজ মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন গুনাহ করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং তার প্রতি একটা প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণার সৃষ্টি হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে চায় না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হলো এই যে, একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন যে, তার সামনে যখনই আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি লাভ করবে এবং সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

(তিন) আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা ঃ মু'মিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে - وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ "আর তারা তাদের পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা ও আস্থা রাখে।"

অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ-কর্মের পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'লার উপর। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সঃ) বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, নিজের প্রয়োজনের জন্য দুনিয়ার উপায়-উপকরণ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো এই যে, দুনিয়ার উপায়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে বরং নিজের সামার্থানুযায়ী দুনিয়ার উপায়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ তা'লার উপর ছেড়ে দিবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সেসব উপকরণের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুত পক্ষে হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন।

(চার) সালাত প্রতিষ্ঠা করা ঃ মু'মিনের চতুর্থ গুণ বৈশিষ্ট্য হলো–

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ "যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে।" ইতোপূর্বে মুমিনদের আকীদাগত গুণ-বৈশিষ্ট্যর কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ তাদের আ'মল সম্পর্কে গুণ-বৈশিষ্ট্যের সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে। সালাত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আল্লাহর হক সমূহের মধ্যে একটি হক। এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এখানে কেবল মাত্র নামায পড়ার কথা বলা হয়নি; বরং নামায প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

اَقَامَتٌ -শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা করা, দাঁড় করানো। কাজেই اَقَامَتِ صَلٰوةَ এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাযের আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তসমূহ এমনভাবে আদায় করা, যেমনভাবে

www.pathagar.com

রাসূলে করীম (সঃ) কথা ও আ'মলের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তসমূহের কোন ত্রুটি হলে তাকে নামায পড়া বলা গেলেও নামায প্রতিষ্ঠা বলা যেতে পারে না।

নামাযের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে বলা হয়েছে –

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (নিশ্চয় নামায লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।) তা নামায প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাযের আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তসমূহে যখন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাযকে জায়েয বলা হলেও ত্রুটির পরিমাণ হিসেবে নামাযের বরকত ও কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

(পাঁচ) আল্লাহর পথে ব্যয় : মু'মিনদের পঞ্চম গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো-

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ "আর তারা তাদের রিযিক থেকে ব্যয় করে।" অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে যে রুজি দান করেছেন তা থেকেই তারা আল্লাহর পথে খরচ করে। আল্লাহর পথে খরচের অর্থ ব্যাপক। এতে যেমন শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত ও ফিৎরা রয়েছে। তেমনি এর বাইরেও নফল অর্থাৎ অতিরিক্ত দান-খয়রাত, মেহমানদারী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বড়দের কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি সব রকমের দান-খয়রাতই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

উপোরক্ত পাঁচটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রকৃত মু'মিনদের বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে – اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا "এসব লোকেরাই হলো সত্যিকার মু'মিন।" অর্থাৎ এমনসব লোকেরাই হলো সত্যিকারের মু'মিন যাদের ভিতর ও বাহির এক রকম এবং যবান ও অন্তরও ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে যতই কালেমা শাহাদাৎ উচ্চারণ করুক না কেন, তাতে অন্তরে না থাকে তাওহীদের রং, আর না থাকে রাসূলের আনুগত্য। তাদের আ'মল বা কর্ম তাদের কথা কে প্রত্যাক্ষান করে। কাজেই এই আয়াতে এই ইঙ্গিত-ই দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সন্তুষ্টিও লাভ হয় না।

উপোরক্ত আয়াতগুলোতে প্রকৃত মু'মিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা

www.pathagar.com

করার পর তাদের মর্যাদা ও প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে –

لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

তাদের জন্য রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট উচ্চমর্যাদা, আছে অপরাধের ক্ষমা ও উত্তম রিযিক।

আয়াতের এই অংশে প্রকৃত মু'মিনদের প্রতিদান হিসেবে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। ১. সুউচ্চ মর্যাদা ২. মাগফিরাত বা ক্ষমা এবং ৩. সম্মানজনক রিযিক।

তাফসীরে বাহরে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে, এর পূর্বের আয়াতে মু'মিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন ধরণের। যেমন–

প্রথম ধরণ হলো ঃ যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন ঈমান, খোদাভীতি, আল্লাহর উপর ভরসা বা আস্থা।

দ্বিতীয় ধরণ হলো ঃ যার সম্পর্ক দেহের কর্মের সাথে সম্পর্কিত। যেমন নামায, রোজা প্রভৃতি।

তৃতীয় ধরণ হলো ঃ যার সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে। যেমন আল্লাহর পথে ব্যয় বা খরচ করা।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের পরিপেক্ষিতে তিনটি প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে সুউচ্চ মর্যাদা, দৈহিক আ'মল বা কর্মের জন্যে মাগফিরাত বা ক্ষমা, আর আল্লাহর পথে খরচের জন্যে সম্মানজনক রিযিক। অতঃপর বদর যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন–

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ○ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ

(এই গনীমতের মালের বিষয়ে সেই রকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিলো তখন,যখন) আপনার রব ন্যায় ও সৎকাজের জন্য ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিলো না। তারা আপনার সাথে এই সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলো। অথচ তা পুরাপুরি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাদের অবস্থা এই হয়েছিলো যে, তারা যেন দেখতে দেখতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তখন এসব লোকেরা যেভাবে বিপদের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিল, অথচ তখন দাবী এই ছিলো যে, বিপদের মুখে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। তেমনিভাবে এখন গনীমতের মাল-সামান হাত ছাড়া করতে তাদের কষ্ট হচ্ছে, অথচ প্রকৃত দাবী ছিলো এই যে, এটা তারা ছেড়ে দিবে এবং এ সম্পর্কে আল্লাহর বিধান নাযিল হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকবে।

এর আরও একটা অর্থ হতে পারে এই যে, তোমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করো এবং নিজেদের নফসের চাহিদার পরিবর্তে রাসূলের কথা মেনে নাও, তা হলে এরূপই ভাল পরিণতি দেখতে পাবে, যেমন এই বদর যুদ্ধের সময় দেখতে পেয়েছো। কুরাইশ সেনাদের মুকাবিলা করতে যাওয়া তোমাদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিলো, বরং তোমরা তাকে ধ্বংস ও মৃত্যুর নামান্তর মনে করতে, কিন্তু তোমরা যখন আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মেনে নিলে, তখন এই বিপদমূলক কাজই তোমাদের কাছে সঞ্জীবনী হয়ে দেখা দিল।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে জীবন-চরিত্র ও ইতিহাস গ্রন্থে সাধারণত যেসব বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআনের এই বর্ণনা তা প্রতিবাদ করতেছে। এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানরা প্রথমেই কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফিলা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করেন, কিন্তু কয়েক মঞ্জিল পথ চলার পর তারা যখন জানতে পারলেন যে, কুরাইশ সৈন্যরা উহার হিফাযতের জন্য এগিয়ে আসছে, তখন বাণিজ্যিক কাফিলার উপর হামলা করা হবে, না সৈন্য বাহিনীকে বাধাদান করা হবে, সেই বিষয়ে পরামর্শ করা হয়। কিন্তু আল কুরআন এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে। এতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) যখন নিজের ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন, তখনই তিনি কুরাইশ সৈন্যদের উপর আক্রমন করার কথাই চিন্তা করছিলেন এবং তিনি প্রথমেই মনে করেছিলেন যে, কুরাইশ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। আর পরামর্শ করা হয়েছিলো তখন, যখন বাণিজ্য কাফিলা ও সৈন্যবাহিনী এই দু'য়ের মধ্যে কার উপর আক্রমণ করা হবে তা ঠিক করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো। আর সৈন্যবাহিনীর সাথেই যে সম্মুখ যুদ্ধে মুকাবিলা করতে হবে এই সম্পর্কে মু'মিনদের যদিও সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান ছিলো, তা সত্ত্বেও একদল লোক এই সরাসরি যুদ্ধ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিতর্ক করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত যখন

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর সাথেই মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত করা হয়। তখন এই দলের লোকেরা মদীনা হতে একথা মনে করে বের হয়ে এসেছিলো যে, তারা সরাসরি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। (তাফহীমুল কুরআন)

অতঃপর আল্লাহ বলেন- وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ

(হে নবী !) স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ আপনার নিকট ওয়াদা করছিলেন যে, দু'টি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে, আর তোমরা কামনা করতেছিলে যে, দুর্বল দলটি তোমরা পাবে। অথচ, আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো এই যে, তিনি তার কালামের দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিভাত করে দেখাবেন এবং কাফিরদের শিড়ক কেটে দিবেন।

দু'টি দলের একটি অর্থাৎ হয় বাণিজ্য কাফিলা নতুবা কুরাইশ সৈন্যবাহিনী। আর মুসলমানেরা চাচ্ছিলো আনুপাতিক হারে দুর্বল দলটি অর্থাৎ বাণিজ্য কাফিলা যাদের সাথে মাত্র ৩০/৪০ জন রক্ষী ছিলো। যাদের সাথে যুদ্ধ করা লাগবে না, অথচ অতি সহজেই শত্রুদের মালামাল হস্তগত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো কাফিরদের শিকড়কে চিরতরে উপড়ে ফেলার জন্য কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলা করে সত্যকে চিরতরে প্রতিভাত করা।

এর পর আল্লাহ বলেন-لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

যাতে করে সত্যকে সত্য হিসেবে এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রমাণিত করা হয়, তাতে পাপী লোকদের জন্য তা যতই অসহণীয় হোক না কেন।

প্রকৃতপক্ষে তখন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো, তা এই কথা হতেই অনুমান করা যেতে পারে। এই সূরা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনায় যেমন বলা হয়েছে, কুরাইশ সৈন্যদের এগিয়ে আসার ফলে মূলত এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইসলামী আন্দোলন না জাহেলী ব্যবস্থা এ দু'টির মধ্যে কোনটি আরব ভূখন্ডে বেঁচে থাকবে ? এই সময় যদি মুসলমানরা পরিপূর্ণ বীরত্বের সাথে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়তো, তা হলে ইসলামের ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই থাকতো না। কিন্তু মুসলমানরা সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ায় এবং প্রথম

www.pathagar.com

আক্রমনেই কুরাইশ বাহিনীর শক্তির দাপট চুরমার হয়ে যাওয়ায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যার ফলে আরবের বুকে ইসলামের শিকড় মজবুত হয়ে বসবার সুযোগ লাভ করে এবং এরেই ফলে জাহেলী ব্যবস্থা ক্রমাগতভাবে পরাজয় বরণ করে বিলীন হতে থাকে।

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফালের ১ম থেকে ৮ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোর দারস পেশ করলাম। এখন এখান থেকে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় রয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ –

■ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিঃস্বার্থভাবে জড়িত থাকতে হবে। গনীমতের মাল পাবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ না করে বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-জিহাদ করতে হবে। যদি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা হলে দুনিয়ার পাওয়া না পাওয়াতে কোন প্রকার অসন্তুষ্টি আসে না এবং পরস্পরের মধ্যে নূন্যতম সম্পর্কের অবনতি ঘটারও কোন সম্ভাবনা থাকে না।

■ মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সংশোধন করে মজবুত করে নিবে।

■ প্রকৃত মু'মিন হতে হলে পাঁচটি গুণের অধিকারী হতে হবে। তা হলো ১. আল্লাহর স্মরণের সময় আল্লাহর ভয়ে মন-দিল কেঁপে উঠবে। ২. আল্লাহর কালাম তথা আল কুরআন পাঠের সময় তার মর্ম উপলব্ধি করে ঈমান বৃদ্ধি এবং মজবুত হবে। কোন প্রকার অন্যায় এবং পাপ কাজ করবে না। ৩. কোন আ'মল বা কাজ করার পর তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা রাখতে হবে। অধৈর্য হলে চলবে না। ৪. সালাতের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তসমূহ পালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে সালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কোন প্রকার ত্রুটি রাখা যাবে না। সর্বোপরি সমাজ জীবনে পরিপূর্ণভাবে সালাত কায়েমের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। ৫. আল্লাহ তা'লা যতটুকু আমাদের রুযি দান করেছেন তা থেকে যদি নিসাব পরিমান অর্থ-সম্পদ থাকে তা হলে পরিপূর্ণভাবে হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

ফিৎরাসহ অন্যান্য যাবতীয় দান-খয়রাত করতে হবে এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সাধ্য মত সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

■ যদি কেউ উপোরক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটি প্রতিদানের ওয়াদা করা হয়েছে, আর তা হলো ১. উচ্চ মর্যাদা ২. অপরাধের ক্ষমা এবং ৩. অতি উত্তম রিযিক।

■ সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়া যাবে না। বরং যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সত্য বা ন্যায়ের নির্দেশ আসে তাহলে সেটা পালন করা যতই ঝুঁকিপূর্ণ হোক না কেন অথবা মৃত্যুর আশঙ্কা থাক না কেন তা যথাযতভাবে পালন করতে হবে।

■ কুফরী শক্তিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য কঠিন ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। যেমন মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর সাথে মুকাবিলার পরিবর্তে কম ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্য কাফিলার হামলা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো মুশরিকদের সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলা করে তাদের শক্তিকে দূর্বল করে দেয়া। সেইভাবেই মুসলমানরা বাণিজ্য কাফিলার পরিবর্তে মুশরিক সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন,ফলে আল্লাহ তা'লা তাদেরকে সাহায্য করে কুফরী শক্তিকে পরাভুত করে ইসলামী শক্তির বিজয় দান করেছিলেন।

■ পাপী লোকদের জন্য যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন আল্লাহ তা'লা হক তথা সত্যকে সত্য হিসেবে এবং বাতিল তথা মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত করে ছাড়বেন, যদি মু'মিনেরা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/ বোনেরা ! একক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আনফালের ১ম থেকে ৮ম আয়াত পর্যন্ত যে দারস পেশ করলাম, তাতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম, তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। 'অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।'

www.pathagar.com

সাত

নারী-পুরুষ সকলেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য হিজরত করা। বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়া এবং নিহত হবার প্রতিদান।

সূরা আলে ঈমরান – ৩

আয়াত ১৯৪–২০০

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط
اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَااُضِيْعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ م بَعْضٍ ج
فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ
وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ ط وَاللهُ
عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○ لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى
الْبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ق ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○
لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ ط وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ

www.pathagar.com

لِلْاَبْرَارِ ○ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا
اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا
وَرَابِطُوْا ۣ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে – (১৯৪) হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে যা ওয়াদা করেছো-তা তুমি আমাদেরকে দাও, আর কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাপ করো না। (১৯৫) জবাবে তাদের পরওয়ারদিগার বললেন ঃ আমি তোমাদের কারো পরিশ্রমই নষ্ট করি না, তাতে সে পুরুষ হোক কিংবা হোক নারী। তোমরা সবাই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যারা আমার জন্য হিজরত (দেশ ত্যাগ) করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, যারা আমার জন্য লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সমস্ত গুনাহ আমি মাফ করে দিবো এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। এসব হলো আল্লাহর নিকট তাদের প্রতিদান। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে সবচেয়ে উত্তম প্রতিদান। (১৯৬) হে নবী ! নগরীতে কাফির লোকদের চালচলন যেন আপনাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়। (১৯৭) এটা নিছক কয়েকদিনের আনন্দ-ফুর্তি মাত্র। এরপর তারা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জায়গা। (১৯৮) অপর পক্ষে যারা তাদের নিজেদের রবকে ভয় করে জীবনযাপন করে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারীর উপকরণ। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে, নেককার লোকদের জন্য তাই উত্তম। (১৯৯) আর আহলি কিতাবদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে ও তোমাদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তার উপর ঈমান আনে এবং এর পূর্বে

www.pathagar.com

তাদের নিজের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছিলো তার উপরও ঈমান রাখে, যারা আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে। আর তিনি সব হিসেব চুকিয়ে দেয়ার ব্যাপারে দেরী করেন না। (২০০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ করো এবং বাতিল পন্থীদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। হকের খিদমত করার জন্য উঠেপড়ে লেগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় যে তোমরা সফলকাম হবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থঃ رَبَّنَا -হেআমাদের প্রতিপালক। اٰتِنَا - আমাদেরকে দাও। مَا -যা। وَعَدْتَّنَا -আমাদের সাথে ওয়াদা করেছো। عَلٰى -উপর/মাধ্যম। رُسُلِكَ -তোমার রাসূলদের। وَلَا -এবং করো না। تُخْزِنَا - আমাদেরকে অপদস্ত। يَوْمَ -দিন। اَلْقِيٰمَةِ -কিয়ামত। اِنَّكَ -নিশ্চয়ই তুমি। لَا -না। تُخْلِفُ -খেলাপ। الْمِيْعَادَ -ওয়াদা। فَاسْتَجَابَ -অতঃপর উত্তর দিলেন। لَهُمْ -তাদের জন্যে। رَبُّهُم -তাদের রব। اَنِّىْ -নিশ্চয় আমি। اُضِيْعُ-নষ্ট করি না। عَمَلَ -পরিশ্রম। عَامِلٍ -পরিশ্রমকারীর। مِّنْكُمْ - তোমাদের মধ্যে। مِنْ -থেকে। ذَكَرٍ -পুরুষ। اَوْ -কিংবা। اُنْثٰى -নারী। بَعْضُكُمْ -তোমাদের পরস্পর। بَعْضٍ -পরস্পরের। فَالَّذِيْنَ -অতঃপর যারা। هَاجَرُوْا -তোমরা হিজরত করেছো। اُخْرِجُوْا -তোমাদের বের করে দেয়া হয়েছে। مِنْ -হতে। دِيَارِهِمْ -তাদের ঘরবাড়ি থেকে। وَ -এবং। اُوْذُوْا-তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে। فِىْ - মধ্যে। سَبِيْلِى -আমার পথে/জন্যে। قَتَلُوْا -তোমরা লড়াই করেছো। قُتِلُوْا-তোমরা নিহত হয়েছো। لَاُكَفِّرَنَّ-অবশ্যই ক্ষমা করে দিব। عَنْهُمْ-তাদের থেকে। سَيِّاٰتِهِمْ -তাদের গুনাহ/অপরাধসমূহ। وَ -এবং/আর। لَاُدْخِلَنَّهُمْ-অবশ্যই তাদের প্রবেশ করাবো। جَنّٰتٍ -জান্নাত। تَجْرِىْ -প্রবাহিত হয়। مِنْ -থেকে। تَحْتِهَا -

www.pathagar.com

উহার নীচ দিয়ে। اَلْاَنْهَرُ -ঝর্ণাধারাসমূহ। ثَوَابًا -প্রতিদান। عِنْدَاللهِ - আল্লাহর নিকট রয়েছে। عِنْدَهٗ -তার কাছে রয়েছে। حُسْنُ -উত্তম। الثَّوَابِ- প্রতিদান। لَايَغُرَّنَّكَ -আপনাকে ধোকায় না ফেলে। تَقَلُّبُ - চলাফেরা। اَلَّذِيْنَ -যারা। كَفَرُوْا -কুফরী করেছে/কাফির লোকদের। فِيْ - মধ্যে। اَلْبِلاَدِ – নগরী/ শহর। مَتَاعٌ -(আনন্দ-ফুর্তির) সামগ্রী। قَلِيْلٌ - স্বল্প (কয়দিনের)। ثُمَّ -অতঃপর/এরপর। مَاوٰهُمْ -তারা সবাই চলে যাবে। لٰكِنِ الَّذِيْنَ -পক্ষান্তরে যারা। اِتَّقَوا -তোমরা ভয় করো। رَبَّهُمْ -তাদের প্রতিপালক। لَهُمْ -তাদের জন্য। خٰلِدِيْنَ -চিরদিন। فِيْهَا -উহাতে। نُزُلاً -মেহমানদারীর সামগ্রী। مِنْ -হতে। عِنْدِاللهِ -আল্লাহর পক্ষ/নিকট। وَمَا -এবং যা কিছু। عِنْدَاللهِ -আল্লাহর কাছে আছে। خَيْرٌ -উত্তম/উৎকৃষ্ট। لِلْاَبْرَارِ -নেককার/ পূণ্যবানদের জন্য। اِنَّ -যদি/ এমনও। اَهْلِ الْكِتٰبِ -আহলি কিতাব (ইহুদী-নাছারা)। لَمَنْ يُّؤْمِنُ -যারা ঈমান আনে। بِاللهِ -আল্লাহতে। وَمَا - এবং যা। اُنْزِلَ -অবতীর্ণ হয়েছে। اِلَيْكُمْ -তোমাদের নিকট। اِلَيْهِمْ - তাদের নিকট। خٰشِعِيْنَ -যারা বিনয়ী থাকে। لِلّٰهِ -আল্লাহর জন্য। لَايَشْتَرُوْنَ -তারা বিক্রয় করে না। بِاٰيٰتِ -আয়াতসমূহকে। ثَمَنًا - মূল্যে। قَلِيْلاً - সামান্য/ অল্প। اُولٰئِكَ -ওরাই/ তারাই। لَهُمْ -তাদের জন্য। اَجْرُهُمْ - তাদের প্রতিদান। عِنْدَ -কাছে/ নিকটে। رَبِّهِمْ -তাদের প্রতিপালকের। اِنَّ اللهَ -নিশ্চয় আল্লাহ। سَرِيْعُ -বুঝিয়ে দেন। الْحِسَابِ -পাওনা। يٰاَيُّهَا - ওহে/হে। اَلَّذِيْنَ -যারা। اٰمَنُوْا -ঈমানদার। اِصْبِرُوْ -তোমরা ধৈর্য ধরো।

www.pathagar.com

وَاتَّقُوا اللّٰهَ -এবং আল্লাহকে ভয় করো। لَعَلَّكُمْ -আশা করা যায়। تُفْلِحُوْنَ - তোমরা কৃতকার্য হবে/ সফলকাম হবে। صَابِرُوْا -দৃঢ়তা দেখাও। رَابِطُوْا -উঠেপড়ে লাগো।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! আসসালামুআলাইকুম ওয়া রহমাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা আলে ঈমরানের ১৯৪ থেকে ২০০ নম্বর আয়াত অর্থাৎ সূরার শেষের সাতটি আয়াত তিলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের খিদমতে সহীহ্ সালামতে দারস পেশ করা তাওফীক দান করেন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত اٰلَ عِمْرَانَ শব্দ থেকে এই সূরার নাম 'আলে ঈমরান' রাখা হয়েছে। আলে ঈমরান অর্থ হলো-ঈমরানের বংশধর। এই সূরাটির নামকরণ কোন শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি বরং সূরার পরিচিতির জন্যে প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। (সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খন্ডের এক নম্বর দারসে দেখুন)

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরা আলে ঈমরান সর্বসম্মভাবে মাদানী সূরা। তবে একই ভাষণে পুরো সূরাটি নাযিল হয়নি। মোট চারটি ভাষণে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ প্রথম ভাষণ সূরার শুরু তেকে চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ দ্বিতীয় ভাষণটি সূরার চতুর্থ রুকুর তৃতীয় আয়াত তেকে শুরু করে ষষ্ঠ রুকুর শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। নবম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ ঃ সূরার তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকুর শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয় বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ ভাষণ ঃ এটি সূরার সর্বশেষ ভাষণ। ত্রৈদ্বশ রুকু থেকে আরম্ভ করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়। এ বিষয়ে মহান আল্লাহই সবচেয়ে বেশী ভাল জানেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় ঃ সূরা আলে ঈমরানে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হলো আহলি কিতাব (ইহুদী ও নাছারা) এবং দ্বিতীয় দলটি হলো রাসূলের অনুসারী মুসলমান।

সূরার প্রথমে আহলি কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে জোরালো ভাষায় তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি এবং চারিত্রীক দোষ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে রাসূল (সঃ) এবং আল কুরআনকে মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দল তথা রাসূলের অনুসারী মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদার কথা স্মরণ করে দিয়ে তাদের মহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সত্যের পতাকা বহণ এবং বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রীক অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাদের পথ অনুসরণ না করে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে তারা কিভাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলি কিতাব ও মুশরিক মুসলমানেরা আল্লাহর দ্বীনের পথে নানা ধরণের বাধা সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে, তাদেরকে সেই কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দূর্বলতা দেখা দিয়েছিলো, তার পর্যালোচনা এবং দূর্বলতা দূর করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মূল বক্তব্য ঃ মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা হয়েছে যে, রাসূল (সঃ) এর মাধ্যমে তাদের যা কিছু ওয়াদা করা হয়েছে , তা পূরণ করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। প্রতিউত্তরে মহান আল্লাহও বলেছেন, আমার জন্য যারা হিজরত করেছে, বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কষ্ট করেছে এবং আমার পথে লড়াই করতে করতে নিহত হয়েছে, তাদের সকলকেই নারী হোক আর পুরুষ হোক আমি আমার পক্ষ থেকে কৃত জান্নাতের ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করা হবে। নবী (সঃ) কে কাফিরদের চালচলনে ধোঁকায় পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এটা তাদের কয়েক দিনের জন্য আনন্দ-ফুর্তি মাত্র। তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

www.pathagar.com

যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যারা সকল কিতাবকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর আয়াতকে সল্প মূল্যে বিক্রয় করে না এমন কিছু আহলি কিতাবী রয়েছে, তাদের প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে।

পরিশেষে ঈমানদারগণকে ধৈর্যের মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে বাতিল পন্থীদের মুকাবিলা করে হকের প্রতি টিকে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! একক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের খিদমতে দারস বুঝার সুবিধার্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয় তুলে ধরা হলো। এখন তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে পেশ করছি। মহান আল্লাহ বলেন –

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَاعَلٰى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! তোমার রাসূলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যেসব ওয়াদা তুমি করেছো সেগুলো পূর্ণ করো, আর কিয়ামতের দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খিলাপ করো না।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা নিজের দেয়া অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করবেন কিনা এ ব্যাপারে মু'মিনদের কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই অঙ্গীকার তাদের উপর কার্যকর হবে কিনা এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ রয়েছে। তাই তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলছে যে, এসব অঙ্গীকার তাদের ব্যাপারেও কার্যকর করা হোক। দুনিয়াতে তারা নবীর উপর ঈমান আনার কারণে কাফিরদের দ্বারা ঠাট্টা-বিদ্রুপের শিকার হয়েছে, আবার কিয়ামতের দিনও যেন তাদেরকে কাফিরদের সামনে অপমান ও লাচ্ছনা পোহাতে না হয়। কাফিরেরা যেন সেদিন তাদের উপর এভাবে বিদ্রুপ না করে যে, ঈমান এনেও তাদের কিছু লাভ হলো না। এ ধরণের পরিস্থিতির স্বীকার যেন না হয়, মু'মিনরা এই আশায় করে।

অতএব হে আমাদের পরওয়ারদিগার, নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে জান্নাতের নি'য়ামত সমূহের যে ওয়াদা তুমি করেছো তা আমাদেরকে দান করো, তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ করো না।

www.pathagar.com

মু'মিনদের এরূপ ফরিয়াদের জবাবে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন–

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَااُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

জবাবে তাদের পরওয়ারদিগার বললেন, আমি তোমাদের কারো পরিশ্রমই নষ্ট করি না, তাতে সে হোক পুরুষ কিংবা হোক নারী। তোমরা সবাই একই জাতিভুক্ত। কাজেই যারা আমার জন্য হিজরত করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ও কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা আমার জন্য লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সমস্ত গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিবো এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহীত। এসব হলো আল্লাহর নিকট তাদের প্রতিদান। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে সবচেয়ে উত্তম প্রতিদান।

আয়াতের শানে নূযুল ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, আল কুরআনের কোথাও কোন জায়গায় আল্লাহ তা'লা নারীদের হিজরতের কথা বলেননি, এর কারণ কি ? তখন মহান আল্লাহ তা'লা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

আনসারগণ বলেন যে, সর্বপ্রথম যে স্ত্রীলোকটি হাওদায় চড়ে মক্কা থেকে মদীনায় আমাদের নিকট হিজরত করে এসেছিলেন তিনি ছিলেন উম্মে সালমা (রাঃ)। (ইবনে কাসীর)

আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানীগুণী ও ঈমানদারগণ যখন পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত প্রার্থনা মহান আল্লাহর নিকট পেশ করলেন তখন আল্লাহ তা'লাও তাদের প্রার্থনার জবাব দান করেন। এইজন্য আয়াতটি ف অক্ষর দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন–

www.pathagar.com

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

"(হে নবী!) আমার বান্দারা যখন আমার বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তখন (তাদেরকে বলে দিন) আমি নিকটেই আছি, যখন কোন আহবানকারী আমাকে আহবান করে, তখন অবশ্যই আমি তার আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তাদেরও উচিত যে, তারাও যেন আমার আহবানে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা সুপথ লাভ করবে।" (সূরা বাকারা–১৮৬)

অতএব মহান আল্লাহ তা'লা নারীদের প্রার্থনা কবুল করে আয়াতে উত্তর দিচ্ছেন যে, আমি কোন কর্মীর পরিশ্রমই নষ্ট করি না, বরং তার কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। তাতে সে পুরুষই হোক বা হোক সে নারী। নেকী ও প্রতিদানের ব্যাপারে আমার নিকট সবাই সমান। সুতরাং যারা অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে ঈমানের স্থানে আগমন করে। কাফিরদের দেশ হতে হিজরত করে। আল্লাহর জন্য নিজের ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করে। মুশরিকদের দ্বারা নিপিড়ণের কষ্ট সহ্য করতে করতে অতিষ্ট হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করতেও যারা দ্বিধাবোধ করে না ; অথচ তারা মানুষের কোন ক্ষতি করেনি, তাদের অপরাধ একটাই সেটা হলো তারা আমার পথের পথিক। তারা আমার পথে চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে উল্লেখ করে বলেছেন – يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ

"তারা রাসূল (সঃ) কে এবং তোমাদেরকেও এই কারণেই দেশ থেকে বের করে দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগার আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো।" (সূরা মুমতাহিনা -১)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন–

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

"তারা তাদের সাথে শত্রুতা শুধু এই কারণেই করেছে যে, তারা ক্ষমতাধর ও প্রশংসিত আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে।" (সূরা বুরূয–৮)

www.pathagar.com

অতঃপর তারা وَقُتِلُوْا وَقَتَلُوْا "তারা লড়াই সংগ্রাম করেছে এবং শহীদ ও হয়েছে।"

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, জনৈক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে প্রশ্ন করেন, যদি আমি ধৈর্যের সাথে সৎ নিয়াতে আল্লাহর পথে জিহাদ করি, তাহলে কি আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ'। দ্বিতীয়বার তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যেন কি বলছিলে ? লোকটি পুনরায় সেই কথাই জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন 'হ্যাঁ'। তবে ঋণ থাকলে তা ক্ষমা করা হবে না। এ কথাটি আমাকে জিবরীল আমীন এখনই বলে গেলেন।

তাই আল্লাহ তা'লা বলেন– لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আমি উপরোক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবো এবং তাদেরকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সেই ঝর্ণাধারাগুলো কোনোটি দুধের, কোনোটি মধুর, কোনোটি সুরা'র এবং কোনোটি স্বচ্ছ পানির। এছাড়া সেখানে সেসব নি'য়ামতও এমন রয়েছে যা কোন কান কোনদিন শুনেনি, কোন চোখ কখনো দেখেনি এবং কোন অন্তরও কোনদিন কল্পনাও করেনি। এসবই হচ্ছে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিদান।

স্পষ্ট কথা হলো এই যে, যিনি সকল সম্রাটের সম্রাট তাঁর কাছ থেকে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা কতই না উত্তম ও অমূল্য, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। যেমন কোন কবি বলেন –"তিনি যদি শাস্তি দেন তবে সেই শাস্তিও হবে ধ্বংস ও বিনাশকারী, আর যদি তিনি পুরস্কার দেন তবে সেটাও হবে বে-হিসাব ও ধারণার বাইরে।" কেননা, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারও ধার ধারেন না। সৎ কর্মশীলদের উত্তম বিনিময় আল্লাহর নিকটই রয়েছে।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'লার ফয়সালার উপর তোমরা চিন্তিত ও অধৈর্য হয়ে যেয়ো না। জেনে রেখো, মু'মিনের উপর কখনো যুলুম করা হয় না। তোমাদের যদি আনন্দ ও শান্তি লাভ হয় তাহলে আল্লাহ তা'লার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করো। আর যদি তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত স্পর্শ করে, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ

www.pathagar.com

করো ও তাঁরই নিকট আশ্রয় চাও এবং নেকী ও প্রতিদানের প্রত্যাশা করো। আর আল্লাহ তা'লার নিকটই উত্তম ও পবিত্র প্রতিদান রয়েছে।

(ইবনে কাসীর)

প্রিয় ভাইয়েরা /বোনেরা ! পরবর্তী আয়াত দু'টিতে মহান অল্লাহ তা'লা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন – لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ

হে নবী ! দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নাফরমান লোকদের চলাফেরা যেন আপনাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়। এটা নিছক কয়েক দিনের আনন্দ-ফুর্তি মাত্র। এরপর তারা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জায়গা।

এখানে মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে নবী (সঃ) ! আপনি কাফিরদের মাতলামী, আনন্দ-ফুর্তি, সুখ-শান্তি, জাঁকজমক ও ঠাঁটবাটের দিকে নজর দিবেন না। কেননা, অতিসত্তর এসব কিছু বিলীন হয়ে যাবে। আর বাকী থাকবে কেবল তাদের দুস্কর্মের শাস্তি। তাদের এসব সুখের সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য। এসব বিষয়েরই অনেক আয়াত পবিত্র আল কুরআনের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন – مَا يُجَادِلُ فِى اٰيٰتِ اللهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ

"আল্লাহ তা'লার আয়াতসমূহের বিষয়ে কেবলমাত্র কাফিররাই ঝগড়া করে থাকে, সুতরাং তাদের নগরে ফিরে আসাই যেন আপনাকে প্রতারিত না করে।" (সূরা মু'মিন - ৪)

অন্য এক আয়াতে রয়েছে –"নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা পরিত্রাণ পায় না ; তারা দুনিয়ায় কিছু দিন লাভবান হবে, কিন্তু আখিরাতে তো তাদেরকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর প্রতিশোধ হিসেবে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো।"

অন্য এক স্থানে রয়েছে –"আমি তাদেরকে অল্প কিছুদিন উপকার পৌঁছাবো, তারপর তাদেরকে পুরু শাস্তির দিকে আকৃষ্ট করবো।"

আর এক জায়গায় রয়েছে –"আমি কাফিরদেরকে কিছু সময়ের জন্য সুযোগ দিয়ে থাকি।"

www.pathagar.com

অন্য এক জায়গায় রয়েছে –"যে লোক আমার উত্তম ওয়াদা পেয়ে গেছে, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আরাম ভোগ করছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন শাস্তির মুখোমুখি হবে তারা কি সমান হতে পারে ?"

এভাবে অসংখ্য জায়গায় মহান আল্লাহ তা'লা কাফিরদের দুনিয়া এবং আখিরাতে কুফরীর প্রতিদানের কথা ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'লা মু'মিনদের কৃতকর্মের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতে বলেন–

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِاللهِ وَمَاعِنْدَاللهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ

পক্ষান্তরে যারা তাদের নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন-যাপন করে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহীত। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারীর সামগ্রী। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে, নেককার লোকদের জন্য তাই উত্তম।

উপরের আয়াতে কাফিরদের দুনিয়া এবং আখিরাতে প্রতিদানের কথা উল্লেখ করার পর এই আয়াতে মু'মিন লোকদের তাদের কর্মের প্রতিদানের কথা ব্যক্ত করে বলছেন, যেসব মু'মিন দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে নিজের জীবন-যাপন করে, এসব নেক লোকদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী হিসেবে তাদের দেয়া হবে বিভিন্ন পানিয় এবং প্রবাহমান ঝর্ণাধারা বেষ্টিত জান্নাত।

তাফসীরে ইবনে মিরদুওয়াই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তাদেরকে নেককার বলার কারণ এই যে, তারা তাদের বাপ-মা ও সন্তান-সন্ততির সাথে ভাল ব্যবহার করে থাকে। যেমন তোমার উপর তোমার বাপ-মায়ের হক রয়েছে তেমনি তোমার উপর তোমার সন্তান-সন্ততিরও হক হয়েছে।

(হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত)

হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) বলেন, "নেককার ঐ ব্যক্তি যে কাউকেও কষ্ট দেয় না"।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই

www.pathagar.com

মৃত্যু উত্তম। সে ব্যক্তি ভালই হোক অথবা মন্দই হোক। যদি সে সৎ হয় তবে তার জন্য আল্লাহর নিকট যা কিছু রয়েছে তা খুবই উত্তম। আর যদি সে অসৎ হয়, তবে আল্লাহর শাস্তি ও তার পাপসমূহ যা তার দুনিয়ার জীবনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই বৃদ্ধি এখান থেকেই শেষ হয়ে যাবে।

প্রথমটির দলীল হচ্ছে আয়াতের শেষাংশ- مَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِّلْاَ بْرَارِ

"আল্লাহ তা'লার কাছে যা কিছু রয়েছে তা নেককার লোকদের জন্য উত্তম।"

দ্বিতীয়টির দলীল হচ্ছে - وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

"কাফিররা যেন ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে সুযোগ দিচ্ছি তা তাদের পাপ বৃদ্ধি হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

(আলে ঈমরান -১৭৮)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা ঈমানদার আহলি কিতাবদের উল্লেখ করে বলেন - وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

আর আহলি কিতাবদের মধ্যেও এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং এর পূর্বে তাদের নিজের উপর যে কিতাব পাঠানো হয়েছিলো তার প্রতিও ঈমান রাখে, যারা আল্লাহর সামনে অবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের কাছে। আর তিনি হিসাব চুকিয়ে দেয়ার ব্যাপারে দেরী করেন না।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা আহলি কিতাব অর্থাৎ ইহুদী নাসারাদের ঐসব লোকদের প্রশংসা করছেন, যারা পুরোপুরি ঈমান এনেছিলো। তারা আল কুরআনেও বিশ্বাস করে এবং নিজেদের কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস রাখে। তাঁর আদেশ পালনে সদাসর্বদা লিপ্ত থাকে। পরওয়ারদিগারের সামনে তারা বিনয় প্রকাশ করে কান্নাকাটি করে থাকে। তাদের কিতাবে

www.pathagar.com

শেষ নবী (সঃ) সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে তা তারা গোপন রাখে না, বরং তারা তা প্রকাশ করে সকলকেই মেনে নিতে উৎসাহ প্রদান করে। এসব লোকই আল্লাহ তা'লার নিকট নেকী লাভ করবে, তাতে তারা ইহুদীই হোক বা খ্রীষ্টানই হোক। যেমন অন্য জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে – ০ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ০ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ০ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

"যাদেরকে আমি এর আগেও কিতাব দান করেছিলাম তারা তার প্রতিও ঈমান আনে এবং এই কিতাব (আল কুরআনে) যখন তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তারা স্পষ্টভাবে বলে, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। এটা আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট হতে সত্য কিতাব। আমরা তো প্রথম থেকেই এটা মান্য করতাম। তাদেরকে তাদের ধৈর্যের দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। তারা মন্দের জবাব ভাল দ্বারা প্রদান করে এবং তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা কাসাস –৫২-৫৪)

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে –"যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি এবং যারা ওটা ঠিকঠাক ভাবে পাঠ করে।"

অন্য আর এক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে – "যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি এবং যারা ওটা ঠিকঠাকভাবে পাঠ করে, তারা তো তাৎক্ষণিক এই কুরআনের উপরও ঈমান এনে থাকে।"

আর এক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে –

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

"হযরত মূসা (আঃ) এর জাতির লোকদের মধ্যে একটি দল সঠিক পথ দেখাতো এবং সত্যের সঙ্গেই সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী ছিলো।"(আ'রাফ -১৫৯)

অন্য এক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে – (হে নবী সঃ আপনি বলুন,) "হে লোকসকল ! তোমরা ঈমান আনো আর নাই আনো, আগে থেকেই যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, যখন তাদের নিকট আল কুরআনের

www.pathagar.com

আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তারা মুখের ভরে সিজদায় পড়ে যায় এবং বলে, আমাদের পরওয়ারদিগার পবিত্র, নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা সত্য হয়েই থাকবে। এরা কাঁদতে কাঁদতে মুখের ভরে পড়ে যায় এবং তাদের বিনয়তা বৃদ্ধি পায়।"

ইহুদীদের মধ্যে এমন গুণের লোক পাওয়া যায়, যদিও তাদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালমা (রাঃ) এবং তাঁর মতো আরও কয়েকজন ঈমানদার ইহুদী আলেম ছিলেন, কিন্তু যাদের সংখ্যা দশ জনের বেশী হবে না।

আর খ্রীষ্টানদের অধিকাংশই সুপথে এসে গিয়েছিলো এবং সঠিক পথের অনুগত হয়েছিলো। যেমন বলা হয়েছে –"তুমি অবশ্যই ইহুদী ও মুশরিকদেরকে মু'মিনদের প্রতি ভীষণভাবে শত্রুতা পোষণকারী পাবে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদানকারী পাবে ঐসব লোকদেরকে যারা বলে, আমরা খ্রীষ্টান। এখান থেকে তারা যা বলছে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাত দান করবেন যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহীত হবে। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।"

হাদীস শরীফেও বলা হয়েছে যে, যখন হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) নাজ্জাসীর দরবারে বাদশাহ ও তাঁর মন্ত্রীবর্গের সামনে সূরা মারইয়াম পাঠ করেন তখন তাঁর কান্না এসে যায়, ফলে বাদশাহ সহ উপস্থিত সকলেই কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের সকলের দাড়ী ভিজে যায়।

সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবাগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করে বলেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাসী আবি সিনিয়ায় (বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর জানাযার নামায আদায় করো। অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে কাতার বন্দী করে তাঁর (গায়েবানা) জানাযার নামায আদায় করেন।

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে –

لَايَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً "আর আল্লাহর আয়াতসমূহ সল্প মূল্যে বিক্রয় করে না।" অর্থাৎ তাদের কাছে যে ধর্মীয় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা তারা গোপন করে না, যেমন তাদের মধ্যেকার এক ইতর শ্রেণীর লোকের

www.pathagar.com

ঐ অভ্যাস ছিলো। বরং ঐ লোকেরা তো ঐ শিক্ষাকে বেশী বেশী করে প্রচার করতো।

তারপর তাদের প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে –

أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ "ঐসব লোকদের প্রতিদান তাদের পরওয়াদিগারের নিকট রয়েছে।"

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ আহলি কিতাবদের বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পূর্বে ছিলো। তারা ইসলামকে বুঝতো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আনুগত্য করারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলো। কাজেই প্রতিদানও তাদের দ্বিগুণ দেয়া হবে। এক প্রতিদান হচ্ছে রাসূলের পূর্বেকার ঈমানের জন্যে এবং দ্বিতীয় প্রতিদান হচ্ছে তার প্রতি ঈমান আনার জন্যে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আহলি কিতাবের, ঐ ব্যক্তি যে নিজের উপর ঈমান এনেছে এবং আমার উপরও ঈমান এনেছে।"(ইবনে কাসীর)

অতঃপর আয়াতের সর্বশেষে বলা হয়েছে – إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।" অর্থাৎ সত্বর একত্রিতকারী, পরিবেষ্টনকারী এবং গণনাকারী। তিনি অতিসত্বর হিসাব চুকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই দেরী করেন না।

অতঃপর সর্বশেষ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা মু'মিনদেরকে কতিপয় বিষয় আ'মল করার নসিহত করে বলেন –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং বাতিল পন্থিদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও। হকের খিদমত করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যাও এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা / বোনেরা ! সূরার এই সর্বশেষ আয়াতে মু'মিনদেরকে চারটি কাজের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন- ১. সবর, ২. মুসাবারাহ, ৩. মুরাবাতাহ্ এবং ৪. তাকওয়া।

www.pathagar.com

১. সবর ঃ সবর এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা দেয়া। আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় صبر এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরোধী বিষয়ের উপর দমিয়ে রাখা। এর আবার তিনটি প্রকার রয়েছে।

(এক) 'সবরে আলাওআত' ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা ও তাঁর রাসূল যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো পালন করতে যেয়ে মনের উপর যতো কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা।

(দুই) সবরে আনিল মা'আসী ঃ অর্থাৎ যেসব বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'লা ও তাঁর রাসূল (সঃ) নিষেধ করেছেন, সেসব জিনিস মনের জন্যে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন অথবা যতো স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা।

(তিন) 'সবরে আলাল মা'সায়েব ঃ অর্থাৎ বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের সময় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া। দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহরই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মগজকে অধৈর্য করে না তোলা।

এক কথায় সবর হলো, সকল প্রকার বিপদ-আপদে বা পার্থিব কোন বালা-মুসিবতে কিংবা কোন অন্যায়-অত্যাচারে, দুঃখে-কষ্টে, রোগে-শোকে, ক্ষধায়-তৃষ্ণায়, ইবাদতে, যুদ্ধ-জিহাদে বিচলিত না হয়ে এবং মেজাজের ভারসাম্য না হারিয়ে-পক্ষান্তরে আনন্দে ও সুখে-শান্তিতে আত্মভোলা না হয়ে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে, সব কিছুকে সহজ করে অটল-অবিচল থাকাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়। যে ব্যক্তি এ মহা গুণে গুণান্বিত তাকে 'সাবের' বা ধৈর্যশীল বলা হয়।

২. মুসাবারাহ ঃ এই শব্দটিও 'সবর' থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ শত্রুর মুকাবিলা করতে যেয়ে দৃঢ়তা দেখানো। কুরআনের মূল শব্দ صَابِرُوْا এর অর্থ দু'টি। একটি হলো, কাফিররা কুফরীর ব্যাপারে যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখাচ্ছে এবং কুফরীর ঝান্ডা সমুন্নত রাখার জন্য যে ধরনের কষ্ট স্বীকার করছে তোমরা তাদের মুকাবিলায় তোমরা; দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতী দেখাও। দ্বিতীয়টি হলো;তাদের মুকাবেলায় তোমরা দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতী দেখাবার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করো।

www.pathagar.com

৩. মুরাবাতা ঃ মুরাবাতা এর অর্থ হলো ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ অর্থেই কুরআনে বলা হয়েছে وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় رِبَاط (রিবাত) শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

(এক) সীমান্ত পাহারা দেয়া। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হিফাজতে এমনভাবে সুসজ্জিত হয়ে থাকা, যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়।

(দুই) নামাযকে পাহারা দেয়া। অর্থাৎ জামায়াতে নামাযের নিয়ম-কানুন এমনভাবে মেনে চলা যে, এক নামায শেষ হলে পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকা।

এ দু'টি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গ্রহণীয় ইবাদাত। এর মাহাত্ব ও মর্যাদা অসংখ্য-অগণিত। নিম্নে এর কয়েকটি মর্যাদা উল্লেখ করা হলো।

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত হিফাজত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষামান থাকাকেই 'রিবাত' বা 'মুরাবাতাহ' বলা হয়। এর দু'টি রূপ হতে পারে। যেমন–

প্রথমত ঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত। এমন অবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রীম হিফাজত বা সংরক্ষণের জন্য তার দেখাশোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সীমান্তে বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষ-বাস করে রুযী-রোজগার করাও বৈধ। এমতবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষা করাই নিয়ত থাকে এবং সেখানে থাকা অবস্থায় যদি রুযি কামাই করা তারই আনুসঙ্গিক বিষয় হয়ে থাকে, তবে এমন ব্যক্তিরও 'রিবাত ফী সাবিলিল্লাহ'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনো যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হিফাজত না হয়, বরং রুযী কামাই হয় মূল লক্ষ্য, তা হলে দৃশ্যত ঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মুরাবিত ফী সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমন অবস্থায় পরিবারের নারী-শিশুদের সেখানে রাখা বৈধ নয়। তখন সেখানে কেবলমাত্র তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে। (কুরতুবী)

www.pathagar.com

সীমান্ত রক্ষার মর্যাদা ঃ এই দুই অবস্থাতেই 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার অসংখ্য ফযীলত বা মর্যাদা রয়েছে। যেমন–

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহর পথে এক দিনের 'রিবাত' বা সীমান্ত পাহারা দেয়া সমস্ত দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সেসব কিছু থেকেও উত্তম। (সহীহ বুখারী)

অন্য এক হাদীসে হযরত সালমান হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, একদিন ও এক রাতের 'রিবাত' বা সীমান্ত পাহারা দেয়া পর্যায়ক্রমে এক মাসের রোযা এবং সারা রাত ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়া থেকেও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মারা যায়, তাহলে তার সীমান্ত পাহারা দেয়ার ধারাবাহিক সওয়াব সর্বদা চলমান থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিযিক চালু থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। (সহীহ মুসলিম)

অপর এক হাদীসে হযরত ফুযালাহ্ ইবনে ওবায়েদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মৃত্যু ব্যক্তির আ'মল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়-শুধুমাত্র 'মুরাবিত' বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষী ছাড়া। অর্থাৎ তার আ'মল কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আর সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকে নিরাপদ থাকবে। (আবু দাউদ)

এসব বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত সাদকায়ে জারিয়ার চেয়েও উত্তম। কারণ, সাদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাদকাহ দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন তার উপকারীতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ, সমস্ত মুসলমানদের সৎকাজে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমন থেকে নিরাপদে থাকে। ফলে একজন সীমান্ত রক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানের সৎ কাজের কারণ হয়ে যায়। সে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার সীমান্ত পাহারা দেয়ার সওয়াব অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও সে যতো নেক কাজ দুনিয়ায় করতো, সেগুলোর সওয়াবও আ'মল করা ছাড়াই সর্বদা চলমান থাকবে।

www.pathagar.com

৪. তাকওয়া ঃ মু'মিনদেরকে চতুর্থ যে গুণের নসিহত মহান আল্লাহ করছেন, তা হলো তাক্ওয়া বা আল্লাহ ভীতি। তাক্ওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো-ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, সাবধান হওয়া, আত্মশুদ্ধি, কোন অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, বেছে বেছে চলা ইত্যাদি। সাধারণভাবে অন্তরে আল্লাহর ভয়কে তাক্ওয়া বলা হয়। তাক্ওয়া মু'মিনদের মৌলিক এমন একটি গুণ যার কারণে উপরের তিনটি গুণই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এখানে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর এ ভয় সর্বাবস্থায়, সব সময়, সব কাজে থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ) কে যখন ইয়ামিনে গভর্ণর করে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে মুআ'য ! যেখানেই থাকো না কেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে। যদি তোমার দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে যায়, তাহলে তৎক্ষণাত কোন নেকীর কাজও করবে, যেন সেই পাপ মোচন হয়ে যায়। আর জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।

(ইবনে কাসীর)

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন-

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ "আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।" অর্থাৎ যারা এই চারটি কাজ যথা - 'সবর' বা ধৈর্য অবলম্বন, 'মুসাবারাহ' বা বাতিলের মোকাবিলায় দৃঢ়তা প্রদর্শণ, 'রিবাত' বা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া এবং 'তাকওয়া' বা অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে কাজ করবে, আশা করা যায়, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে কারাযী (রহঃ) বলেনঃ এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা আমার খেয়াল রাখবে, আমার ভয়ে কাঁপতে থাকবে, আমার ও তোমাদের কাজের ব্যাপারে সংযমী হবে, আর যখন আমার উপর ভরসা করবে তখন তোমরা মুক্তি পাবে ও সফলকাম হবে। (ইবনে কাসীর)

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের শেষ রুকুর অর্থাৎ ১৯৪ থেকে ২০০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হলো, এখন আমি আপনাদের খিদমতে এর শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরছি ঃ

www.pathagar.com

■ একজন মু'মিনের আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ হবে জান্নাত লাভেরই ফরিয়াদ। আর মু'মিনের এটাও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, একজন ঈমানদারদের আ'মলের প্রতিদান হিসেবে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ যে জান্নাত দেয়ার অঙ্গিকার করেছেন, তিনি তা অবশ্যই পূরণ করবেন। কেননা, মানুষ ওয়াদা খেলাপ করতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর কৃত ওয়াদা অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূরণ করবেনই।

■ আল্লাহর কাছে পুরুষ-নারী সবাই সমান, সবাই একই জাতিভুক্ত। অতএব পুরুষ-নারীদের মধ্যে যারাই আল্লাহর দ্বীনের জন্য হিজরাত করবে অর্থাৎ দেশ ত্যাগ করবে, নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবে এবং আমারই জন্য দুঃখ-কস্ট ভোগ করবে, আমারই জন্য যারা জিহাদ-সংগ্রাম করবে এবং জিহাদ-সংগ্রাম করতে যেয়ে জেল-যুলুম ভোগ করবে এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যাবে, আমি তাদের প্রতিদান হিসেবে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিবো এবং এমন এক নিয়া'মতে পরিপূর্ণ জান্নাত দান করবো যার নীচ দিয়ে দুধ, মধু ও পানীয় এর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে।

■ কাফির তথা খোদদ্রোহী লোকদের ঠাঁটবাঁট চালচলনে মু'মিন লোকেরা কোন সময়ের জন্যই ধোকায় পড়বে না অথবা প্রতারিত হবে না। বরং মু'মিনদের মধ্যে এই বুঝই থাকতে হবে যে, এটা তাদের দুনিয়ার জীবনের সাময়িক আনন্দ-ফূর্তি মাত্র। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আর যেসব মু'মিন তাদের রব আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের পরওয়ারদিগারের মেহমানদারীর সামগ্রী হিসেবে ঝর্ণাধারা দ্বারা পরিবেষ্টিত অতি উত্তম জান্নাত।

■ আহলি কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্ট্রানদের মধ্যে যারা ঈমানদার অর্থাৎ যারা তাদের উপর যেসব কিতাব নাযিল হয়েছিলো তাতেও যেমন বিশ্বাস করে এবং নবী করীম (সঃ) এর উপর যে আল কুরআন নাযিল হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে। আর যারা আল্লাহর সামনে বিনয়ী থাকে এবং রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য করে, এসব ঈমানদার আহলি কিতাবীদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে মহা প্রতিদান।

■ প্রতিটি মু'মিনকে সুখে-দুঃখে, আনন্দ-ফূর্তিতে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে, বাতিল খোদাদ্রোহী শক্তির দাপটের মোকাবিলায় দৃঢ় পদ থাকতে হবে,

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশ মুসলীম রাষ্ট্র কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র নয়। এই জন্যই প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সদা-সর্বদা সকল কাজেই অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে জীবন-যাপন করতে হবে, তাহলেই প্রকৃত সফলকাম হওয়া যাবে।

আহবান ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভাইয়েরা/বোনেরা ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আলে ঈমরানের শেষর ৭ টি আয়াতের যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে এবং অজ্ঞাতে কোন ভুলত্রুটি কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় আমরা জানতে পারলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আ'মল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।' অয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।' আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

—— ঃ সমাপ্ত ঃ ——

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

www.pathagar.com